জুন, ২০২২ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

জুন, ২০২২ঈসায়ী

****

সূচিপত্র

৩০শে জুন, ২০২২

যুবকদের জিহাদ থেকে 'নিরুৎসাহিত' করতে ৪৩০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে আইভরি কোস্ট

আইভরি কোস্ট সরকার ঘোষণা করেছে যে, তিন বছরের কর্মসূচির অংশ হিসাবে, দেশে যুবকদেরকে জিহাদি চিন্তা থেকে বিরত রাখতে প্রায় ৪৩০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি এবং বুরকিনা ফাসো সীমান্ত হয়ে আইভরি কোস্টে দিন দিন হামলা বাড়াচ্ছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। আর এই সময়টাতে দিশটির যুবকরাও দলে দলে যোগ দিচ্ছে প্রতিরোধ বাহিনীতে। এতে নিরাপত্তা-চ্যালেঞ্জে পড়েছে দেশের উত্তরাঞ্চল। ফলে যুবকদের এই জিহাদি জাগরণ রুখতে অর্থ বরাদ্দ করেছে সরকার। এরমধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে জিহাদ বিরুধী প্রচারনা চালাতে ৪০৫ মিলিয়ন ডলারের প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে দেশটির শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দেশটির যুবমন্ত্রী 'মাহমাদু তোরে' এএফপিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মন্ত্রী তুরে আরও ঘোষণা করেছে যে, তরুণরা যাতে জিহাদি গোষ্ঠীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না হয়, সেজন্য সামাজিক প্রণোদনা কর্মসূচি চালু করা হবে। তুর আরও দাবি করেছে যে "মাদ্রাসা এবং কোরআন শিক্ষা গ্রহণকারী তরুণদের পিছনে এই কর্মসূচি সবচাইতে বেশি চালানো হবে। (অর্থাৎ তাদের পবিত্র হৃদয়ে ধর্মহীনতা চাষ করা হবে)। কেননা তারা জিহাদের দিকে সবচাইতে বেশি জুকে পড়ছে। এর কারণ হিসাবে দাবি করে যে, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে "সামাজিক জীবনে" খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না।

এই প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে যে, সরকার ৬০ হাজার তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণসহ বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রাথমিক তহবিল হিসেবে ৫৩ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে।

উল্লেখ্য যে, মালি এবং বুরকিনা ফাসোর জিহাদি জাগরণ এখন বিশেষ করে আইভরি কোস্ট, গিনি, সেনেগাল, ঘানা, টোগো এবং বেনিনের মতো দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সীমান্ত দেশগুলোতে দিন দিন প্রভাব বিস্তার করছে আল-কায়েদা। এসব সীমান্তে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জেএনআইএম সম্প্রসারণ কৌশল অবলম্বন করছে।

কর্নাটকে মাদ্রাসা থেকে ফেরার সময় উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হামলার শিকার ছোট্ট শিশু

ভারতের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিমদের প্রতি সেখানকার উগ্র হিন্দুদের চরম বিদ্বেষ বেড়েই চলেছে। ফলে সর্বত্রই মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদীদের হামলার শিকার হচ্ছেন। এবার মাদরাসা থেকে ফেরার পথে হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণের শিকার হলো এক ছোট্ট মুসলিম শিশু।

ঘটনাটি ঘটেছে দেশটির বহুল আলোচিত ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য কর্নাটকে। ম্যাঙ্গালোরের কৃষ্ণপুরা ৬ নাম্বার ব্লকে ২৮/০৬/২২ তারিখ রাত ৯:১৫ নাগাদ এই মাদ্রাসা ছাত্রের উপর হিন্দুত্ববাদীরা হামলা চালিয়েছে।

উগ্রবাদীদের আক্রমণ থেকে দৌড়ে বাঁচার সময় জামার পেছনের অংশ ছিঁড়ে যায় শিশুটির।

পরে মোহাম্মদ মুঈন নামের ভারতীয় এক সংবাদকর্মী ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, ওই শিশুটির নাম শায়ান। সিক্সের ছাত্র। রাজ্যের ম্যাঙ্গালোরু শহরে অবস্থিত একটি মাদ্রাসা থেকে কুরআনের ক্লাস করে বাড়িতে ফিরছিল সে। তখন-ই একদল উগ্র হিন্দু যুবক তাকে আক্রমণ করে। এ সময় শায়ান চিৎকার করলে উগ্রবাদীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আক্রমণকালে তাদের পরনে ছিল হিন্দুত্বের প্রতীক গেরুয়া রুমাল।

শিশুর ওপর আক্রমণের এই ঘটনায় উগ্রবাদীদের তীব্র সমালোচনা করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা। ভারতসহ বিশ্বের নানা প্রান্তের সচেতন মানুষ এর নিন্দা জানাচ্ছেন। এক টুইটার ব্যবহারকারী লিখেছেন- 'মেন্টালের দল, সাহস দেখাতে শিশুদের লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে।'

ভারতে কোন মুসলিমের জান মালের নিরাপত্তা নেই। যেকোন সময় হিন্দুত্ববাদীদের হামলায় সবকিছু হারিয়ে ফেলা এখন ভারতীয় মুসলিমদের সময়ের ব্যাপার।

তথ্যসূত্র:

1.#Muslim boy Shayan Studying Class 6th was attacked while returning from #Madrasa by Miscreants today around 9:15 PM in Krishnapura 6th block of Mangalore, Karnataka. As the boy screamed for help they ran away. -https://tinyurl.com/y3b8chpy

---

২৯শে জুন, ২০২২

যুবকদের জিহাদ থেকে 'নিরুৎসাহিত' করতে ৪৩০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে আইভরি কোস্ট

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ আইভরি কোস্ট সরকার ঘোষণা করেছে যে, তিন বছরের কর্মসূচির অংশ হিসাবে, দেশে যুবকদেরকে জিহাদি চিন্তা থেকে বিরত রাখতে প্রায় ৪৩০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি এবং বুরকিনা ফাঁসো সীমান্ত হয়ে আইভরি কোস্টে দিন দিন হামলা বাড়াচ্ছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। আর এই সময়টাতে দিশটির যুবকরাও দলে দলে যোগ দিচ্ছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীটিতে। এতে নাকি নিরাপত্তা-চ্যালেঞ্জে পড়েছে দেশটির উত্তরাঞ্চল। ফলে যুবকদের এই জিহাদি জাগরণ রুখতে অর্থ বরাদ্দ করেছে সরকার। এরমধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে জিহাদ বিরুধী প্রচারোনা চালাতে ৪০৫ মিলিয়ন ডলারের প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে দেশটির শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দেশটির যুবমন্ত্রী 'মাহমাদু তোরে' এএফপিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মন্ত্রী তুরে আরও ঘোষণা করেছে যে, তরুণরা যাতে জিহাদি গোষ্ঠীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না হয়, সেজন্য সামাজিক প্রণোদনা কর্মসূচি চালু করা হবে। তুর আরও দাবি করেছে যে "মাদ্রাসা এবং কোরআন শিক্ষা গ্রহণকারী তরুণদের পিছনে এই কর্মসূচি সবচাইতে বেশি চালানো হবে। কেননা তারা জিহাদের দিকে সবচাইতে বেশি ঝুঁকে পড়ছে। এর কারণ হিসেবে পশ্চিমাদের শেখানো ভাষায় সে দাবি করেছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা নাকি নিজেদেরকে "সামাজিক জীবনে" খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না।

এই প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে যে, সরকার ৬০ হাজার তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণসহ বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রাথমিক তহবিল হিসেবে ৫৩ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে।

উল্লেখ্য যে, মালি এবং বুরকিনা ফাঁসোর জিহাদি জাগরণ এখন বিশেষ করে আইভরি কোস্ট, গিনি, সেনেগাল, ঘানা, টোগো এবং বেনিনের মতো দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সীমান্ত দেশগুলোতে দিন দিন প্রভাব বিস্তার করছে আল-কায়েদা। এসব সীমান্তে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জেএনআইএম সম্প্রসারণ কৌশল অবলম্বন করছে। আর এই দেশগুলোর উত্তর সীমান্তগুলো উন্মুক্ত করে দিয়ে নাইজেরিয়া হয়ে প্রতিরোধ যোদ্ধারা মধ্য আফ্রিকা পর্যন্ত ইসলামি অঞ্চলের ভূমি বিস্তৃত করতে চাচ্ছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

সিরিয়া | তৃতীয়বারের মতো আল-কায়েদা নেতাকে হত্যার দাবি মিথ্যাবাদী অ্যামেরিকার

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার ইদলিব সিটিতে ড্রোন হামলার চালিয়েছে বলে জানা গেছে। যাতে আল-কায়েদার আঞ্চলিক এক শীর্ষ নেতাকে হত্যার দাবি করেছে মিথ্যাবাদী এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রটি।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২৭ জুন রাতে ইদলিবের বিনিশ এলাকার সড়কে একটি ড্রোন হামলা চালানো হয়। যেখানে রাস্তায় চলাচলকারী একটি মোটরসাইকেলকে টার্গেট করে মার্কিন সশস্ত্র MQ9 ড্রোন থেকে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা হয়। এই হামলায় উক্ত মোটরসাইকেলটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় এবং মোটরসাইকেলে আরোহী ব্যক্তি শহিদ হন।

ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড কর্তৃক জারি করা এক বিবৃতিতে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এবং বলা হয় যে, এই হামলার মাধ্যমে আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

ক্রুসেডার দেশটি দাবি করেছে যে, হামলায় টার্গেটকৃত ব্যক্তি ছিলেন আবু হামজা আল ইয়েমেনি। যিনি প্রতিরোধ বাহিনী তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের অন্যতম একজন সিনিয়র নেতা।

এর আগেও আল-কায়েদার এই নেতার (শাইখ আবু হামজা আল-ইয়েমেনি) উপর দুবার হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী। সর্বশেষ হামলাটি চালানো হয় গত ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রহে তিনি প্রতিবারই হামলা থেকে বেঁচে জান।

এদিকে হুররাস আদ-দ্বীন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোও এই হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। তবে নিহত ব্যক্তি শাইখ আবু হামজা (হাফিজাহুল্লাহ্) ছিলেন না বলেও জানিয়েছে দলটির সদস্যরা। বরং হামলায় শহিদ হওয়া ব্যক্তি

ছিলেন আবু হাজা' আদ-দ্বিরী (তাকাব্বাল্লাহ্)। যিনি দেইর ইজ্জোরের উত্তর আল-হিলওয়াহ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের একজন বীর মুজাহিদ।

ফটো রিপোর্ট || আশ-শাবাব কর্তৃক বিশাল এলাকাজুড়ে দৃষ্টিনন্দন হাসপাতাল উদ্বোধন

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বিশাল আকারের একটি দৃষ্টিনন্দন হাসপাতাল উদ্বোধন করেছে বলে জানা গেছে।

দৃষ্টিনন্দন এই হাসপাতালটি জিলব জেলায় বিশাল জায়গা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এটি উদ্বোধনের জন্য একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আশ-শাবাব প্রশাসন। যেখানে চিকিৎসকরা ছাড়াও বিভিন্ন পেশার স্থানীয় অনেক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

গত শুক্রবার হাসপাতালটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হয়। হাসপাতালটিতে অত্যাবশ্যকীয় সবধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

হাসপাতালের পরিচালক ড. হানিফ অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য প্রদান করেন। এসময় তিনি হাসপাতাল এবং এটি যে পরিষেবাগুলি প্রদান করবে তার রূপরেখা তুলে ধরেন এবং জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করেন।

জিলব জেলা জেনারেল হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন জুবা রাজ্যের গভর্নর শেখ মোহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ। তিনিও সোমালি জনগণ এবং ডাক্তারদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করেন। এবং তাদেরকে জনগণের চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন মেটাতে এই প্রচেষ্টায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।

গভর্নর আবু আবদুল্লাহ হাসপাতাল নির্মাণে আশ-শাবাব মুজাহিদিনের ভূমিকার প্রশংসা করেন। সর্বশেষ স্থানীয় বাসিন্দাদের দ্বারা নির্বাচিত একটি কাউন্সিলের কাছে হাসপাতালের চাবি এবং দায়িত্ব হস্তান্তর করেন তিনি।

আশ-শাবাব কর্তৃক নির্মিত এই হাসপাতালটি আয়তনে অনেক বড় এবং সুসজ্জিত। এটি জুবা রাজ্য এবং এর আশপাশের অঞ্চলগুলোতে চিকিৎসার চাহিদা মেটাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দৃষ্টিনন্দন এই হাসপাতালটির এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কিছু ছবি দেখুন..

https://alfirdaws.org/2022/06/29/57801/

ভারতে প্রকাশ্যে শাতিমে রাসূলের (ﷺ) পাওনা মিটিয়ে দিলেন নবী প্রেমিক দুই যুবক

হিন্দুত্ববাদী ভারতের রাজস্থানে ঘটে গেলো নবী প্রেমিক দুই সাহসী যুবকের যুগান্তকারী এক হামলার ঘটনা। যারা প্রকাশ্য দিবালোকে এক শাতিমে রাসূল (ﷺ) কে কুপিয়ে হত্যা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, গত ২৮ জুন মঙ্গলবার ভারতের রাজস্থানের উদয়পুরে এই হামলার ঘটনা ঘটে। যেখানে দুই নবী প্রেমিক মুসলিম যুবক প্রকশ্যে ভিডিও ধারণ করার মাধ্যমে 'কানহাইয়া লাল' নামক এক গোস্তাখে রাসূল (ﷺ) কে দিবালোকে কুপিয়ে হত্যা করেন।

নবী প্রেমিকদের বরকতময় এই হামলার পর পুরো ভারত জুড়েই শাতিমে রাসূলদের অন্তরে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে শহর জুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। সেই সাথে রাজ্যটির ৭টি থানায় কারফিউ জারি এবং শত শত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নামিয়েছে রাজ্য সরকার।

সূত্রগুলো থেকে জানা গেছে, নবী প্রেমিকদের হাতে নিহত ঐ শাতেমে রাসূল পেশায় দর্জি। ভারতের অন্যান্য উগ্র হিন্দুদের মতই ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষে তার অন্তর ছিলো পরিপূর্ণ। ফলে সে গত মাসে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী ক্ষমতাসীন দল বিজেপি মুখপাত্র নুপুর শর্মা কর্তৃক রাসূল (ﷺ) এর শানে করা অবমাননাকর বক্তব্যের সমর্থনে পোস্ট করে। এবং তা প্রচার করতে থাকে। এর প্রেক্ষিতে নবী প্রেমিক যুবকগণ তার দোকানে ঢুকেই তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন।

নুপুর শর্মা আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা উক্ত বক্তব্যের পর নবী প্রেমিকদের হাত থেকে বাঁচতে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের কঠোর নিরাপত্তায় লুকিয়ে থাকে। এর ফলে অন্যান্য গোস্তাখে রাসূল (ﷺ) রা ভাবতে থাকে যে, তারাও রাসূলের শানে অবমাননাকর মন্তব্য করে পার পেয়ে যাবে। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্নকে প্রকাশ্যেই মাটিতে মিটিয়ে দিয়েছেন ২ নবী প্রেমিক যুবক।

নবী প্রেমিক যুবকরা এই হত্যার মাধ্যমে আবারো বিশ্ব মুসলিমদেরকে এই বার্তাই দিলেন যে, গোস্তাখে রাসূলের (ﷺ) বিরুদ্ধে শুধু মিছিল মিটিং আর প্রতিবাদ সমাবেশ করাই যথেষ্ট বা সমাধান নয়। বরং প্রত্যেক শাতিমের একমাত্র শাস্তি হলো তাকে হত্যা করা।

ভিডিও লিংক: https://file.fm/u/g3wpwzccp

https://www.udrop.com/6Ngj/290403874_194772576215078_2438433956291446450_n.mp4

নিউজ লিংক: 2 held for beheading Hindu tailor in Udaipur over post supporting Nupur Sharma; NIA team rushed to spot https://tinyurl.com/23xjky2j

২৮শে জুন, ২০২২

ব্রেকিং নিউজ | ভারতে শাতেমে রাসূলের উচিত শিক্ষা দিয়েছেন নবী প্রেমিক দুই মুসলিম যুবক আলহামদুলিল্লাহ

ভারতের উদয়পুর গ্রামের এক দর্জি রাসূল (ﷺ) কে নিয়ে নুপুর শর্মার করা অবমাননার পক্ষে ফেইসবুকে পোস্ট করে। এর কিছুক্ষন পরেই দুইজন নবী প্রেমিক মুসলিম যুবক গিয়ে তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করে। ইতিমধ্যে তা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নবীর শত্রুদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। শাতেমে রাসূলদের উচিত শিক্ষা দিয়েছেন দুই নবী প্রেমিক মুসলিম যুবক আলহামদুলিল্লাহ।

ভিডিও লিংক: https://file.fm/u/g3wpwzccp

https://www.udrop.com/6Ngj/290403874_194772576215078_2438433956291446450_n.mp4

নিউজ লিংক: https://tinyurl.com/23xjky2j

টিটিপিতে এবার যুক্ত হলো বেলুচিস্তান ভিত্তিক একটি স্বাধীনতাকামী দল

পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত বেলুচিস্তান অঞ্চলে সক্রিয় একটি স্বাধীনতাকামী দল প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপিতে যোগ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রের খবরে বলা হয়েছে যে, গত ২৪ জুন পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণাধীন বেলুচিস্তান অঞ্চলে সক্রিয় একটি দল টিটিপিতে যোগ দিয়েছে। দলটি বেলুচিস্তানের নোশকা অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি স্বাধীনতাকামী এই দলটি আসলাম বেলুচির নেতৃত্বে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপিতে যোগ দিয়েছে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) নিশ্চিত করেছে যে, দলটি "টিটিপির নেতৃত্বের কাছে হিজরত ও জিহাদের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এবং এই অঙ্গীকার করেছে যে,' টিটিপির ঐসমস্ত সকল নীতি মেনে চলব, যা শরীয়াহ্ বিরোধী নয়। সেই সাথে টিটিপির অধীনে পাকিস্তানের ইসলাম বিরোধী গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকব। আর আমরা চেষ্টা করব বেলুচ ভূমিকে এই ধর্মদ্রোহী সামরিক বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করতে।"

বিশ্লেষকরা মনে করেন, স্বাধীনতাকামী এই দলটির টিটিপিতে অংশগ্রহণে বেলুচিস্তানে টিটিপির কার্যকারিতা আরও কয়েকগুণ বাড়বে।

২৭শে জুন, ২০২২

বেনিনে ফের আল-কায়েদা প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলা : নিহত ৩ পুলিশ সদস্য

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনের উত্তরাঞ্চলে সামরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত রেখেছেন আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জেএনআইএম যোদ্ধারা। সাম্প্রতিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এক হামলায় আন্তত ২ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল ২৬ জুন ভোর রাতে হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে বেনিনে ঐ হামলাটি চালানো হয়। হামলাটি দেশের উত্তরাঞ্চলে দাসারি এলাকায় কাছে একটি থানা লক্ষ্যবস্তু করে চালানো হয়েছিল।

সূত্র মতে, আল-কায়েদার ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা অভিযানের সময় হাতে বহনযোগ্য অস্ত্র ব্যাবহার করেছেন। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এই হামলায় দেশটির ২ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। বরকতময় এই অভিযানে অপর ১ পুলিশ সদস্যও গুরুতর আহত হয়।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বেনিনের উত্তরাঞ্চলে দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলার ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শত্রুদের বিরুদ্ধে চালানো এসকল অভিযানের সিংহভাগই চালানো হচ্ছে প্রতিবেশি দেশগুলোর সীমান্ত অঞ্চল থেকে। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এসকল এলাকাগুলোতে আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জেএনআইএম) বীর প্রতিরোধ যোদ্ধারা বেশ সক্রিয়।

প্রকাশিত হলো "গৌরবের ভূমি থেকে" শিরোনামের অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভিডিও সিরিজ ৮

বর্তমান বিশ্বে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীগুলোর মধ্যে সবচাইতে দুর্ধর্ষ ও কার্যকর বাহিনী হিসেবে দেখা হয় আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাবকে। প্রতিরোধ বাহিনীটি বছরের পর বছর ধরে পশ্চিমা বিশ্ব, ইউরোপীয় বাহিনী ও আফ্রিকান জোটগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। এই দীর্ঘ লড়াইয়ের ফলে দলটি বুঝেছে কিভাবে নিজেদের চাইতে কয়েকগুণ শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকা যায় এবং আন্তর্জাতিক অমুসলিম শত্রুজোটগুলোকে পরাজিত করতে হয়।

আর এই দীর্ঘ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে আশ-শাবাব হয়ে উঠেছে সবচাইতে পারদর্শী, বিচক্ষণ, চতুর এবং সবচাইতে সক্ষম ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাঁরা শত্রুর দুর্বলতা ও ভুলগুলোকে সবসময়ই সর্বোচ্চ কাজে লাগিয়ে সামরিক অপারেশন থেকে চালিয়ে কৌশলগত সুবিধা লাভ করে থাকেন।

এই দীর্ঘ সময়টাতে প্রতিরোধ বাহিনীটি নিজেদের সক্ষমতা বজায় রেখেই আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দেশের অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আশ-শাবাব তাঁর শত্রুকে দুর্বল করতে কখনো

কখনো একযোগে আবার কখনো কখনো পৃথক পৃথক অপারেশন পরিচালনা করে থাকে, যে অভিযানগুলোতে বহু সংখ্যক কুফফার ও গাদ্দার শত্রুসেনা নিহত এবং আহত হচ্ছে।

আর এমনই কিছু বীরত্বপূর্ণ অভিযান নিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি ভিডিও। যা দলটির অফিসিয়াল আল-কাতাইব মিডিয়া থেকে "গৌরবময় ভূমি থেকে- ৮" শিরোনামে প্রচারিত হয়েছে।

দীর্ঘ ৪৫ মিনিটের এই ভিডিওটিতে স্থান পায় দলটির যোদ্ধাদের পরিচালিত কিছু সামরিক অভিযান এবং বিভিন্ন এলাকায় যোদ্ধাদের ভ্রমনের দৃশ্য সমূহ। তবে ভিডিওটির বড় একটি অংশ জুড়েই স্থান পেয়েছে সোমালিয়ার গারিসা থেকে বারি অঞ্চল পর্যন্ত সারা দেশে শত্রুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন বড় ও দুর্দান্ত অভিযান।

এসব অভিযানের মাধ্যমে সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনী ছাড়াও সেক্যুলার তুরস্ক ও ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষিত সৈন্যদেরকেও টার্গেট করেন মুজাহিদগণ। এছাড়াও সীমান্ত পেড়িয়ে প্রতিবেশি কেনিয়াতেও ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিচালিত অভিযানগুলো দেখানো হয়েছে ভিডিওটিতে।

আকর্ষণীও এই ভিডিওটি নীচের যেকোনো লিংক থেকে ডাউনলোড করুন -

Full HQ (2.24 GB)

https://archive.gnews.to/index.php/s/Zw5R2JXisDeisTD

HQ (1 GB)

https://archive.gnews.to/index.php/s/8pwL5MFsXQ8sQBp

MQ (483.15 MB)

https://archive.gnews.to/index.php/s/GZxsKZZG5zaHqdc

https://file.fm/u/qn4mnm3xx

LQ (82.71 MB)

https://archive.gnews.to/index.php/s/22tJNqc2dTHySMS

https://file.fm/u/83ftzbw2x

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের দুর্দান্ত হামলায় ১৭ সেনা হতাহত, বন্দী এক

সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ধর্মদ্রোহী মোগাদিশু সরকারের সাথে সম্পৃক্ত সামরিক বাহিনীর ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে কয়েক ডজন গাদ্দার সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ২৭ জুন সোমবার সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলিয় জুবা রাজ্যের কিসমায়ো অঞ্চলে একাধিক সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এসব হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয় জারিস্কা, জিসর তারিক ও সিঙ্গলেয়ার এলাকায় অবস্থিত শত্রুদের সামরিক ঘাঁটিগুলো।

সবচাইতে সফল হামলাটি চালানো হয় কিসমায়োর নিকটস্থ সামরিক ঘাঁটিটিতে। সরকারি সূত্র মতে, উক্ত ঘাঁটিটিতে আশ-শাবাব যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ৮ সেনা নিহত এবং আরও ৯ সেনা আহত হয়েছে।

অপরদিকে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব সংশ্লিষ্ট সংবাদ সূত্র জানিয়েছে যে, এই হামলায় কয়েক ডজন গাদ্দার সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ খুব শীগ্রই জানানো হবে। তবে সূত্রটি এও নিশ্চিত করেছে যে, অভিযানের সময় মুজাহিদদের হাতে এক গাদ্দার সেনা সদস্য বন্দীও হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে যে, আশ-শাবাব মুজাহিদিন সশস্ত্র লড়াইয়ের পাশাপাশি শত্রুদের অবস্থান লক্ষ্য করে কামানের একাধিক গোলাও ছুড়েছেন।

কানাডা থেকে 'মুসলিমদের হত্যার আহ্বান' হিন্দুত্ববাদী নেতা রন ব্যানার্জির

কানাডায় হিন্দুত্ববাদী নেতা রন ব্যানার্জি মুসলিমদের হত্যার আহ্বান জানিয়েছে। সে বলেছে "আমি ভারতের প্রজাতন্ত্রে মুসলিমদের হত্যা করাকে সমর্থন করি। কারণ তারা মরার যোগ্য।" হিন্দু আধিপত্যবাদী রন ব্যানার্জির মন্তব্যগুলি হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল আরএসএসের প্রকৃত এজেন্ডা বহন করে।

গত শুক্রবার (২৪/০৬/২২) কানাডা থেকে একটি ভিডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়, যেখানে হিন্দু সম্মেলনের নির্বাহী পরিচালক রন ব্যানার্জি ভারতে মুসলিমদের গণহত্যার আহ্বান জানিয়েছে। ক্লিপটি 'বিট অফ দ্য নর্থ' নামে পরিচিত একটি কানাডিয়ান-ভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয়।

ভিডিওতে, হিন্দুত্ববাদী রন ব্যানার্জি ভারতের অসহায় অভিভাবকহীন মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ঘৃণাত্মক এবং গণহত্যার উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছে। রন ব্যানার্জী নিজেকে একজন "কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদী" হিসাবে পরিচয় দিয়েছে, এবং বলেছে যে সে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কানাডা এবং ভারত শাসন করতে চায়।

হিন্দুত্ববাদের অলীক নেশায় উন্মাদ ঐ রন আরো বলেছে, "প্রধানমন্ত্রী মোদী মুসলিমদের হত্যা করছে। আমি এই হত্যাকে সমর্থন করি, কারণ তারা মারা যাওয়ার যোগ্য। এটা খুবই ভাল এবং দুর্দান্ত কাজ, এতে আমি গর্বিত।"

কানাডিয়ান সিনেটর – সালমা আতাউল্লাহজান বলেছেন, এই জঘন্য হিন্দুত্ববাদী রন ব্যানার্জিই রাস্তায় প্রকাশ্যে বলছে যে, সে মুসলিমদের হত্যাকে সমর্থন করে। এবং এর ফলে তার কোন বিচার প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন না হওয়াটাই ভয়াবহ। আমরা যদি সত্যিই ঘৃণা ও ইসলামফোবিয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতাম তাহলে তারা এমন কথা মন্তব্য করার সাহস পেত না।

আসলে এটা শুধু রনের একার কথা নয়। হিন্দুত্ববাদীরা সুযোগ পেলেই মুসলিমদের হত্যার করার মনোবাসনা প্রকাশ করছে। তারা যেকোন অজুহাত দিয়ে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর জন্য মুখিয়ে আছে। মুসলিমদেরকেও তাই সতর্কতার সাথে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে বলে যাচ্ছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Canadian Hindu nationalist calls for killing of Muslims, Sikhs in India - https://tinyurl.com/yeaezyh3

মালিতে আল-কায়েদার হামলায় ১৩ গাদ্দার সেনা নিহত, বন্দী এক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির গাও রাজ্যে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এক হামলায় অন্তত ১৩ সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা যায়, গত ২৪ জুন মালির গাও রাজ্যে একটি অতর্কিত হামলার শিকার হয়েছে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনী। যাতে অন্তত ১৩ সেনা নিহত হয়েছে। এবং বাকি সৈন্যরা কোনরকম নিজেদের জীবন নিয়ে পালিয়েছে।

সূত্র মতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' যোদ্ধারা বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন। তাঁরা সামরিক বাহিনীর একটি কনভয় টার্গেট করে প্রথমে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। বিস্ফোরণের পর সেনারা যখন রাস্তা পরিষ্কার করতে সাঁজোয়া যান থেকে বের হয়, তখনই সেনাদেরকে টার্গেট করে ভারী ও মাঝারি অস্ত্র দ্বারা হামলা চালান মুজাহিদগণ। ফলশ্রুতিতে গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনী ব্যপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়।

জেএনআইএম সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদদের উক্ত হামলায় ১৩ সেনা নিহত এবং আরও বহু সংখ্যক সেনা আহত হয়। আর বাকি কাপুরুষ সৈন্যরা পালিয়ে যায়। তবে তাদের এক সৈন্যকে বন্দী করতেও সক্ষম হন মুজাহিদগণ।

অভিযান শেষে মুজাহিদগণ বেশ কিছু গনিমত লাভ করেন। যার মধ্যে রয়েছে ২টি গাড়ি সহ 12.7x108mm NSV, 14.5x114mm KPV HMGs, 56(-1) AK রাইফেল, AK-103 রাইফেল, Type 69 RPG, চাইনিজ 14.5x114mm এবং API-T গোলাবারুদ।

মুজাহিদদের প্রাপ্ত গনিমতের কয়েকটি দৃশ্য -

২৬শে জুন, ২০২২

টিটিপির মার খেয়ে গাদ্দার পাকি সেনাদের পলায়ন : হতাহত ৩০ এর অধিক

পাকিস্তানে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী ও দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর মধ্যে তীব্র এক লড়াই সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে। এতে গাদ্দার পাকি বাহিনীর অন্তত ২০ সেনা নিহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২৫ জুন শনিবার সকালে পাকিস্তানের গাদ্দার সামরিক বাহিনী যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন কর। তারা ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের একটি কেন্দ্র অবরোধ করে।

এসময় কেন্দ্রের ভিতরে অবরোধের শিকার প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ সময়মত অন্য স্থানে অবস্থানরত তাদের কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন। এবং তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন।

ফলশ্রুতিতে বাহির থেকে মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য বড় একটি দল ঘটনাস্থলে অবস্থান নিতে শুরু করেন। এবং ধীরে ধীরে গাদ্দার সেনাদেরকেই মুজাহিদদের নতুন গ্রুপটি চতুর্দিক থেকে সম্পূর্ণ ঘিরে করে ফলেন। অবরোধ সম্পূর্ণ হলে মুজাহিদগণ চতুর্দিক থেকে গাদ্দার সেনাদের টার্গেট করে হামলা চালাতে শুরু করেন। এবং কেন্দ্রের ভিতর থেকেও হামলা চালানো শুরু হয়। ফলে উক্ত স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষ ৩ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলমান থাকে।

টিটিপি'র একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদদের দুর্দান্ত এই জবাবি হামলায় গাদ্দার পাকি বাহিনীর অন্তত ২০ সেনা নিহত হয়। একই সাথে আরও ১০ এরও বেশি সৈন্য আহত হয়। বাকিরা দিকভ্রান্ত হয়ে এদিক সেদিক ছুটতে থাকে এবং জীবন নিয়ে পালিয়ে যায়। আর এভাবেই সেদিনকার মতো কাপুরুষ পাকি গাদ্দার সেনাদের বাহাদুরি করার খায়েশ ধুলোয় মিলিয়ে যায়, আলহামদুলিল্লাহ্।

প্রথম বিভাগ পেলেন শহীদ মুদাসসির : এফআইআর নেওয়া হয়নি হত্যার ১১ দিনেও

১৪ বছর বয়সী মুদাসসির আলম, যিনি ১০ জুন ঝাড়খণ্ডের রাঁচি শহরে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভের সময় শহীদ হন। তিনি প্রথম বিভাগে ১০ তম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি পরীক্ষায় ৬৬.৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন, যার ফলাফল তার মৃত্যুর ১১ দিন পরে ঝাড়খণ্ড একাডেমিক কাউন্সিল ঘোষণা করে।

তাকে একটি মন্দিরের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয় যখন সে ইসলামের প্রশংসা করে স্লোগান দিচ্ছিল। আঞ্চলিক সূত্রে জানা গেছে, ঝাড়খণ্ডের রাঁচি এলাকায় শুক্রবারের নামাজের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর শানে অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভে নামেন নবী প্রেমী মুসলিমরা। বিক্ষোভ চলাকালেই অন্তত দুই মুসলিম যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়। নিহত দুইজনের একজন হলেন মুদাসসির।

১০ দিনের বেশি সময় পার হলেও দোষীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। মৃতদের পরিবারের ক্রমাগত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা এফআইআরও নথিভুক্ত করেনি।

যে মুদাসসির ও সাহিলকে হিন্দুত্ববাদীরা গুলি করেছে খুন করেছে তাদের বয়স মাত্র ১৪ বছর। যারা এখনো কিশোর। মেধাবী ছাত্র। তাদেরকে বিনা অপরাধে গুলি করেছে, যা তাদের কথিত আইনেও নিষিদ্ধ। কিন্তু মুসলিমদের বেলায় হিন্দুত্ববাদীরা কোন আইনের তোয়াক্কা করে না।

তথ্যসূত্র:

----

1. Mudassir, who was shot dead in Ranchi protest, gets first division in his 10th class

exams
- https://tinyurl.com/5dfwa4vs

হিন্দুত্ববাদীদের হামলা-মামলায় যেমন আছেন ভারতীয় মুসলিমরা

ভারতের কানপুরে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর হামলা চালায়। হামলার পরে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন উল্টো মুসলিমদের ধড়পাকড় করতে থাকে। ভয়ে মুসলিমরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। বিপাকে পড়েন মুসলিম মহিলারা।

৫০ বছর বয়সী রুকসানা পারভীন। কানপুরের মুসলিম দীন মজুর শ্রমিকদের এলাকা হীরামান কা পুরওয়ার বাসিন্দা। বাড়িতে ফুঁপিয়ে কান্না করতে করতে চোখ ফুলে গেছে। তিনি অত্যন্ত ভেঙে পড়েছেন। তিনি বুঝানোর চেষ্টা করেন যে তার ১৯ বছর বয়সী ছেলে নির্দোষ ছিল।

তাকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আরেকজন বাসিন্দা সাজিদ হুসেনের মা বলেছেন, তার ছেলে প্রয়াগরাজের অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিচ্ছে, তার যমজ বোন শিফা আনামকে চাঁদনি স্কুল অফ নার্সিং থেকে নিতে বেরিয়েছিলেন। সেখান থেকেই ৩রা জুন হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

তিনি আরো বলেছেন, “পুলিশ, যাদের কাছে আমাদের জান মাল নিরাপদ বোধ করার কথা, তারাই আমাদের দুঃখের কারণ। আমার দরিদ্র ছেলে শুধু ভাই হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করছিল,।” "সে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই পুলিশ তাকে ধরে ফেলে।"

অনেক মুসলিম পরিবার বলেছে যে, বিজেপি শাসিত রাজ্যে ৩রা জুন সহিংসতার বিষয়ে ইউপি হিন্দুত্ববাদী পুলিশের তদন্ত ছিল "পক্ষপাতমূলক" এবং "একতরফা"। পুলিশের উপস্থিতিতে হিন্দুদের পাথর নিক্ষেপের ভিডিও ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও কোনও হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বা এফআইআর-এ নাম দেওয়া হয়নি।

সহিংসতার চার দিন পর, একজন স্থানীয় বিজেপি নেতা হর্ষিত শ্রীবাস্তব লালাকে কানপুরে নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে বসে। অন্যান্য হিন্দুরাও কুখ্যাত নূপুর শর্মার সুরেই সুর মিলাতে থাকে।

গ্রেফতারকৃত মুসলমানদের অধিকাংশই নিম্ন আয়ের পাড়ায় বাস করে যেগুলো রাস্তার বিক্রেতা এবং দিনমজুরদের আবাসস্থল। অনেকেই তাদের পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী সদস্য। গ্রেপ্তারের ফলে দরিদ্র পরিবারগুলিকে কেবল অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেই ফেলে দেওয়া হয়নি, অভিযুক্তদের পরিবার বলেছে যে তারা তাদের প্রিয়জনের বিরুদ্ধে মামলার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার খরচ মিটাতেও অক্ষম হয়ে পড়েছেন।তারা বলেছেন, যে তারা থানা ও আদালতে আসা যাওয়ার জন্যও সমস্যায় পড়ছেন। কেউ কেউ আইনজীবীও নিয়োগ করতে পারে নি।

তিনটি এফআইআর, শুধুমাত্র মুসলমানদের নাম

সহিংসতার বিষয়ে তিনটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (এফআইআর) দায়ের করা হয়েছে, যেখানে ৩৬ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং নাম দেওয়া হয়েছে। যাদের সকলেই মুসলিম। এবং ১,৩৫০ জনের নামে অজ্ঞাত মামলা দেয়। দ্বিতীয় এফআইআর, ৪ জুন বেকন গঞ্জ থানায় ১,০০০ অজ্ঞাত পরিচয় লোকের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা হয়।

পারভেজ আলী, বেকন গঞ্জে বসবাসকারী ৬০ বছর বয়সী দৈনিক মজুরি শ্রমিক, যার ২১ বছর বয়সী ছেলে, দর্জির সহকারী বিলালকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। তিনি বলেছেন, "যদি মুসলিম যুবকরা জড়িত থাকে, তাহলে হিন্দু যুবকরাও ছিল। আপনারা যদি হিন্দু যুবকদের ক্ষমা করেন তাহলে মুসলিম যুবকদেরও ক্ষমা করুন।

কানপুরে হিন্দুত্ববাদীদের হামলা

৩রা জুন জুমার নামাজের পর, ৩০০ থেকে ৪০০ মুসলিম রাসূল ﷺ এর অবমাননার প্রতিবাদে চন্দেশ্বর হাটা পর্যন্ত মিছিল করে। সেখানে গেলে হিন্দুত্ববাদীরা তাওহিদী মুসলিমদের উপর পাথর নিক্ষেপ শুরু করে। এক পর্যায়ে ব্যাপক হামলা শুরু করে। লোহার রড এবং লাঠির মতো বন্দুক এবং অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে। এবং পেট্রোল বোমাও নিক্ষেপ করেছিল।

৬ই জুন ইউপি পুলিশ ৪০ জনেরও বেশি মুসলমানের ছবি সহ পোস্টার তৈরি করে, যাদেরকে এখনো আটক করতে পারেনি বলে দাবি করে। ইউপিতে মুসলমানদের বাড়িতে বুলডোজার ব্যবহার করার বিষয়ে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দির অধ্যাপক বলেছেন, এটি একটি "হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক কাজ" এবং বর্তমান সরকারের আদর্শিক প্রকল্পের অংশ।

"প্রকল্পটি হল মুসলমানদের জীবন ভেঙে ফেলা, তাদের জন্য নিশ্চিত ও মর্যাদার বোধের সাথে তাদের জীবনযাপন করা অসম্ভব করে তোলা।" "মুসলিমরা যদি মনে করে যে সরকারের কোনো কাজের দ্বারা তাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে এবং তারা প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাহলেও মুসলিমদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়।"

আরেকজন মুসলিম যুবকে নাম সাজিদ। তাকে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ আটক করে নিয়ে গেছে। তার মা বলেছেন, 'আমরা খুব দরিদ্র এবং এমনকি একজন আইনজীবীও দিতে পারি না' তার ফোনে কল এবং টেক্সট বার্তাগুলি প্রমাণ করবে যে সাজিদ সেদিন বাড়িতেই ছিল, তার বোনের হদিস নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পারভীন বলেছিলেন, "তার মোবাইল ফোনটিও পুলিশ জব্দ করেছে। তারা তার সমস্ত বার্তা এবং কল রেকর্ডিং পরীক্ষা করতে পারে এবং শুক্রবার যা ঘটেছে তার সাথে সম্পর্কিত কিছু তারা খুঁজে পাবে না। তাকে দোষারোপ করার কিছু নেই।"

গ্রেফতারের পর তার মা বলেন, সাজিদ ৮, ১০ ও ১৩ জুন কলেজের তিনটি পরীক্ষা মিস করেছে। পারভীন বলেছিলেন যে পুলিশ তাদের সাজিদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানায়নি এবং হোয়াটসঅ্যাপে তার নির্দোষ দাবি করার একটি ভিডিও প্রচারিত হওয়ার পরে তারা টেলিভিশনের সংবাদে এটি দেখেছিল। যে "আমি যখন কিছুই করিনি তাহলে আমাকে ধরছ কেন?" বলতে শোনা যায় সাজিদকে।

পারভীন বলেন,আমার স্বামী একজন শ্রমিক। যিনি অসুস্থতার কারণে কাজ করতে পারছেন না, “আমরা খুব দরিদ্র এবং একজন আইনজীবী ঠিক করার সামর্থ্য নেই। আমরা এখনও একজনকেও পাইনি।"

সাজিদের খালা, হিনা ইয়াসমিন, যিনি তার ভাগ্নেকে গ্রেফতার করার পর মুম্বাই থেকে কানপুরে এসেছিলেন, তিনি বলেছেন যে তারা যখন ৩রা জুন কোতোয়ালি থানায় সাজিদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল, তখন তিনি কাঁদছিলেন।

“একটি ছোট ঘরে ১০ জন লোক ছিল এবং পুরো (মেঝে) জুড়ে প্রস্রাব ছিল। তাকে ৮-১০ ঘন্টা জল দেওয়া হয়নি,” তিনি বলেছিলেন। ৪ জুন, সহিংসতার পাঁচ দিন পর, তিনি এখনও জানতেন না তাকে কোথায় রাখা হয়েছে।
১৫ জুন তার পরিবারকে জানানো হয়, সাজিদকে কানপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে। সাজিদের মা বলেছেন 'আমি আমার সন্তানকে ফিরে পেতে চাই, সে কোনো ভুল করেনি'

ক. একজন বয়স্ক মহিলা যিনি তার স্বামীর পাশে বসেছিলেন যার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন, তিনি কানপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে তার ছেলের পরিদর্শনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কাঁদছিলেন। তিনি শুনেছিলেন যে বেশিরভাগ যুবক সেখানে বন্দী ছিলেন, তবে জেলে তিনি তার ছেলের বিষয়ে কোনও তথ্য পাননি। তিনি বলেছেন, “পুলিশ কর্মকর্তারা আমাকে আমার ছেলের সাথে দেখা করতে দিচ্ছে না। আমি শুধু আমার ছেলেকে ফিরে পেতে চাই। সে কিছু ভুল করেনি এবং আমি আমার ছেলেকে ফেরত পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি।”

খ. একজন ৪২বছর বয়সী গৃহকর্মী এবং বেকন গঞ্জে বসবাসকারী তিন সন্তানের মা, বলেছিলেন যে তিনি কোতোয়ালি থানায় তার ২১ বছর বয়সী ছেলে গোলাম মিযার সাথে দেখা করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পারেননি। তিনি বলেন, পুলিশ আমার ছেলেকে অন্যায়ভাবে আটক করে নিয়ে গেছে। সে একজন গার্মেন্টস সেলসম্যান, প্যারেড চকের একটি প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে অন্তর্বাসের একটি ব্যাগ নিতে গেলে তাকে গ্রেপ্তার করে। পণ্যগুলি সে লখনউতে বিক্রির জন্য নিয়ে ছিল। “তার কোনো ছবি বা ভিডিও নেই। পুলিশের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তাকে শুধু শুধু তুলে নেওয়া হয়েছিল।”
“আমি আমার সন্তানকে ফেরত চাই, সে কোনো ভুল করেনি। তার রুটিন হল কাজ, বাড়ি এবং তারপর আবার কাজে ফিরে যাওয়া।

এমনিভাবে,আজাদ ও ফারাজের মা বলেছেন “কেন তারা শুধু অল্পবয়সী মুসলিম ছেলেদের গ্রেফতার করছে? আমরা আর কিছু বলতে চাই না, শুধু আমাদের ছেলেদের আমাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।” পুরুষদের অনুপস্থিতিতে - তাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম নারীকে তদন্তের নামে হয়রানি করতে তলব করা হয়েছিল - মহিলারা পুলিশ কর্মীদের দ্বারা নিয়মিত হয়রানির অভিযোগ করেছেন।

“তারা আমাদের হুমকি দেয় যে তারা আমাদের বাড়ি সিল করে দেবে। কিছু বাড়ির দরজায় নোটিশ রয়েছে,” বলেন আসিয়া। স্থানীয়রাও তাদের বিরুদ্ধে জাতিগত অপবাদ এবং অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করার কথা জানিয়েছেন। হয়রানির ভয়ে বাঙ্গালী উপভাষা সহ মহিলারা জেলে তাদের আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে অনিচ্ছুক।

মহিলারা আরও বলেছিলেন যে এই পরিস্থিতিতে কোনও রাজনৈতিক দল তাদের সমর্থন করেনি, কারণ তারা "মুসলিম"। এই যারা পলাতক আছেন সে সমস্ত পুরুষরা আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের সাথে তাদের পরিবারকে স্থানান্তরিত করতে পারেন না। তাদের মধ্যে অনেকের কাছে তাদের পরিবারকে তাদের দৈনিক মজুরি পাঠানোর মাধ্যমও নেই।

“আমাকেও জেলে টাকা জমা দিতে হবে,” বলেছেন সাকিনা, যার জামাতা হিন্দুত্ববাদীদের মামলায় জেলে রয়েছেন। সাকিনা সি ব্লকের ঝোপঝাড়ে বাস করে যেখানে পরিস্থিতি আরও খারাপ। তার জামাই আমিরকে সহিংসতার রাতে ২টায় আটক করা হয় এবং হেফাজতে থাকা অবস্থায় নির্যাতন করা হয় বলে জানান।

“গ্রেফতারের পরের দিন যখন আমি তার সাথে দেখা করি তখন সে হাঁটতে পারেনি,” দাবি সাকিনার। তিনি সেই মুসলিম মহিলাদের মধ্যে ছিলেন যারা জাহাঙ্গীরপুরি থানার বাইরে বিজেপি সদস্য হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর মুখোমুখি হয়ে যায়। পরেই হিন্দুত্বাবাদীরা "জয় শ্রী রাম" স্লোগান তুলে হামলা চালায়।

“এটি দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছিল। যদিও হিন্দুরাই হামলা চালিয়ে ছিল। তাহলে পুলিশ কেন শুধু মুসলমানদের খোঁজে? মুসলমানরা কি একে অপরের সাথে যুদ্ধ করেছিল,” সহিংসতার প্রত্যক্ষদর্শী সাকিনার প্রশ্ন।

সহিংসতায় মামলা করা পুরুষদের সিংহভাগ মুসলমান হওয়ার পরে মুসলিম গোষ্ঠীগুলি পুলিশ তদন্তকে "পক্ষপাতদুষ্ট" হিসাবে নিন্দা করেছে। “তারা মুখ বাঁচাতে কয়েকজন হিন্দুকে গ্রেফতার করেছে। তারা সঙ্গে সঙ্গে জামিন পায়। আমাদের পুরুষদের কি হবে?" সি ব্লকের মুসলিম নারীরা অসহায় অবস্থায় এ কথা জানতে চায়।

এই দুঃসময়ে তাদের পরিবারের খরচ মেটাতে পাশের সড়কে অস্থায়ী দোকান করেছেন কয়েকজন মহিলা। তারা বলেছেন, “আমরা জানি না পুলিশ কতক্ষণ আমাদের এটি চালিয়ে যেতে দেবে। তারা মুসলিদের প্রতি খুবই নির্দয়।
"লোকেরা যদি আমাদের ভুলে যায় তবে আমরা অনাহারে মারা যাব," বলেছিলেন বসবাসরত একজন মহিলা। অবস্থা এমন হয়েছে যে, হিন্দুত্ববাদীরা যা ইচ্ছে বলুক, করুক মুসলিমরা কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না। করলেই হামলা, মামলা, জেল জরিমানার পাশাপাশি বুলডোজার দিয়ে বাড়িঘর ভেঙ্গে দিবে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। ফলে দিনে দিনে মুসলিমদের মাঝে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে।

তথ্যসূত্র:

-----

1. Jahangirpuri violence: In absence of men, Muslim women struggle to put food on table -https://tinyurl.com/ycxbj3xt
2.After Kanpur Violence, Lives Of Poor Muslims Upended, No Justice In Sight -https://tinyurl.com/ye2xb2up

---

বিদ্রোহী শিয়া নেতা মাহদির শক্ত ঘাঁটি বলখাবের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ তালিবানের

আফগানিস্তানের সারাইপুল প্রদেশে বিদ্রোহীদের ধরতে ক্লিয়ারিং অপারেশন পরিচালনা করছেন দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনী। ইতিমধ্যে প্রদেশটিতে বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটি বলখাবের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে প্রতিরক্ষা বাহিনী।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, "কিছুদিন আগে দেশটির প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা বাহিনী সারাভপুল প্রদেশের বলখাব জেলায় বিদ্রোহীদের দমন করতে একটি যৌথ ক্লিয়ারিং অপারেশন শুরু করেছিল। মহান আল্লাহ তাআ'লার সাহায্যে ইমারাতে ইসলামিয়ার মুজাহিদগণ গত ২৫ জুন সকালে বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটি ও বলখাব জেলার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেন। এই অপারেশন চলাকালীন ইমারাতে ইসলামিয়ার কোন মুজাহিদ হতাহত হননি। কেননা বিদ্রোহীরা কোন প্রতিরোধ ছাড়াই পালিয়ে যায়।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, "মুজাহিদদের পরিচালিত হামলার পর জেলাটির প্রত্যন্ত অঞ্চলে পালিয়ে যায় বিদ্রোহীরা। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে লুকিয়ে থাকা বিদ্রোহীদের ধরতে এবং এলাকাগুলো নিরাপদ রাখতে সেখানেও অভিযানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।"

উল্লেখ্য যে, এই অপারেশনটি হাজারা জাতিগোষ্ঠীর শিয়া নেতা মাহদি ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালনা করছেন মুজাহিদগণ। এই বিদ্রোহী নেতা পূর্বে ইমারাতে ইসলামিয়ার সমস্ত নির্দেশনা মনে চলার আনুগত্য করে। ফলে হাজারা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে এবং বিদ্রোহ দমন করে রাখতে তাকে বলখাবের অলি এবং বামিয়ানের গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

হাজারা নেতা মাহদি:

কিন্তু এই সময়টাতে তার বেশ কিছু সন্দেহজনক কার্যকলাপ নজরে পড়ে তালিবান প্রশাসনের। যার মধ্যে রয়েছে-

১- ইমারাতে ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে নিযুক্ত দায়িত্বশীলদেরকে তাদের দায়িত্ব থেকে অপসারণ।

২- অধিক পরিমাণে হাজারা শিয়াদেরকে প্রশাসনিক কাজে যুক্তকরণ।

৩- ইমারাতের উচ্চপর্যায়ে পরামর্শ ছাড়াই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৪- নিজস্ব বাহিনী গঠন; যে বাহিনীতে কুখ্যাত ফাতেমি এবং অন্যান্য শিয়াদের সংগঠিত করছিল সে। (অথচ তখন অঞ্চলটিতে পৃথক কমান্ডারের অধীনে ইমারাতের সামরিক বাহিনী উপস্থিত রয়েছে।)

এছাড়াও আরও বেশ কিছু সন্দেহজনক কর্মকান্ডের কারণে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন তাকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে। সরকার কর্তৃক এই অপসারণের পর ঐ মাহদি এবং তার সদস্যরা সংখ্যালঘু হাজারা শিয়া অধ্যুষিত বালখাব জেলায় নিজেদেরকে শক্তিশালী করে এবং ইমারাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করে। সেই সাথে গণহারে ইমারাতে ইসলামিয়ার নিযুক্ত কর্মকর্তাদের বলখাব থেকে বহিষ্কার করে।

তার এসব কর্যকলাপের পরেও ইমারাতের পক্ষ থেকে প্রথমেই কোন সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বরং সমস্যাগুলো সমাধান করতে তাকে বুঝানোর জন্য ইমারাতের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তার সাথে আলোচনা করেন।

এবং বেশ কিছু প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ইমারাতের প্রতি তার আনুগত্যকে নবায়ন করতে রাজি করানোর চেষ্টা করেন।

কিন্তু বিদ্রোহী মাহদিকে বুঝিয়ে সমস্যার কোন প্রতিকার হয়নি। ফলে তালিবান দুই সপ্তাহের দীর্ঘ আলোচনার পর তার বিরুদ্ধে সামরিক অপারেশন পরিচালনা করেন। এবং তার বাসভবন সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো অবরোধ করেন মুজাহিদগণ।

প্রতিবেদক : আলী হাসনাত

তথ্যসূত্র :

1. د سرپل ولایت په بلخاب کې د ګډو چانيزو عملياتو تر سره کول

   https://tinyurl.com/5n8kyjea

২৫শে জুন, ২০২২

কথিত জাতিসংঘের সামরিক কনভয়ে আবারো আল-কায়েদার হামলা: হতাহত ৮ শত্রুসেনা

মালিতে অমুসলিম জোট জাতিসংঘের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি মাইন হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ৮ দখলদার সৈন্য আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২২ জুন দুপুরের কিছুক্ষণ পরে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে জাতিসংঘের একটি সামরিক কনভয় হামলার শিকার হয়। কুফফার জোটের কনভয়টি যখন মালির উত্তরাঞ্চলীয় টিম্বাক্টু অঞ্চলে টহল দিচ্ছিল, তখন উক্ত এলাকায় পূর্বেই রাস্তায় রাখা মাইনটি বিস্ফোরিত হয়।

দখলদার MINUSMA জোটটির মুখপাত্র অলিভিয়ের সালগাডো তার টুইটার অ্যাকাউন্টে শেয়ার করা এক বিবৃতিতে দাবি করেছে যে, বিস্ফোরণের ঘটনাটি টিমবুক্টুর রাজ্যের 'বির' এলাকার কাছে সংঘটিত হয়েছে। এতে অমুসলিম সংঘটির অন্তত ৮ সেনা আহত হয়েছে বলে দাবি করে দখলদার জোটের মুখপাত্র। তবে সে তার বিবৃতিতে আহত আট সেনার জাতীয়তা নিশ্চিত করেনি।

এদিকে স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্র বলছে, হামলায় এক ডজনেরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে। যাদের মাঝে বেশ কিছু সেনার অবস্থাই গুরুতর ছিল। সূত্র মতে, আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের বীর যোদ্ধারা বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন। যারা এই অঞ্চলে বর্তমানে সবচাইতে সক্রিয় অবস্থানে রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, চলতি মাসে এ পর্যন্ত আল-কায়েদার হামলায় কেবোল দখলদার জাতিসংঘেরই ৮ সৈন্য নিহত হয়েছে। সেই সাথে আহত হয়েছে তাদের আরও ১৭৫ সেনা সদস্য।

অমানসিক পুলিশি নির্যাতনে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাসপাতালে

উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ ছাত্র রেলপুলিশ কর্তৃক ব্যাপক প্রহারের শিকার হয়েছেন। পুলিশের কাছে কোন একটি বিষয়ে সাহায্য চাইলে তাদেরকে টয়লেটের ভেতরে মারধর করা হয়। এমনকি তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ নামের একজনকে হাসপাতালে ভর্তি পর্যন্ত করা হয়।

নির্যাতনের শিকার ৩ ছাত্রের একজন শহিদুল জানান, তারা তাদের এক বন্ধুকে আলীগড় স্টেশনে বিদায় দিতে গিয়েছিলেন। সাহায্য চাওয়ার পর যখন পুলিশ তাদের মুসলিম পরিচয় সনাক্ত করে, তখনই তাদেরকে আক্রমণ করে ঐ রেলপুলিশ। প্রতিবাদ জানালে আরও বেড়ে যায় অত্যাচারের মাত্রা।

আব্দুল্লাহ নামক যে ছাত্রটিকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল, তার সম্পর্কে শহিদুল জানান যে, আব্দুল্লাহ খুবই নম্র, বিনয়ী ও লাজুক স্বভাবের ছিলেন। তার ভাষায়, "আর এজন্যই তাকে মারা হচ্ছিল যে, সে দাড়িওয়ালা, পায়জামা-কোর্তা পরনে ছিল। সে ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। আপনি তার সম্পর্কে যে কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন, বেঙ্গলে বা বিহারে; সবাই বলবে যে আব্দুল্লাহ ভাই কেমন ভালো মানুষ।"

এভাবেই ভারত জুড়ে কোন কারণ ছাড়াই হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন ও জনতার সম্মিলিত অত্যাচার, এমনকি হত্যার আহ্বান ধেয়ে আসা মুসলিম নিধনযজ্ঞের জানান দিচ্ছে; বিশ্লেষকদের মতে যা ক্ষুদ্র পরিসরে শুরুও হয়ে গেছে।

শত্রুরা প্রস্তুত; তাই মুসলিমদেরকেও নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা বিধানের প্রস্তুতি নিতে বরাবরের মতোই আহ্বান জানিয়েছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র :

----

1. Three students of Uttar Pradesh's Aligarh Muslim University on Thursday have been allegedly beaten up by Aligarh Railway Police personnel in the station toilet, when asked for assistance.

- https://tinyurl.com/3npsy763

ইয়েমেনে নতুন যুদ্ধকৌশলে ফিরছে আল-কায়েদা

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় আবইয়ান ও শাবওয়া রাজ্যে একের পর এক ভারী অভিযান চালাচ্ছেন প্রতিরোধ বাহিনী 'একিউএপি'এর মুজাহিদিন। দলটির বীর যোদ্ধারা রাজ্য দুটিতে সাম্প্রতিক সময়ে আক্রমণ এতটাই প্রসারিত করেছেন যে, তাদের হামলায় প্রতিদিন রেকর্ড পরিমান শত্রুসেনা নিহত ও আহত হচ্ছে।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি এই প্রতিরোধ বাহিনীটি গত সপ্তাহে ইয়েমেনের কয়েকটি জায়গায় ৯টির বেশি পৃথক অভিযান চালিয়েছেন বলে জানা গেছে। যাতে কয়েক ডজন সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অভিযান হচ্ছে, গত সপ্তাহে শাবওয়া রাজ্যে টানা ৩ দিনের তীব্র লড়াইয়ের পর ২২ জুন সকালে আল-কায়েদা কর্তৃক 'আল-ধালিয়া' শহর বিজয়। এতে শত্রু বাহিনীর ১ জন ব্রিগেড কমান্ডার ও ১ কর্নেল সহ অন্তত ১৮ সৈন্য নিহত হয়েছে। অহত হয়েছে আরও বহু সৈন্য। এছাড়াও ধ্বংস হয়েছে সামরিক বাহিনীর ৩টি সাঁজোয়া যান সহ অসংখ্য যুদ্ধ-সরঞ্জাম।

এদিন আল-ধালিয়া শহর বিজয় করেই ক্ষান্ত থাকেননি মুজাহিদগণ। তাঁরা শহরটি নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার আড়াই ঘন্টার মাথায়ই নিকটস্থ 'হাবিল জাবারি' এলাকায় অভিযান চালাতে শুরু করেন। এলাকাটিতে ঐদিন (২২ জুন) দুপুর পর্যন্ত মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় 'নাবিল আল-মুকার' নামে নিরাপত্তা বেল্টের একজন ব্রিগেড কমান্ডার এবং তার অধীনে থাকা ২০ এরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়।

অপরদিকে (২২ জুন) বিকালে রাজ্যটিতে সংযুক্ত আরব আমিরাত-সমর্থিত গাদ্দার বাহিনীকে টার্গেট করেও আক্রমণ চালান মুজাহিদগণ। যা রাজ্যটির আটাক এলাকায় একটি সামরিক চৌকি লক্ষ্য করে চালানো হয়। এলাকাটিতে ২ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে অভিযান। অবশেষে মহান রবের সাহায্যে মুজাহিদগণ সামরিক চৌকিটি ঘুড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। পাশাপাশি শত্রু বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে 'আটাক' এলাকারও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন।
স্থানীয় সূত্র মতে অভিযানের সময় মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় ৫ সেনা এবং আহত হয় আরও ৫ সেনা সদস্য, বাকিরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। এর আগেও অর্থাৎ গত ৩১ মে এবং ১ জুন উপরোক্ত চৌকিটিতে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি হামলা চালিয়েছিলেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ।

তারপর গত ২০ জুন আবইয়ানের আহওয়ার জেলায় হামলা চালান মুজাহিদগণ। যেখানে সামরিক পোস্টে অবস্থানরত ২ সৈনিককে হত্যা করেন মুজাহিদগণ তাদের লাশ রাস্তার পাশে ঝুলিয়ে দেন।

এই হামলার একদিন পরে অর্থাৎ মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর আবইয়ানে দ্বিতীয় হামলাটি চালান মুজাহিদগণ। যা রাজ্যটির 'শুকরা' এলাকায় একটি সামরিক কনভয়ে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে চালানো হয়েছে। হামলাটি এমন

সময় চালানো হয়, যখন সেনারা এলাকাটিতে টহল দিচ্ছিল। এতেও অর্ধডজন সেনা সদস্য নিহত এবং আহত হয়।

আল-কায়েদা যোদ্ধারা দেশটিতে গত সপ্তাহে তাদের সর্বশেষ অভিযানটি চালান ২৩ জুন দুপুরের কিছুক্ষণ পর শাবওয়া রাজ্যে। উপজাতীয় সূত্রগুলি জানিয়েছে যে, আল-কায়েদার প্রায় ৩০ জন সশস্ত্র যোদ্ধা রাজ্যটির প্রবেশদ্বারে আরব জোটের "শাবওয়া ডিফেন্স" পয়েন্টে আক্রমণটি চালালে ১৫ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

দেশটিতে আল-কায়েদার এমন পদক্ষেপকে অনেকেই নতুন যুদ্ধের সূচনা বলে নির্দেশ করছেন। যার মাধ্যমে আল-কায়েদা ইয়েমেনে পূণরায় ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বলেও মনে করেন বিশ্লেষকরা।

২০১৭ সালের পর দলটিকে বড় কোন অভিযান চালাতে দেখা যায় নি। বরং একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে যোদ্ধাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে ইডেন ও মাকাল্লার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর। যেখানে ইডেনকে বলা হতো ইয়েমেনে আল-কায়েদার শক্তির উৎস এবং মাকাল্লাকে বলা হতো আল-কায়েদার অঘোষিত রাজধানী।

এসব গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে সরে যাওয়ার ফলে অনেকেই ইয়েমেনে আল-কায়েদার অস্তিত্ব টিকে থাকা নিয়েই সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। অপরদিকে আল-কায়েদা এই সময়টাতে নতুন কোন শহর বিজয় এবং বড় ধরনের অভিযান না চালালেও হাদরামাউতের মতো বিশাল রাজ্য সহ বিভিন্ন স্থানে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখে। এই দীর্ঘ সময়টাতে মিডিয়ার আলোচানার শিরোনামে না থেকে আল-কায়েদা মূলত এসব অঞ্চলে নিজেদের আরও সুসংগঠিত করতে থাকে।

ইয়েমেনে আল-কায়েদার বর্তমান নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের ম্যাপ:

২০২১ সালের শেষ দিকে দলটির বর্তমান আমীর শাইখ খালিদ আল-বাতরাফি এক সাক্ষাৎকারে 'একিউপি' কর্তৃক বড়ধরণের অভিযান না চালানো প্রসংঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, " এটা সত্য যে বর্তমানে আমরা এখানে বড় কোন অভিযান চালাচ্ছি না, তার অর্থ এটা নয় যে আমরা জিহাদ পরিত্যাগ করেছি। বরং আমরা সামনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। সেই সাথে আমরা আহলুস সুন্নাহ্ অনুসারী স্থানীয় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করছি, কেননা আমাদের শত্রু একই।"

একই সময় তিনি ভিডিওটিতে সুন্নী বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর প্রশংসা করেন। এবং ভিডিওতে তাদের বীরত্বপূর্ণ অভিযানের ভিডিও ফোটেজগুলোও তুলে ধরা হয়।

এসময় তিনি ইয়েমেনে আল-কায়েদার দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দলটির ভিতরে গোয়েন্দা অনুপ্রবেশের বিষয়টি তুলে ধরেন। সেই সাথে অর্থনৈতিক সংকটের কথাও স্বীকার করেন। তবে এগুলোকে তিনি সাময়িক পরীক্ষা বলে মন্তব্য করেন, এবং তা অতি দ্রুত কেটে যাবে বলেও আশা পোষণ করেন।

বর্তমান ইয়েমেনে নতুন করে আল-কায়েদার অভিযানের ফলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দলটি ইতিমধ্যে তাদের সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে দলটি বড় ধরণের সামরিক অভিযান চালাতে শুরু করেছে।

সেই সাথে দলটি নতুন কৌশলে যুদ্ধের ময়দানে আবির্ভূত হয়েছে। যা আরব জোট ও ইরান সমর্থিত হুথি মিলিশিয়াদের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখযোগ্য; তা হচ্ছ এডেন সাগর ঘিরে আল-কায়েদার কৌশলগত অবস্থান। এডেন সাগরের একপারে ইয়েমেনের বিস্তৃত এলাকা শত্রুদের কাছ থেকে দখল করে শক্তি বৃদ্ধি করছে আল-কায়েদার আরব উপদ্বীপ শাখা আনসার আশ-শরিয়াহ। আর অপর পারে আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা শাখা সোমালিয়া ও কেনিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে ইতিমধ্য শক্তিশালী অবস্থানে আছে। আর এই এডেন সাগর পার হয়েই লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল হয়ে ইউরোপে পণ্য যায়। বলা হয়ে থাকে এই মুদ্রপথ দিয়েই বিশ্বের ৬০ ভাগ বাণিজ্য হয়ে থাকে। তাই এই এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা যে অদূর ভবিষ্যতে শত্রুদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহের জন্য খুবই সুবিধাজনক হবে, সেটা বরাবরই সোৎসাহে উল্লেখ করছেন বিশ্লেষকণ। আল-কায়েদা নেতৃত্বের এমন দূরদর্শী কৌশলগত অবস্থান গ্রহণের প্রশংসাও করছেন তাঁরা।

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর গুলিতে ফিলিস্তিনি মুসলিম কিশোর খুন

ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর পৈশাচিক হামলা দিনে দিনে বেড়েই চলছে। কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে মুসলিমদের হতাহত করেই চলছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে খুন করেছে সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনী।

গত শনিবার (২৫ জুন) সিলওয়াদের কাউন্সিলর এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

শুক্রবার বিকেলে রামাল্লাহর সিলওয়াদ গ্রামের মোহাম্মদ হামাদ নামে ১৬ বছরের ওই কিশোরকে গুলি করে ইসরাইলি সেনারা। এর ঘণ্টাখানেক পর তার মৃত্যু হয়।

কাউন্সিলর বলেন, কিশোরটি প্রতিবেশী ওফারা এলাকায় যাওয়ার সময় বিনা অপরাধে ইসরায়েলি সৈন্যরা গুলি ছোঁড়ে।

ফিলিস্তিনিদের অপরাধ একটাই তারা মুসলিম। তাই দখলদার ইসরাইল যতই অন্যায় করুক তা নিয়ে আন্তর্জাতিক কোন মানবাধিকার সংস্থা বা মিডিয়া কথা বলবে না। অথচ, অমুসলিম হলে তারাই হৈ চৈ করে তোলপাড় করে ফেলতো।

তথ্যসূত্র:

-----

১. ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরাইলি বাহিনী -https://tinyurl.com/yc522ya2

২৪শে জুন, ২০২২

এবার আল-কায়েদার হামলা নাইজারে : হতাহত ১৪ শত্রুসেনা

বুরকিনা ফাঁসোর সাথে লাগোয়া নাইজার সীমান্তে হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর অন্তত ৮ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, গত ১৪ জুন মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে ৫টার দিকে মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহনে করে আসা সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা নাইজারের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে একটি হামলা চালিয়েছে। যা অঞ্চলটির ওয়ারাউ এলাকায় দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি কাফেলা টার্গেট করে চালানো হয়েছে।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর বীর যোদ্ধারা প্রথমে কাফেলায় একাধিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটান এবং পরে ভারী ও মাঝারি অস্ত্র দ্বারা হামলা চালান। এতে অন্তত ৮ সেনা নিহত এবং আরও ৬ সেনা গুরুতর আহত হয়। একইসাথে সামরিক বাহিনীর ৬টি গাড়ি পুড়িয়ে দেন মুজাহিদগণ।

স্থানীয় সূত্র মতে, মুজাহিদদের হামলার তীব্রতা এতটাই প্রবল ছিলো যে, সেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এবং হেলিকপ্টার মধ্যমে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

গাদ্দার সেনারা পালিয়ে যাওয়ার পর মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে অগণিত অস্ত্র শস্ত্র গনিমত লাভ করেন। যার মধ্যে রয়েছে ১টি গাড়ি, ২টি ডিএসএইচকে, ১টি "14.5 মিমি", ৫টি পিকে, ৫টি আরপিজি-7 লঞ্চার + কনটেইনারে ২৬টি ওয়ারহেড, ২২টি একে, ৪টি হ্যান্ডগান, ২৮টি পিকে বেল্ট এবং অন্যান্য বেল্টযুক্ত গোলাবারুদ,১৬১টি AK ম্যাগ, বিভিন্ন ক্যালিবারের ৯৩টি গোলাবারুদ ভর্তি বাক্স, ম্যাগ সহ ১টি SVD স্নাইপার রাইফেল।

উল্লেখ্য, হামলার ঘটনাস্থলটি ছিল মালি, বুরকিনা ফাঁসো সংলগ্ন নাইজারের ত্রিসীমানা। আর এমন কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো টার্গেট করেই অভিযান বিস্তৃত করছেন আল-কায়েদার কৌশলী প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ। তাদের এই কৌশলী অগ্রাভিজানসমুহই অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের কয়েকটি দেশ মিলে একটা বিস্তৃত ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হব

মুজাহিদদের প্রাপ্ত গনিমতের দু'টি দৃশ্য –

https://i.top4top.io/p_2366od4j31.jpg

https://j.top4top.io/p_236635yq12.jpg

২৩শে জুন, ২০২২

শরণার্থী রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদী মোদি প্রশাসনের দমন-পীড়ন

হিন্দুত্ববাদী মোদি প্রশাসন কাশ্মীরে রোহিঙ্গা শরণার্থী মুসলিমদের উপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। তাদের **"অবৈধ" বাসিন্দা**, **"পরজীবী"** এবং **জাতীয় "নিরাপত্তার হুমকি"** বলে অভিহিত করছে।

ভারত-দখলকৃত কাশ্মীরের দক্ষিণাঞ্চলীয় জম্মু শহরে ১৫০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আটক করে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। তাদের সাথে ১২বছর বয়সী ইনায়েত রেহমানের মা ও বোনকে ও আটক করার এক বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেছে। এখনো সে তার মা বোনকে ফিরে পায়নি।

স্থানীয় হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিবিদ এবং হলুদ মিডিয়া রিপোর্টে তাদেরকে "অবৈধ" বাসিন্দা, "পরজীবী" এবং জাতীয় "নিরাপত্তা হুমকি" বলে অভিহিত করে। মুসলিম জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রোপাগান্ডা চালানোর পর তাদের গ্রেফতার করা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সরকার ক্র্যাকডাউন শুরু করে।

জাতিসংঘের হিসাব মতে, প্রায় ৪০,০০০ রোহিঙ্গা মুসলিম জীবন বাঁচাতে মিয়ানমার থেকে ভারতে পালিয়েছে, তাদের বেশিরভাগই ২০১৭ সালে যখন তাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা যখন দেশটিতে সামরিকভাবে মুসলিম নির্মুল অভিযান শুরু করে তখন আসেন। জাতিসংঘ বলেছে, “গণহত্যার অভিপ্রায়ে” সন্ত্রাসীরা এই ক্র্যাকডাউন চালানো হয়েছে। যদিও জাতিসজ্ঘ নামের কুফরী সজ্ঘটিও মুসলিম গণহত্যা বন্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

শরণার্থীরা, যাদের মধ্যে অনেকেই রাজধানী নয়াদিল্লি সহ ভারতের বেশ কয়েকটি শহরে শিবির এবং বস্তিতে আশ্রয় নেয়। তাদের মধ্যে প্রায় ৫০০০ জন রেহমানের পরিবার সহ জম্মুতে বসতি স্থাপন করে।

কিন্তু মা ও বোনকে আটক করে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর জন্য স্থানীয় কারাগারে পাঠানোর পর রেহমান এখন একা। সে বলেছে "আমি আমার মাকে মিস করি। ...আমার মা এবং বোনকে নিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের বাড়িটিও ভেঙে দেওয়া হয়।"

বিচ্ছেদের ভয়

মুসলিমদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন এবং নির্বাসনের কারণে আরও অনেক রোহিঙ্গা তাদের পরিবারের সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

এই বছরের মার্চ মাসে, ৩৭ বছর বয়সী হাসিনা বেগম, তার তিন সন্তান এবং স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন এবং জম্মুর হীরা নগর কারাগারে বছরব্যাপী আটক থাকার পর তাকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, যেখানে রেহমানের পরিবারের সদস্যরাও আটক রয়েছে।

আরেক রোহিঙ্গা মুসলিম, জাফর আলমকেও আটক করা হয় এবং সম্প্রতি মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়। তিনি তার ছয় সন্তান এবং স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যান।

কাশ্মীরে রোহিঙ্গা মুসলিম

রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ (RRAG), নয়াদিল্লি ভিত্তিক একটি স্বাধীন অধিকার গোষ্ঠীর মতে,"অবৈধ প্রবেশের" অভিযোগে বর্তমানে অন্তত ৩৫৪ জন রোহিঙ্গাকে ভারতে আটক রাখা হয়েছে। জম্মুতে এই ধরনের আটকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

রোহিঙ্গা অধিকার গোষ্ঠীগুলি আল জাজিরাকে বলেছে, যে ভারত সরকার ২০১৭ সাল থেকে ১৭ শরণার্থীকে নির্বাসিত করেছে। এবং অ-প্রত্যাহার নীতি লঙ্ঘন করে আরও বেশি নির্বাসনের পরিকল্পনা করছে। আর তা হল শরণার্থীদের এমন জায়গায় নির্বাসিত করা উচিত নয় যেখানে তারা নিপীড়নের মুখোমুখি হতে পারে।

রেহমানের প্রতিবেশী বলেছেন যে তার মা তাকেও আটক করার জন্য পুলিশের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যাতে পরিবার এক সাথে আটক থাকতে পারে। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর ভয়ের চেয়ে শরণার্থীদের মধ্যে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় বেশি। ভয়টি অনেককে জম্মু ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে, অনেক পরিবার নিশ্চিত নয় যে তাদের গন্তব্য তাদের পরবর্তী কোথায় পৌঁছাবে

মুহাম্মদ আরিফ বলেন, "আমাদের অধিকাংশই চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি," তিনি আরো বলেন, যে রোহিঙ্গা পরিবারগুলি "নিদ্রাহীন রাত" কাটাচ্ছে, ভয়ে যে পুলিশ যে কোনো সময় তাদের আটক করতে পারে। “পুলিশ আসার পর ঝুপড়ি খালি করা হয়। মানুষ তাদের সন্তানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না যেমনটি ইতিমধ্যেই অনেকে হয়েছে। বিচ্ছেদ এই ক্র্যাকডাউনের সবচেয়ে অমানবিক অংশ,” বলেন আরিফ, তিনি তিন ছোট বাচ্চার বাবা।

আরিফ ২০১২সালে তার বাবা, ভাই এবং কাজিনদের সাথে জম্মুতে আসেন। চলতি বছরের ১ এপ্রিল তার বাবা, ভাই এবং তার দুই চাচাতো ভাইকে আটক করে হীরা নগর কারাগারের একটি ডিটেনশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়।

“আমার বাবার বয়স ৭০-এর উপরে এবং অসুস্থ। আমি যখন তার সাথে জেলে দেখা করি, তখন সে আমাকে আমার পরিবারের সাথে অবিলম্বে চলে যেতে বলে, কারণ তারা যে কোন সময় আমাদের আটক করতে পারে। পরিবারকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করার এই বেদনা মৃত্যুর চেয়েও খারাপ,” বলেন আরিফ।

“আমরা জানি আমরা কোথাও নিরাপদ নই। আমরা চলে গেলে আমাদের যে কোনো জায়গায় আটকে রাখা হতে পারে। আমাদের জন্য, এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কোনও ন্যায়বিচার নেই, কোনও কণ্ঠস্বর নেই, কোনও নিন্দা নেই, কোনও নেতা নেই,” তিনি বলেছিলেন।

মুসলিম বিদ্বেষ

ভারতে, রোহিঙ্গারা মুসলিমরা নিরাপত্তা সংস্থার কঠোর নজরদারি, নির্বিচারে আটক, জিজ্ঞাসাবাদ এবং সমন বৃদ্ধির সম্মুখীন হচ্ছে। তারা জানান যে প্রধানত মুসলিম হওয়ায় তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য তাদের টার্গেট করা হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন, হিন্দুত্ববাদী শাসক ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং এর সাথে যুক্ত হিন্দু উগ্র গোষ্ঠীগুলির দ্বারা ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর জেনোফোবিয়া এবং ঘৃণামূলক প্রচারণার সাথে মিশেছে।

জম্মুর বিজেপির রাজনীতিবিদ অশোক কাউল বলেছে, “তারা অনেক দূর দেশ থেকে এখানে এসেছে এবং আমরা তাদের এখানে বসতি স্থাপন করতে দিতে পারি না। এটি আমাদের জন্য একটি নিরাপত্তা হুমকি।... আমরা তাদের গাড়িতে ভরে ফেরত পাঠাব। তাদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। এ বিষয়ে আমাদের দলের অবস্থান পরিষ্কার।”

নির্বাসনের ক্রমাগত হুমকি বাস্তুচ্যুত জাতিগত সংখ্যালঘুদের একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে ফেলেছে।

মুহাম্মদ জাভেদ, ১৫, জম্মুতে এসেছিলেন যখন তিনি তিন বছর বয়সে তার বাবা-মা মিয়ানমারে নিপীড়নের শিকার হয়ে পালিয়েছিলেন। তার বাবা, একজন স্যানিটেশন কর্মী, দীর্ঘ অসুস্থতার পরে ২০১৮সালে মারা যান। কষ্টের মধ্যেও তার দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, জাভেদ বলেছেন যে তিনি তার বয়সের অন্যান্য লোকের মতো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন না। তার একমাত্র স্বপ্ন মা সাজিদা বেগমকে নিয়ে বেঁচে থাকা। আর সেটা করতে হলে তাকে জম্মু ছাড়তে হবে।

“আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। আমি কেবল ভয় পাই যে আমাদের মধ্যে কাউকে আটক করা হলে আমি আমার মায়ের থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারি, "জাভেদ জম্মুর নারওয়াল এলাকায় তার অস্থায়ী বাড়িতে আছেন।

জম্মুতে অনেক রোহিঙ্গা বলেছে যে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা, ইউএনএইচসিআর-এর নিবন্ধিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম হওয়ায় তাদের শরণার্থী মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। ফলস্বরূপ, তারা "অবৈধ অভিবাসী" হিসাবে বিবেচিত হয় এবং আরও বাস্তুচ্যুতির সম্মুখীন হয়।

জম্মু জুড়ে কয়েক ডজন অস্থায়ী বাড়ি যেখানে রোহিঙ্গারা বছরের পর বছর ধরে বসবাস করছিলেন এখন শরণার্থীরা ভারতীয় এজেন্সিদের দমন-পীড়ন থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে তা খালি হয়ে পড়েছে। তাদের অনেককে তাদের সমস্ত জিনিসপত্র বিক্রি করতে হয়েছিল।

৭০ বছর বয়সী মুহাম্মদ ইসলাহ বলেছেন, তার পরিবারের ছয়জন সদস্য দমনপীড়ন থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য শহর ছেড়েছেন কিন্তু তিনি তাদের অবস্থান জানেন না। "তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। আমরা জানি না তারা কোথায় আছে এবং তারা কোনো নিরাপত্তায় পৌঁছেছে কিনা," তিনি বলেন, "ভারতে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের রক্ষা করার এবং তাদের নিরাপদ ও স্বেচ্ছায় তাদের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়ার পরিবর্তে, ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ তাদের লক্ষ্যবস্তু করছে এবং তাদের আরও দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে।"

এক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদী ভারত কোন আইনের তোয়াক্কা করছে না। আইন লঙ্ঘনের জাতিসঙ্ঘ বা অন্য কোন সংস্থা ভারতকে চাপ দিচ্ছে না। কোন মিডিয়া এ নিয়ে হৈচৈ করছে না। কারণ এখানে ভিকটিম হচ্ছেন মুসলিমরা।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র :

1. Rohingya families in Kashmir fear separation as India cracks down - https://tinyurl.com/yxehnc4p

---

একই দিনে আল-কায়েদা কর্তৃক অসংখ্য হামলার সাক্ষী হল সোমালিয়া: হতাহত বহু সৈন্য

সাম্প্রতিক সময়ে সোমালিয়ায় হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। সেই সূত্র ধরে আজও কয়েকটি অঞ্চলে সরকারি মিলিশিয়াদের লক্ষ্য করে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

আঞ্চলিক সূত্র জানায়, আশ-শাবাব যোদ্ধারা আজ ২৩ জুন বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানী মোগাদিশুর হোদান জেলার উপকণ্ঠে একটি ভারী হামলা চালিয়েছেন। যেখানে সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়।

এদিন ভোরের আলো ফোঁটার আগেই শাবেলি অঞ্চলের আফজাউয়ী জেলায়ও একটি অভিযান চালান আশ-শাবাব মুজাহিদিন। অভিযানে শহরের উপকণ্ঠে সাবিদ সেতুর কাছে সরকারী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটি টার্গেট করা হয়। অভিযানটি প্রায় দেড়ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে। এতে ব্যপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় সোমালি বাহিনী।

একই অঞ্চলের আউদাকলী জেলাতেও একটি থানায় গাড়ি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এতে থানাটির কয়েকটি ভবনের দেয়াল ধসে পড়ে। এখানেও বহু সংখ্যক শত্রু সেনা হতাহত হয়।

একইভাবে এদিন মোগাদিশুতে সেক্যুলার তুর্কি-প্রশিক্ষিত গাদ্দার সৈন্যদের বহনকারী একটি সামরিক কনভয়েও হামলা চালান মুজাহিদগণ। এসময় প্রথম বিস্ফোরণের সাথে সাথেই গাদ্দার সৈন্যরা দ্রুত এলাকা ছেড়ে যায়। পরে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে একটি মোটরসাইকেল ধ্বংস হয় শত্রুদের।

এদিকে, যুবা অঞ্চল থেকে পাওয়া খবরে বলা হয়েছে যে, রাজ্যটিতে আজ সকালে সামরিক বাহিনী একটি কাফেলা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কবলে পড়েছে। হামলাটি কিসমায়ো জেলার উপকণ্ঠে বারসাঙ্গুনি এলাকায় ঘটেছে। এতে অর্ধডজন সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট মিডিয়া সূত্র, এদিন বেশ কিছু হামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। দলটির মুখপাত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতিরোধ যোদ্ধারা দখলদার বিদেশী সৈন্য এবং তাদের সহযোগী গাদ্দার মিলিশিয়াদের উপর আক্রমণ তীব্রতর করেছেন। বিশ্লেষকরা তাই খুব দ্রুত সময়ের মাঝেই সেখানেও একটি ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করছেন।

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থদের এক বিলিয়ন নগদ অর্থ সহায়তার ঘোষণা তালিবান সরকারের

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মাননীয় রাষ্ট্রপতি সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা অনুমোদন করেন। যার পরিমাণ বলা হয়েছে এক বিলিয়ন (১০০ কোটি) আফগানী। দেশটির জাতীয় রিজার্ভ কথিত মানবতার ফেরিওয়ালা আমেরিকা আটকিয়ে রাখা সত্যেও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য এই বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ সহায়তার ঘোষণা করে সরকার।

আফগানিস্তানের পাকতিকা ও খোস্ত প্রদেশে গত ২২ জুন রাতে তীব্রমাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে শত শত মানুষ নিহত এবং আহত হন। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জরুরি সহায়তা প্রদানের জন্য গতকাল বিকেলে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দের (হাফি.) সভাপতিত্বে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

https://g.top4top.io/p_2365xbk6x0.jpg

বৈঠকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা এবং শোক প্রকাশ করেন। সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য এক বিলিয়ন আফগানি অনুদান অনুমোদন করেন।

একই সাথে দেশটির প্রধানমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্তদের জরুরি খাদ্য, বস্ত্র, ঔষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এসময় তিনি ইমারাতে ইসলামিয়ার একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাতে নির্দেশ দেন।

https://l.top4top.io/p_23657jv241.jpg

যদিও এই নির্দেশনার পূর্বেই দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিরাজুদ্দীন হাক্কানী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মদ ইয়াকুব হাফিজাহুমুল্লাহ বিশেষ প্রতিনিধী দল নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন।

যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেই হতাহতদের হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অস্থায়ী চিকিৎসা তাবু স্থাপন করেন। সেই সাথে জরুরি ভিত্তিতে সেখানে খাদ্য, ঔষধ ও তাবুর ব্যবস্থা করেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ত্রান তৎপরতার কিছু ছবি -

https://alfirdaws.org/2022/06/23/57697/

ব্রেকিং নিউজ | দীর্ঘদিন পর ইয়েমেনে নতুন কোনো শহরের নিয়ন্ত্রণ নিল আল-কায়েদা

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্ সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ইয়েমেনে নতুন করে ভারী অভিযান চালাতে শুরু করেছে। যার ফলে দলটি দীর্ঘ কয়েক বছর পর নতুন করে কোন শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ২২ জুন বুধবার ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের সিকিউরিটি কমিটি স্বীকার করেছে যে, আল-কায়েদা (AQAP) যোদ্ধারা ইয়েমেনে নতুন করে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে শুরু করেছে। চলতি সপ্তাহে টানা ৩ দিনের তীব্র লড়াইয়ের পর গুরুত্বপূর্ণ শহর 'আল-ধালিয়া' এর পতন ঘটে আল-কায়েদার হাতে।

২০১৭ সালের পর এটিই প্রথম কোনো বড় শহর যা পূণরায় দখলে নিয়েছে আল-কায়েদা। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তীব্র এই অভিযানের সময় ইয়েমেনি নিরাপত্তা বেল্টের একজন ব্রিগেড কমান্ডার সহ এক ডজনেরও বেশি সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরও বহু সৈন্য।

শহরটি বিজয় করেই ক্ষান্ত থাকেনি আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। তাঁরা আল-ধালিয়ার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার আড়াই ঘন্টার মাথায়ই নিকটস্থ 'হাবিল জাবারি' এলাকায় নতুন করে অভিযান চালাতে শুরু করেন।

প্রাথমিক তথ্য মতে, হাবিল জাবারি এলাকাটিতে গত ২২ জুন দুপুর পর্যন্ত মুজাহিদদের হামলায় আল-মুকার নামে নিরাপত্তা বেল্টের একজন ব্রিগেড কমান্ডার ও তার অধীনে থাকা ২০ এরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে। ফলে আশংকা করা হচ্ছে, যেকোনো সময়ই এই এলাকাটির পতন ঘটতে পারে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে।

২২শে জুন, ২০২২

ইয়েমেনে ড্রোন ভূপাতিত সহ ১০ সেনাকে হত্যা করলো আল-কায়েদা

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেনে কুখ্যাত শিয়া মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে একটি ড্রোন বিধ্বস্ত সহ অন্তত ৫ সৈন্য নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ২২ জুন বুধবার ভোরে, ইয়েমেনের শাবওয়া অঞ্চলের আতাক জেলায় এই হামলা চালানো হয়। এতে মিলিশিয়াদের সামরিক বাহিনীর অন্তত ৫ সেনা নিহত এবং অনুরূপ আরও ৫ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

সূত্রটি জানায়, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'আনসারুশ শরিয়াহ্' এর সশস্ত্র যোদ্ধারা বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন।

https://d.top4top.io/p_2364t384x1.jpg

নিহত ৫ সেনা হল-

১- আয়মান ওমর

২- মুহাম্মদ আওয়াদ

৩- মুহাম্মদ সালেহ আল-দাবা

৪- আলী মুহাম্মদ আহমদ আল-সুমাইমি

৫- মুহাম্মদ নাসের আল-লাকিতি।

এর আগে অর্থাৎ গত শনিবার বায়দা রাজ্যের মায়ফা এলাকায় একটি গোয়েন্দা ড্রোন ভূপাতিত করা হয়।

https://c.top4top.io/p_2364j6oys0.png

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'আল-মালাহিম' মিডিয়ার তথ্য মতে, মুজাহিদগণ উক্ত অঞ্চলের 'মোহমাদাইন' এলাকায় ড্রোনটি ভূপাতিত করেছেন। যা ইরান সমর্থিত কুখ্যাত শিয়া মিলিশিয়া হুথিদের ছিল। যার দ্বারা মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শিয়া মিলিশিয়ারা গোয়েন্দা নজরদারি করছিল।

আফগানিস্তানে তীব্রমাত্রার ভূমিকম্পে নিহত ১১০০ জন

ইমারাতে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে তীব্র মাত্রার ভূমিকম্পে ১১০০ জন মারা গেছেন বলে জানা গেছে। এতে আহত হয়েছেন আরও ১৫ শতাধিক।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে ভূমিকম্পে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, ধ্বংসস্তূপে পরিণত বাড়িঘর ও স্ট্রেচারে আহত ব্যক্তিদের নিয়ে ছোটাছুটি করতে দেখা যায়।

https://f.top4top.io/p_2364pgwio2.jpg

একটি তালিবান সূত্র সন্ধ্যায় (২২ জুন) জানিয়েছে যে, ভূমিকম্পে নিহতদের সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ১১০০ জনে। আহত হয়েছেন আরও ১৫০০ এরও বেশি। হতাহতদের উদ্ধারে ঘটনাস্থলে ৮টি হেলিকপ্টার, কয়েক শতাধিক গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স পাঠায় আফগান সরকার। যেখানে উদ্ধার কাজে যুক্ত হন সামরিক বাহিনীর ৯ শতাধিক সদস্য এবং শত শত উদ্ধারকর্মীরা। এদিকে উদ্ধার কাজে সহায়তা করতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা ইয়াকুবও।

https://e.top4top.io/p_2364ohngp1.jpg

আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ খোস্তের রাজধানী শহর খোস্ত থেকে আনুমানিক ৪৪ কিলোমিটার দূরে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বলে জানা যাচ্ছে।

আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারতের ৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকাজুড়ে ভূকম্পন অনুভূত হয় বলে জানিয়েছে ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় ভূমিকম্প কেন্দ্র। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার তথ্যানুযায়ী আজ বুধবার ভোররাতে আঘাত হানা এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ১ ও এর গভীরতা ছিল ৫১ কিলোমিটার

আফগান সরকারের মুখপাত্র বিলাল কারিমি আজ (২২জুন) সকালে টুইট করেছেন, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত রাতে পাকতিকা প্রদেশের চার জেলায় ভয়াবহ একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে কয়েক শ মানুষ হতাহত হয়েছেন। সেই সাথে বহু বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে।

https://h.top4top.io/p_236457e064.jpg

দেশটির জাতীয় সংবাদ মাধ্যম RTA নিশ্চিত করেছে যে, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালিবান সরকার প্রতিটি নিহত পরিবারকে ১ লাখ এবং আহত পরিবারকে ৫০ হাজার আফগানী সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সেই সাথে আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

https://k.top4top.io/p_2364pu8c90.jpg

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || জুন ৩য় সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/06/22/57678/

২১শে জুন, ২০২২

সোমালিয়া | সামরিক বাহিনীর উপর আশ-শাবাবের অতর্কিত হামলা: হতাহত একডজন

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে পৃথক হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে এক ডজনেরও বেশি গাদ্দার সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, দক্ষিণ সোমালিয়ার কিসমায়ো শহরের উপকণ্ঠে একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর কনভয় লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। শাবাব যোদ্ধাদের অতর্কিত উক্ত হামলায় একটি সামরিক যান ধ্বংস হয়ে যায়। একইসাথে ৬ গাদ্দার সেনা নিহত এবং আহত হয়।

অপরদিকে গতকাল সোমালি ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি সার্ভিসের এক অফিসার, মেরিহানোকে টার্গেট করেও হামলা চালান মুজাহিদগণ। এই গাদ্দার অফিসার পূর্বে বাইদাওয়ে শহরে বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে কর্মরত ছিলো। একই সময় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রশাসনের একটি মন্ত্রণালয় লক্ষ্য করেও পর পর ২টি বোমা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যা বে রাজ্যের বাইদাওয়ে শহরে চালানো হয়েছে। উক্ত বোমা বিস্ফোরণে সোমালি বাহিনীর বহু সংখ্যক সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়।

একইভাবে রাজধানী মোগাদিশুর দারকিনালি অঞ্চলের সালামা জেলাতেও একটি টার্গেট কিলিং অপারেশন চালান প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ। এই হামলায় সোমালি সামরিক বাহিনীর এক অফিসার নিহত হয়।

এদিন রাজধানী মোগাদিশু সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও ৩টি পৃথক হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে আরও অর্ধডজনেরও বেশি সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এভাবেই একের পর এক হামলা ও অভিযানে ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদেরকে নাস্তানাবুদ করে যাচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে করে পূর্ব আফ্রিকার এই ভূমিতেও অল্প সময়ের ব্যবধানে একট শক্তিশালী ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠা করা যায়।

কেনিয়ার লামু জেলা এখন সম্পূর্ণ আল-কায়েদার নিয়ন্ত্রণে

দীর্ঘ এক মাস থেমে থেমে তীব্র লড়াইয়ের পর অবশেষে কেনিয়ার লামু জেলার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আশ-শাবাব।

বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আতুল কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক জনপ্রিয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। দলটি সোমালিয়ার পাশাপাশি প্রতিবেশি কেনিয়াতেও নিজেদের শক্তি এবং ইসলামি রাজ্যের সীমান্ত প্রশারের দিকে মননিবেশ করেছে।

সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই প্রতিরোধ যোদ্ধারা এবার কেনিয়ার কৌশলগত ও গুরুত্বপূর্ণ লামু জেলার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। জেলাটিতে গত এক মাস ধরেই থেমে থেমে হামলা চালাচ্ছিল আশ-শাবাব মুজাহিদিন।

এর আগে গত ১৫ জুন এবং ১৭ জুন জেলাটির 'বুজি গারাস এবং দাইদাই' এলাকার নিয়ন্ত্রণ নেন মুজাহিদগণ। যার মধ্যমে মুজাহিদগণ মূলত জেলাটির কেন্দ্রীয় শহরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে ফেলেন। এরপর কেন্দ্রীয় জেলা শহরে সাহায্য পাঠানোর সমস্ত পথ বন্ধ করে দেন মুজাহিদগণ। অবরোধ যতই বাড়তে থাকে, শহরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেনিয়ান শত্রুসেনারা ততই কোনঠাসা হয়ে পড়তে থাকে। শহরের বাহির থেকে কোন রকম সাহায্য না আসায় কেনিয়ান সৈন্যরা বাধ্য হয়ে শহর ছেড়ে যে যার মত করে পালাতে শুরু করে।

সর্বশেষ গত ২০ জুন কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলিয় মান্দিরা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ লামু জেলাটি সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে পালিয়ে যায় কেনিয়ান সৈন্যরা। ঐদিন সকালে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে মুজাহিদদের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়েই সেনাদের এই পলায়নের ঘটনা ঘটে। ফলশ্রুতিতে আশ-শাবাব মুজাহিদিন কোন লড়াই ছাড়াই শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করেন।

শহরে পৌঁছেই ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ ইসলাম ও মুসলিমের শত্রু কেনিয়ান বাহিনীর সদর দপ্তর এবং সরকারি যোগাযোগ সংস্থা সাফারিকমের সদর দপ্তর ধ্বংস করেন। এভাবেই উম্মাহর এই বীর যোদ্ধারা উম্মাহর মুকুটে আরও একটি বিজয়ের ক্ষুদ্র পালক যুক্ত করে উম্মাহর সম্মান বৃদ্ধি করলেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

২০শে জুন, ২০২২

তাওহিদবাদী মুসলিমদের ওপর হিন্দুত্ববাদী পুলিশের নিষ্ঠুরতার যে ভিডিওগুলো বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছে

ভারতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ও উম্মুল মু'মিনিন হযরত আইশা(রাঃ)কে নিয়ে সম্প্রতি আপত্তিকর মন্তব্য করে হিন্দুত্ববাদী দুই উগ্রবাদী নেতা। এর প্রতিবাদে মুসলিমরা রাস্তায় নামলে অতি হিংস্র রূপে আবির্ভূত হয় হিন্দুত্ববাদী জনতা ও প্রশাসন। হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তাওহিদবাদী প্রতিবাদরত মুসলিমদের আটক করে নিয়ে যায়। অনেককে রাস্তার মাঝেই মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে।

পরবর্তীতে হিন্দুত্ববাদী পুলিশের হেফাজতে থাকা একদল মুসলিম পুরুষকে বেদম প্রহার করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, ভারতের প্রয়াগরাজে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ পলিকার্বোনেট লাঠি দ্বারা মুসলিম যুবকদের মারছে।

এরকম একটি ভিডিও অনলাইনে দেখেছেন লাখ লাখ মানুষ। যা মুসলিমদের অন্তরের রক্তক্ষরণকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই জঘন্য ভিডিওটি শেয়ার করেছে ক্ষমতাসীন বিজেপির এক নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি, সে পুলিশের নিষ্ঠুর আচরণের প্রশংসা করে এই বলে যে, এই পিটুনি আসলে এসব লোকের জন্য একটি 'উপহার।'

মুসলিম বিক্ষোভকারীদের নির্মমভাবে মারধরের ভিডিও শেয়ার করার সময় কেরালার প্রাক্তন পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) উগ্র হিন্দুত্ববাদী নির্মল চন্দ্র আস্থানা লিখেছে "সুন্দর, খুব সুন্দর।"

অবমাননাকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ হয় নয়াদিল্লির জামা মসজিদ এবং উত্তর প্রদেশের শহর প্রয়াগরাজ, হাতরাস, ফিরোজবাদ, সাহারানপুর, মোরাদাবাদ এবং আম্বেদকরনগর সহ গোটা ভারত জুড়ে। যেখানে অন্তত ৩০০ জন মুসলিম বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। এরপরই, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের মারধরের ছবি এবং ভিডিও টুইটারে ছড়িয়ে পড়ে।

সেই ভিডিও শেয়ার দিয়ে উগ্রবাদী নির্মল চন্দ্র আরও লিখেছে, "ভাল, পুরানো তিসির তেলে ভেজানো লাঠি গুণ্ডাদের (মুসলিমদের) অনেক ভালো নাচ নাচিয়েছে।"

শুক্রবার বিক্ষোভের পরে ইউপির শহর জুড়ে হিন্দুত্ববাদীদের ধ্বংস অভিযান অব্যাহত থাকে। হিন্দুত্ববাদী আস্থানা সে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থক ও পুলিশকে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশংসা করে।

এ ঘটনায় জড়িত অফিসারদের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। পিটুনির শিকার মানুষগুলোর পরিবার বলছে, তাদের প্রিয়জনরা নির্দোষ এবং তাদের মুক্তি দেয়া উচিৎ। 'এটা আমার ভাই, ওকে প্রচণ্ড মেরেছে ওরা, ও ব্যথায় অনেক চিৎকার করছিল,' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন জেবা। যে হাতে ধরা মোবাইল ফোনে তিনি তার ছোট ভাই সাইফকে মারার এই ভয়ঙ্কর ভিডিওটি দেখছিলেন, তার সেই হাতটি কাঁপছিল। 'এ দৃশ্যের দিকে আমি তাকাতে পারছি না। ওকে যে কী সাজ্ঘাতিকভাবে মেরেছে,' বলছিলেন তিনি। উত্তর ভারতের শহর সাহারানপুরে নিজের বাড়িতে এসময় তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিলেন আত্মীয়-স্বজনরা। বিচলিত হওয়ার মতো ভিডিওটিতে দেখা যায়, কিছু ভারতীয় পুলিশ তাদের হাতে বন্দি কয়েকজন মুসলিম পুরুষকে মারতে উদ্যত, যার মধ্যে জেবা'র ভাইও রয়েছে।

ভিডিওতে আরো দেখা যায়, পুলিশ অফিসাররা এসব লোককে রড দিয়ে পেটাচ্ছে, রডগুলো তারা বেসবল ব্যাটের মতো করে ঘোরাচ্ছে। প্রতিবার যখন কারো ওপর এরকম রডের বাড়ি পড়ছে, তখন তার শব্দ শোনা যাচ্ছে, এরপরই শোনা যাচ্ছে চিৎকার। 'খুব ব্যথা লাগছে, খুব ব্যথা লাগছে ...আর মেরো না,' আতঙ্কে-ভয়ে এক কোণায় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকা কয়েকজনকে বলতে শোনা যায়। কিন্তু এরপরও যখন বেদম প্রহার চলতে থাকে, তখন সবুজ রঙের টি-শার্ট পরা এক লোককে তার হাত জোড়া করে প্রার্থনা করতে দেখা যায়। আর সাদা শার্ট পরা সাইফকে দেখা যায় ওপরে দুই হাত তুলতে, যেন সে আত্মসমর্পণ করছে।

গত সপ্তাহে পুলিশ যে কয়েক ডজন মুসলিম পুরুষকে ধরে নিয়ে আটকে রেখেছিল, ২৪-বছর বয়সী সাইফ তাদের একজন। ভারতে ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র নূপুর শর্মা মহানবী (ﷺ) সম্পর্কে উস্কানিমূলক কিছু মন্তব্য করার পর দেশজুড়ে যে প্রতিবাদ শুরু হয়, সাহারানপুরেও শুক্রবার মসজিদে জুমার

নামাজের পর সেরকম বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। সাহারানপুরের এ প্রতিবাদ ছিল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ, মসজিদ থেকে বেরিয়ে লোকজন শহরের দোকানপাটের সামনে দিয়ে মিছিল করে যায়।

পুলিশের কাগজপত্রে অভিযোগ করা হয় যে, সাইফ এবং আরো ৩০ ব্যক্তি মিলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করেছে, সহিংসতায় উস্কানি দিয়েছে, একজন সরকারি কর্মচারীর কাজে বাধা দিতে ইচ্ছেকৃতভাবে তাকে আহত করেছে এবং জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। সাইফের পরিবার কার্ডবোর্ড বিক্রি করে কোনোরকমে জীবন চালায়। তারা বলছে, সাইফ নির্দোষ, এমনকি সে ঐ বিক্ষোভেও পর্যন্ত ছিল না।

তারা জানায়, সাইফ শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটার দিকে ঘর থেকে বেরিয়েছিল তার এক বন্ধুর জন্য বাসের টিকেট কাটতে। তখন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং সাহারানপুরের কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। জেবা যখন তাকে থানায় দেখতে যান, তখন তার ভাইয়ের শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখেছেন বলে জানান, 'বেদম পিটুনির ব্যথায় তার শরীর নীল হয়ে গিয়েছিল ও ঠিকমত বসতে পর্যন্ত পারছিল না।' এই ভিডিও, যাতে স্পষ্টভাবেই পুলিশের নৃশংসতা দেখা যাচ্ছে, সেটি অনলাইনে শেয়ার করে বিজেপির এক নির্বাচিত হিন্দুত্ববাদী শালাভ ত্রিপাঠি। ভিডিওর নীচে সে আবার ক্যাপশনে লিখেছিল, 'বিদ্রোহীদের জন্য একটি ফিরতি উপহার।' ভিডিওটি অনলাইনে ভাইরাল হয়।

ত্রিপাঠি ভারতের সবচেয়ে ক্ষমতাধর এক হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিক এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সাবেক মিডিয়া উপদেষ্টা। ঘটনাটি ঘটেছে এ প্রদেশেই। এখনো পর্যন্ত এই ভিডিওর ঘটনায় কেউ নিন্দাও জানায়নি।
বিশ্লেষকগণ বলছেন, এগুলোর সাথে বিজেপি সরকারের হাত রয়েছে। তাদের ইশারাতেই মুসলিমদের উপর দমন নিপীড়ন চালাচ্ছে। হিন্দুত্ববাদীরা সংখ্যালঘু মুসলিমদের টার্গেট করে ঘৃণা-বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তা বাড়িছে, তাদের টার্গেট করে হামলা চালাচ্ছে।

গত শুক্রবার সাহারানপুরে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে গ্রেফতারের পর কোতোয়ালি থানায় পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় মারধর করা হয়েছে। এরা ভিডিওতে তাদের নিকটজনকে চিহ্নিতও করেছেন, যাতে দেখা যায় পুলিশ সহিংসতা চালাচ্ছে। অন্য ফুটেজে দেখা যায়, এসব লোককে একটি ভ্যানে তুলে অন্য একটি স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ দৃশ্যে কোতোয়ালি থানার সাইনবোর্ড স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে।

সাম্প্রতিক বিক্ষোভে অংশ নেয়া লোকজনের নির্মিত ঘর-বাড়ি ভেঙে দেয়ার যে নির্দেশ, তা একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে অনুমোদন পেয়েছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ টুইট করে জানিয়েছে, কথিত আইন-ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বুলডোজারের কাজ চলবে এবং শুক্রবার যে মুসলিমরা নামাজ পড়ে, তাদের প্রতি প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত করে তার মিডিয়া উপদেষ্টা মৃত্যুঞ্জয় কুমার একটি বুলডোজারের ছবি পোস্ট করে। এর নীচে লেখা, 'শুক্রবারের পর শনিবার আছে কিন্তু!' এরপর গত শনিবার বিকেলে মুসকানের বাড়িতে আসে একটি বুলডোজার এবং বাড়ির সামনের গেট ভেঙে ফেলা শুরু করে।

পুলিশ সেখানে এসে হাজির হলো তার ভাইয়ের এক ছবি হাতে এবং জিজ্ঞেস করলো, এই বাড়িতেই সে থাকে কিনা। ১৭-বছর বয়সী ছেলেটিকে এর আগের রাতেই পুলিশের হেফাজতে নেয়া হয়েছিল। 'আমার বাবা নিশ্চিত করেন যে, ছবিটি তার ছেলের এবং জিজ্ঞেস করলেন কিছু ঘটেছে কিনা,' বলছিলেন মুসকান, 'তারা কোনো

উত্তর দিল না, হঠাৎ তারা বুলডোজার চালানো শুরু করলো।' অথচ হিন্দুত্ববাদী যোগী আদিত্যনাথের একজন উপদেষ্টা নভনীত সেহগাল বলেছে, বুলডোজার দিয়ে যা করা হচ্ছে তা আইন মেনেই এবং 'সব নিয়মে মেনেই করা হচ্ছে ... এখানে আইনের বিরুদ্ধে কিছু হচ্ছে না।'

কিন্তু ভারতের একদল শীর্ষস্থানীয় আইন বিশেষজ্ঞ, যাদের মধ্যে সাবেক বিচারপতি এবং নামকরা আইনজীবীরা রয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন পেশ করেছেন পুলিশের এসব মারধর এবং বুলডোজারের অনাকাঙ্খিত ব্যবহারের সর্বশেষ ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে। তাদের চিঠিতে তারা অভিযোগ তুলেছেন, আদিত্যনাথ পুলিশকে 'নিষ্ঠুর এবং বেআইনিভাবে বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্যাতন চালাতে' মদত দিচ্ছেন। তারা আরোও বলেছেন, 'সর্বশেষ এসব ঘটনা জাতির বিবেককে নাড়া দিচ্ছে।'

'হিন্দুত্ববাদী শাসকশ্রেণীর এরকম নিষ্ঠুর দমন-নিপীড়ন কথিত আইনের শাসনকে যেভাবে ধ্বংস করছে, তাতেই বুঝা যায় আইনগুলো আসলে মুসলিমদের জন্য নয়। অন্যথায় রাষ্ট্র যেসব মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে, তাকে একটা পরিহাসে পরিণত করা হত না।

'ভারত সরকার বেছে বেছে এবং হিংস্রভাবে সেসব মুসলিমের ওপরই দমন চালাচ্ছে, যারা তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ভিন্নমত তুলে ধরছে।'

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ভারতীয় বোর্ডের প্রধান আকার প্যাটেল এক বিবৃতিতে বলেছে, 'বিক্ষোভকারীদের মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে দমন করা, বিনা বিচারে আটকে রাখা এবং শাস্তি হিসেবে ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়া - এগুলোন কথিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং মানদণ্ড রক্ষা করে চলার যে অঙ্গীকার ভারত করেছে, তার পুরোপুরি লঙ্ঘন।'

মুসলিমদের বেলায় মানবাধিকার পুরোপুলি লঙ্ঘন হওয়ার পর জাতিসঙ্ঘ নামের কুফরী,দালাল মিডিয়া ও চেতনাবাজরা চুপ হয়ে আছে। কারণ এখানে ভিকটিম হচ্ছে মুসলিরা।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র :

1. "Very beautiful!": Retired IPS officer appreciates cops for beating Muslim protesters
   – https://tinyurl.com/48r86r29
2. মারধর করার ভিডিও লিঙ্ক: – https://tinyurl.com/4z54757y
3. মুসলিমদের ওপর পুলিশের নিষ্ঠুরতার ভিডিও- https://tinyurl.com/4pr4pjda

মালিতে জাতিসংঘের সামরিক বহরে হামলা: নিহত ১ সেন

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে অমুসলিমদের সংঘ জাতিসংঘের বহুমাত্রিক সামরিক জোট (MINUSMA) বাহিনীর উপর বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে এখন পর্যন্ত ১ সেনা নিহত হওয়ার কথা জানিয়েছে জোটটি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, অমুসলিম জোটটির সেনারা যখন মালির উত্তরাঞ্চলে টহল দিচ্ছিল, তখন বিকট শব্দে একটি মাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। যার ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর এক সদস্য মারা যায়।

মালিতে MINUSMA-এর বিশেষ প্রতিনিধি 'এল গাসিম ভেন' এক বিবৃতিতে জানায় যে, কুফ্ফার জোটটির সেনারা কিদাল অঞ্চলে টহল দেওয়ার সময় একটি মাইন বিস্ফোরণের কবলে পড়ে। যার ফলে এক সৈন্য মারা যায়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এএফপি'র সাথে কথা বলার সময়, MINUSMA এক কর্মকর্তা দাবি করে যে, নিহত জাতিসংঘের উক্ত সেনা সদস্য গিনি ইউনিটের সাথে যুক্ত ছিল। ঐ কর্মকর্তা আরও যোগ করে যে, গিনির উক্ত সৈন্য বোমা বিস্ফোরণে প্রথম আহত হলে কিদাল অঞ্চলের জাতিসংঘ-সংশ্লিষ্ট একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু দখলদার সৈন্যটির আঘাত এতটাই গুরুতর ছিলো যে, আঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

আঞ্চলিক সূত্র জানায়, আল কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরতুল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) গ্রুপ বরকতময় এই হামলাটি চালিয়েছেন। বর্তমানে কিদাল রাজ্যে দলটি অনেক সক্রিয় রয়েছে। এছাড়াও তাঁরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদেশি দখলদার যোদ্ধাদের টার্গেট করে করে হত্যা করেছেন, যাতে করে এই অঞ্চলেও একটি ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ইয়েমেন | আল-কায়েদার অতর্কিত হামলায় ৩ হুথি মিলিশিয়া হতাহত

ইয়েমেনে কুখ্যাত হুথি (শিয়া) মিলিশিয়াদের একটি সামরিক কাফেলায় হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে এক মিলিশিয়া সদস্য নিহত হওয়ার বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার ইয়েমেনের বায়দা রাজ্যে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। যা রাজ্যটির জায়ের এলাকায় ইরান সমর্থিত কুখ্যাত শিয়া হুতি মিলিশিয়াদের একটি কাফেলা লক্ষ্যবস্তু করে চালানো হয়। যার ফলে ঘটনাস্থলেই কুখ্যাত হুথি মিলিশিয়াদের ১ সদস্য নিহত এবং অন্য ২ মিলিশিয়া আহত হয়েছে। একই সাথে বিস্ফোরণের ফলে মিলিশিয়া বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এদিকে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'আল-মালাহিম' মিডিয়া সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, প্রতিরোধ বাহিনী আনসারুশ শরিয়াহ্'র বীর মুজাহিদগণ এই হামলাটি চালিয়েছেন। যারা আরব উপদ্বীপ নিয়ে একটি বৃহত্তর ইসলামি শরিয়াহ্ ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

১৯শে জুন, ২০২২

হিন্দুত্ববাদী ভারত খুলে দিয়েছে গজল ডোবার সব গেট : বন্যার কবলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি বাংলাদেশে

কথিত বন্ধুত্বের আড়ালে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে চলেছে হিন্দুত্ববাদী ভারত। সশীত ও গ্রীষ্মের শুরুতে প্রয়োজনের সময় পানি না দিয়ে ফসলি জমিন নস্ট করে। আর বর্ষার সময় সব গেট খুলে দিয়ে এদেশকে পানিতে ডুবিয়ে মারে হিন্দুত্ববাদী ভারত। এটাই ভারতের বন্ধুত্ব।

সম্প্রতি টানা কয়েক দিনের বৃষ্টির পর ভারতের গজল ডোবার সব গেট খুলে দেওয়ায় তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমা ছাপিয়ে ঢুকে পড়েছে নদী তীরবর্তী এলাকাগুলোতে। তিস্তা অববাহিকার চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলের মুসলিমরা কাটাচ্ছেন নির্ঘুম রাত।

পানি প্রবাহ বেড়ে তলিয়ে গেছে বাদাম, মরিচ, পেঁয়াজ, মিষ্টি কুমড়া ও ভুট্টাসহ বিস্তীর্ণ চরের বিভিন্ন উঠতি ফসল। অন্তত ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ হাঁটু বা কোমর পানিতে বন্দিদশায় আছেন। এসব মানুষের হাতে এখনও পৌঁছেনি কোনো সহায়তা। দেশের সর্ববৃহৎ সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারেজের ডালিয়া পয়েন্টে ৪৪টি স্লুইসগেট বাধ্য হয়ে খুলে রাখা হয়েছে।

পানি বিপৎসীমার পরিমাপ হচ্ছে ৫২ দশমিক ৬০ মিটার। আর শুক্রবার তিস্তা ব্যারাজে সকাল ৬টায় নদীর পানি বিপদসীমার ১৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। নদীর পানি বাড়ায় তিস্তা তীরবর্তী চর ও নিম্নাঞ্চলে কয়েক শত পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়ে।

স্থানীয় লোকজন বলেন, আমাদের দুর্ভোগ এখনও কমে যায়নি। গোটা এলাকা কাদাময় হয়ে রয়েছে। আবার উজান থেকে ধেয়ে আসা ভারতের পানি কখন সবকিছু ডুবিয়ে দেবে তা বলা মুশকিল।

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধার ডাউয়াবাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান বলেন, পানি কমেছে। তবে কতক্ষণ এ অবস্থা থাকে এটাই দেখার বিষয়। বৃষ্টির পানির চেয়ে উজান থেকে নেমে আসা পানিই তিস্তা নদীর অবস্থার পরিবর্তন করে। তাই বর্ষা আসলেই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি না। কখন সবকিছু ডুবিয়ে নিয়ে যাবে।

সিলেট সুনামগঞ্জ :

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বে সিলেট সুনামগঞ্জ অঞ্চলে বন্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ।

এই দুই জেলায় প্রায় ৩০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও প্রকৃত সংখ্যা আরো অনেক বেশি। বন্যার পানিতে তলিয়ে সুনামগঞ্জ শহর পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বন্যার ভয়াবহতায় দিশেহারা সুনামগঞ্জের মানুষ

ঘরবাড়ি পানির নিচে। চারপাশে অথৈই পানিতে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ারও উপায় নেই বলছেন স্থানীয় মানুষজন। সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার একটি ইউনিয়নের সাবেক একজন চেয়ারম্যান মুরাদ হোসেন বন্যার পানির কারণে পরিবারসহ তার বাড়ির ছাদে আশ্রয় নিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, পানি নেই এমন এক ইঞ্চি জায়গা এখন মিলবে না সুনামগঞ্জ জেলায়। "আমাদের এলাকায় প্রতিটা ঘরবাড়ি পানির নিচে। কোন কোন ঘরবাড়ির চালের ওপর দিয়ে পানি যাচ্ছে।" "...মানুষের একটু আশ্রয় নেয়ার জায়গাও নাই। মানুষকে দ্রুত উদ্ধার করা না হলে লাশের মিছিল দেখা যাবে," মন্তব্য মুরাদ হোসেনের।

তিনি পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, গবাদিপশু, হাঁস মুরগি সব পানিতে ভেসে যাচ্ছে।

সুনামগঞ্জে দু'টি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় পুরো জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্কও কাজ করছে না। অন্যদিকে সুনামগঞ্জ শহর পানিতে ডুবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে পুরো দেশ থেকে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, "ভারতের মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে ভারী বর্ষণের কারণে বৃহস্পতিবার রাত থেকে ১২ ঘন্টাতেই সুনামগঞ্জে চার ফুট পানি বেড়ে যায়।

"জেলা শহরের সব রাস্তায় পানি। কোথাও বুক সমান পানি এবং কোথাও তার চেয়েও বেশি পানি। সুনামগঞ্জের সাথে যোগাযোগের হাইওয়েগুলোও পানিতে তলিয়ে গেছে। ফলে শহর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে," বলেন সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো: জাহাঙ্গীর হোসেন।

সিলেটেও বন্যার পানি হু হু করে বাড়ছে।

সিলেট শহর থেকে একজন সমাজকর্মী শাহ শাহেদা বেলা বলেছেন, আকস্মিক বন্যা এবং তার ভয়াবহতায় তাদের জীবনযাত্রা থমকে গেছে।

সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামে পাঁচ সন্তান এবং দিনমজুর স্বামীকে নিয়ে বন্যার পানিতে আটকে পড়েছেন সালমা বেগম। কয়েকদিন ধরে খাবার না থাকলেও তিনি এখন নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারবেন কিনা-সেটাই তার কাছে বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বলেন, "বর্তমানে পানির মধ্যে ভাসতেছি। একেবারে ঘরের চাল পর্যন্ত পানি। এখান থেকে বাঁচতে চাই।"

কোম্পানিগঞ্জ থেকে একজন সাংবাদিক মোহাম্মদ কবির জানিয়েছেন, বন্যায় যত মানুষ আটকা পড়েছে, তাদের উদ্ধারে পর্যাপ্ত নৌকা নেই। সেজন্য বেশিরভাগ মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পারছেন না। "রাস্তাঘাট সব জায়গায় এতটাই পানি যে নৌকা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে চলাচল করা সম্ভব নয়। ফলে নিরাপদ জায়গায় যেতে না পেরে অনেক মানুষ ঘরের চালের ওপরও আশ্রয় নিয়েছে," বলেন মোহাম্মদ কবির।

ভারতের পানি আসায় এবং বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় দেশের উত্তরে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট এবং নীলফামারী সহ কয়েকটি জেলাতেও আগামী কয়েকদিন বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। এছাড়া উত্তরের জেলাগুলোর পানি নামার সময় সিরাজগঞ্জ টাঙ্গাইলসহ মধ্যাঞ্চলের জেলাগুলোতেও বন্যা হতে পারে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় তা দেশের কুড়িগ্রাম, সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা থেকে প্রবেশে করে আরও এগিয়ে আসছে।

ফলে জামালপুর, বগুড়া, শেরপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও পাবনায় বন্যা ছড়িয়ে পড়তে পারে। এছাড়া নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভিবাজারেও বন্যা ছড়িয়ে পড়তে পারে। বন্যার পানি আরও নীচের দিকে নেমে এলে রাজবাড়ী, ফরিদপুর, শরীয়তপুর ইত্যাদি এলাকাও প্লাবিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এমন বিপর্যয়ের জন্য দায়ী হিন্দুত্ববাদী ভারত এবং তাদের এদেশীয় দালাল হাসিনা সরকার। তারা যদি সব মৌসুমে গেট খুলে রাখতো তাহলে পানির চলাচল স্বাভাবিক থাকতো। গ্রীষ্মকালে ভালো ফসল হতো। আর বর্ষাকালেও বন্যা হতো না। আর দালালহাসিনা সরকারও এসব সমস্যার সমাধানে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ভারতের চাতুকারিতাই করে চলেছে। তাই বিশ্লেষকগণ বলেছেন, এখনই সময় কে বন্ধু আর কে শত্রু চিনে নেওয়ার। সাথে এদেশে অবস্থিত হিন্দুত্ববাদীদের দালালদেরকেও চিনে রাখার।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র :

১. খুলে দেয়া হয়েছে ভারতের গজল ডোবার সব গেট : আতঙ্কে লালমনিরহাটের মানুষ - https://tinyurl.com/2p8dzpxa

২. বন্যা: সিলেট, সুনামগঞ্জে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে লাখ লাখ মানুষ, বিচ্ছিন্ন সুনামগঞ্জ - https://tinyurl.com/3hdmftv7

৩. বন্যা: উত্তরাঞ্চলের আরও ১৭টি জেলা দুদিনের মধ্যে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা পূর্বাভাস কেন্দ্রের - https://tinyurl.com/yy4mndnt

---

ইসরাইল, আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত মিলে ইসলাম বিদ্বেষীদের নতুন জোট গঠন

আফগানিস্তানে তালেবানদের হাতে চরমভাবে পরাজিত হয়ে ইসরাইল, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ভারতকে নিয়ে নতুন জোট গঠন করেছে রক্তপিপাসু যুক্তরাষ্ট্র।

গত ১৪-০৬-২২ রোজ মঙ্গলবার হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, আই২ইউ২ নামের নতুন এ জোট বিশ্বজুড়ে ইসলাম বিদ্বেষী মার্কিন মিত্রদের পুনরুজ্জীবিত এবং চাঙা করতে সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের প্রচেষ্টার অংশ। আই২ইউ২ জোটের প্রথম ভার্চুয়াল সম্মেলন আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিন্দুত্ববাদী নরেন্দ্র মোদি,রক্তপিপাসু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, দখলদার ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের গাদ্দার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান সম্মেলনে অংশ নেবে। এতে একে অপরের সহযোগিতার অন্যান্য ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হবে।

বাইডেন প্রশাসনের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানায়, চার দেশের এই ভার্চুয়াল সম্মেলন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ১৩ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য সফরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। ওই কর্মকর্তা বলেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদের সঙ্গে 'অনন্য' এই সংযোগের দিকে তাকিয়ে আছে প্রেসিডেন্ট বাইডেন।

মঙ্গলবার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র নেড প্রাইস বলেছে, জোটের প্রতিটি দেশই একটি করে প্রযুক্তিগত হাব।

সে আরো বলেছে, ‘শুরু থেকে আমাদের পদ্ধতির একটি অংশ হচ্ছে বিশ্বজুড়ে আমাদের জোট এবং অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাকে কেবল পুনরুজ্জীবিত এবং চাঙা করা নয়, সেই সঙ্গে এমন অংশীদারিত্বকে একত্রিত করা, যা আগে বিদ্যমান ছিল না বা তাদের সম্পূর্ণপে ব্যবহার করা হয়নি।’

মার্কিন মুখপাত্র আরও বলেছে, ‘বায়োটেকনোলজিও প্রখ্যাত। ইসরায়েল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গভীর করা আমাদের স্বার্থ। এটি এমন কিছু যা আমরা গভীর করার চেষ্টা করতে চাইছি। এই দুই দেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ তাদের সম্পর্ক আরও গভীর করেছে।’

১৩ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্য সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইসরায়েল, পশ্চিম তীর, সউদী আরবে থামবে। এই সময়ে সে এই অঞ্চল ও আশপাশের এলাকার প্রায় এক ডজন দেশের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবে। মার্কিন কর্মকর্তা জানায়, প্রথমে ইসরাইল থামবেন সে। এটাই হবে দেশটিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের প্রথম সফর।

বিশ্লেষকদের মতে হিন্দুত্ববাদী ভারতে ও দখলদার ইসরাইলকে শক্তিশালী করতেই এ জোট করা হচ্ছে। যাতে করে দেশগুলো তাদের মুসলিম নির্মূলের মিশন আরও কার্যকরভাবে চালিয়ে নিতে পারে।

তথ্যসূত্র

১.ইসরাইল, আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের নতুন জোট গঠন https://tinyurl.com/5e668sn2

১৮ই জুন, ২০২২

আবারো বুরকিনিয়ান সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার হামলা: ৯ গাদ্দার নিহত

আল-কায়েদা সম্পৃক্ত ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা বুরকিনা ফাঁসোতে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন। এতে অফিসার সহ ৯ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। বন্দী হয়েছে আরও এক পুলিশ সদস্য।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' বুরকিনিয়ান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক হামলার ফলাফল নিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ১১ জুন বুরকিনা ফাঁসোর সিকাসো এবং মাকিনা অঞ্চলে দুটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এই হামলার লক্ষ্য হচ্ছে, ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম এবং দিরহাম ও দিনারের দাসরা যেনো জানতে পারে যে, শরীয়তের ছায়া ছাড়া এই ভূমিতে তাদের জন্য অন্য কোন নিরাপত্তা নেই। যদিও এই অভিযানে আমাদের দুই ভাইও আহত হয়েছিলেন।তবে সিকাসো এলাকায় আমাদের মুজাহিদ ভাইদের পরিচালিত উক্ত হামলায় দুর্নীতিবাজ প্রশাসনের ৮ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে । সেই সাথে তাদের এক সদস্যকে একটি ক্লাশিনকোভ সহ বন্দী করেন মুজাহিদগণ। একইভাবে এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ১টি গাড়ি, ৩টি মোটরসাইকেল এবং ২০টি অস্ত্র ভর্তি বক্স সহ অসংখ্য সামরিক সরঞ্জাম গনিমত পান।

একই দিনে প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম-এর মুজাহিদরা বুরকিনা ফাঁসোর 'সা' শহরে একটি পুলিশ স্টেশনে আক্রমণ করেন। এই অভিযানের ফলস্বরূপ মুজাহিদগণ উক্ত এলাকার পুলিশ প্রধানকে হত্যা করতে সক্ষম হন।

এদিকে গত ১৩ জুন বুরকিনা ফাঁসোর 'ফামা' এলাকায় দেশটির সামরিক বাহিনী 'ভিডিপি' এর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও সফল হামলা চালান ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ। সেখানে 'জেএনআইএম' এর বীর যোদ্ধারা ঘাঁটিটিতে প্রথমে রকেট হামলা চালান এবং পরে সেখানে ঢুকে সেনাদের টার্গেট করে গুলি ছুড়তে থাকেন। ফলশ্রুতিতে বহু ধর্মদ্রোহী বুরকিনান সেনা নিহত এবং আহত হয়। বাকিরা পালিয়ে যায়।

অন্যান্য অভিযানের মতো এই অভিযান শেষেও মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর গনিমত লাভ করেন আলহামদুলিল্লাহ; এর মধ্যে ছিল ১১টি মোটরসাইকেল সহ অসংখ্য অস্ত্র-শস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম।

১৭ই জুন, ২০২২

শত্রু শিবিরে আশ-শাবাবের অসাধারণ হামলা: ২৭ গাদ্দার সেনা নিহত

মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বড় ধরণের সামরিক অভিযান শুরু করেছে আশ-শাবাব। এতে এখন পর্যন্ত ২৭ সৈন্য নিহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা গেছে, আজ ১৭ জুন শুক্রবার ভোরে জালাজদুদ প্রশাসনের গাদ্দার মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে ভারী অভিযান চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। এদিন ভোরে নামাজের পর পরই রাজ্যটির 'বাদো' এলাকায় প্রচণ্ড এক লড়াই শুরু হয়, যা কয়েক ঘন্টা ধরে চলতে থাকে। আর আশ-শাবাবের এই অভিযানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় পশ্চিমা সমর্থিত সোমালি সামরিক বাহিনী এবং তাদের মিলিশিয়া সদস্যরা।

সূত্র আরও জানায় যে, আশ-শাবাব ওই অঞ্চলে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায়িছে। সেখানে বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণ ও তীব্র গোলাগুলির শব্দ শোনা গিয়েছে।

আশ-শাবাবের একজন মুখপাত্র বলেছেন, "বাদোর যুদ্ধে, আমরা ২৭ গাদ্দারকে হত্যা করেছি, যারা এলাকায় জড়ো হয়েছিল। আর নিহতদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়া নেতারাও ছিল। আর অভিযান শেষে আমাদের বাহিনী তাদের ঘাঁটিতে ফিরে আসে।"

স্থানীয়রা জানান যে, আশ-শাবাব দীর্ঘদিন পর দ্বিতীয়বারের মতো 'বাদো' এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। যদিও আশ-শাবাব যোদ্ধারা গত ২ মাসে বাদো এলাকার আশপাশের অনেক গ্রাম ও বসতির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। তবে তাঁরা এই দীর্ঘ সময় বাদোতে কোন অভিযান পরিচালনা করেন নি।

একই সময়ে, প্রদেশের কেন্দ্রস্থল/রাজধানী ধুসমারেব শহরের বিমানবন্দর লক্ষ্য করেও বেশ কয়েকটি মর্টার শেল দিয়ে হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব যোদ্ধারা। যদিও তাৎক্ষণিকভাবে এই হামলায় হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা জানা যায়নি।

এটি লক্ষণীয় যে, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকান শাখা আশ-শাবাব সম্প্রতি তাদের হামলা বাড়িয়েছে। সেই সাথে জালাজদুদ অঞ্চলে আশ-শাবাবের দুর্দান্ত এই অভিযানটিকে উত্তরে তাদের আধিপত্য বিস্তারের ব্যবস্থা হিসাবে দেখছেন বিশ্লেষকরা।

পশ্চিম তীরে আরও ৩ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরাইল

গতরাতে পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলিয় জেনিন শহরে হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরাইলি বাহিনী। এসময় বর্বর ইহুদি সেনারা ৩ ফিলিস্তিনিকে হত্যা এবং আরও ৮ জনকে আহত করেছে।

ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ফিলিস্তিনি ৩ তরুণ প্রাণ হারিয়েছে এবং ৮ জন আহত হয়েছে।

প্যালেস্টাইন ইনফরমেশন সেন্টারের খবরে বলা হয়েছে, মধ্যরাত ও ভোরের মধ্যে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে ইউসুফ সালাহ, বেরা লাহলুহ এবং লেইস ইবু সুরুর নামে ৩ মুসলিম যুবক প্রাণ হারিয়েছেন।

সূত্র থেকে আরও জানা গেছে, দখলদার ইসরাইলি বাহিনী জেনিনের পূর্বাঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। এসময় অভিশপ্ত ইহুদী সেনারা একটি সাদা গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এই হামলায় উপরে উল্লেখিত ৩ যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়।

এই হামলার কারণে, দখলদার ইসরাইলি বাহিনী এবং ফিলিস্তিনি যুবকদের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। যার ফলে ইসরাইলি বাহিনী এই অঞ্চলে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করেছে। আজ ১৭ জুন বিকাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনি যুবকদের উপর ইহুদী সৈন্যরা একাধিকবার গুলি চালিয়েছে। যাতে ৮ যুবক আহত হয়েছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ বছরের শুরু থেকে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর হামলা বেড়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই বছরের শুরু থেকে, পশ্চিম তীর এবং জেরুজালেম এলাকায় ইহুদিদের হামলায় ৬০ জন ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। যাদের মধ্যে ২৭ জন জেনিন অঞ্চলের।

বিশ্লেষকরা লছেন যে, ইহুদিবাদী ইসরায়েল এবং হিন্দুত্ববাদী ভারত - উভয়ই মুসলিমদের উপর হামলা ও অত্যাচার বাড়িয়েছে বিশেষ রে আফগানিস্তানে তালিবানরা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। তারা হয়তো চাইছে যে, মুসলিমরা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠার আগেই নিজ নিজ দেশ থেকে মুসলিমদেরকে নির্মূল করতে।

তথ্যসূত্র :
https://tinyurl.com/2yu4ms85

রাসূল প্রেমী মুসলিমদের ধরতে পোস্টার ছাপিয়েছে হিন্দুত্ববাদী যোগী সরকার

হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিমদের প্রতিবাদ করাটাই এখন বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে নিয়ে অসম্মান ও অপমানজনক মন্তব্য করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে ভারতের উত্তরপ্রদেশের হিন্দুত্ববাদী যোগী আদিত্যনাথ সরকার। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজনের বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সরকার বুলডোজার দিয়ে।

এবার, যাদেরকে ধরা সম্ভব হয়নি- তাদের পোস্টার ছাপিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। গত শুক্রবার বিক্ষোভে অংশ নেয়া ৫৯ জনের ছবি প্রকাশ করেছে উত্তরপ্রদেশের সংশ্লিষ্ট প্রয়াগরাজ থানা। তাদের গ্রেফতার করতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা, সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে এসব ছবি ও পোস্টার ছাপানো হচ্ছে।

প্রয়াগরাজ থানা থেকে বলা হয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে এই ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হবে, যাতে সাধারণ মানুষও অভিযুক্তদের চিনতে পারে। প্রয়াগরাজের এসএসপি অজয় কুমার জানিয়েছে, 'ওইদিনের ঘটনার ভিডিও ফুটেজ রয়েছে আমাদের কাছে। সেখানে যাদের দেখা গিয়েছে এখনও তাদের চেনা যায়নি, ফলে গ্রেফতার করা যায়নি। সেই জন্যই সাধারণ মানুষের সাহায্য চেয়েছি আমরা।' তার দাবি, কথিত আইন মেনেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

মুসলিমদের বিক্ষোভ দমন করতে প্রতি শুক্রবার বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। হিন্দুত্ববাদী পুুলিশের দাবি, শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখতে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

তবে বিশিষ্টজনেরা বলছেন, মূলত মুসলিমদের দমন করতেই এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মুসলিমদের ওপর দমন পীড়ন বেড়েছে বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করার প্রতিবাদে গত শুক্রবার ভারতজুড়ে বিক্ষোভ করে মুসলিমরা। পুলিশ ও হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে দুই জন মুসলিম প্রাণ হারান। এরপর উল্টো অশান্তি ছড়ানোর মিথ্যে অভিযোগ এনে মুসলিমদের বাড়ি গুড়িয়ে দেয় যোগীর হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

হিন্দুত্ববাদী ভারত নিজেকে নিরপেক্ষ দাবি করলেও আসলে তারা হিন্দুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে মুসলিমদের নির্মূল করতে চাচ্ছে। এত তারা কোন আইন আদালদের তোয়াক্কা করছে না।

তথ্যসূত্র:

----

১. মুসলিমদের ধরতে পোস্টার ছাপিয়েছে যোগী সরকার- https://tinyurl.com/52m7365f

---

১৬ই জুন, ২০২২

জায়নিস্ট আগ্রাসন | ৬ মাসে ৪৫০ ফিলিস্তিনি শিশুকে আটক করেছে ইসরাইল

চলতি ২০২২ সালের শুরু থেকে ইহুদিবাদী ইসরাইল প্রায় ৪৫০ ফিলিস্তিনি শিশুকে আটক করেছে। ফিলিস্তিনি বন্দি বিষয়ক কমিটি প্রকাশ করেছে যে, অবৈধ ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরাইল অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমে অধিকাংশ শিশুকে আটকে রেখেছে।

কমিটির মতে, ৩৫৩ ফিলিস্তিনি শিশুকে পূর্ব জেরুজালেমে আটক করা হয়েছে, বাকিদের দখলকৃত পশ্চিম তীরের বিভিন্ন অংশে আটক করা হয়েছে।

কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরাইল ১৭০ শিশুকে কারাগার বা আটক কেন্দ্রে আটকে রাখছে। যার মধ্যে ১৮ বছরের বেশি বয়সী কয়েকজন যুবক রয়েছে, যাদেরকে শিশু অবস্থায় আটক করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, দখলদার ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ কারাগার বা আটক কেন্দ্রে বন্দী যুবক ও শিশুদের প্রতি আন্তর্জাতিক আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ প্রয়োগ করছে। প্রতিবেদনে এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইলের লক্ষ্য ফিলিস্তিন বন্দীদের মানসিকভাবে নিঃশেষ করে দেওয়া।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসরাইল 'পাথর নিক্ষেপের' ঠুনকো অভিযোগে পরিচালিত অভিযানের সময় শিশুদেরকে তাদের বাড়ি থেকে আটকে করেছে। এক্ষেত্রে বর্বর ইসরাইল 'মিথ্যা স্বীকারোক্তি' নেওয়ার জন্য বন্দী শিশুদের উপর নানাধরণের নির্যাতন পরিচালনা করে আসছে।

কেনিয়ায় আশ-শাবাবের দুর্দান্ত অভিযান : প্রসারিত হল ইসলামি ভূমির সীমান্ত

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব কর্তৃক ওয়াজির ও লামু অঞ্চলে কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াই প্রত্যক্ষ করল কেনিয়া। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অভিযানের পর এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে সামরিক বাহিনী।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম 'এনএফডি' এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেনিয়ায় সামরিক বাহিনীর উপর একের পর এক হামলা চালাচ্ছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

সূত্র মতে, আজ ১৬ জুন বৃহস্পতিবার বিকালে কেনিয়ার লামু অঞ্চলের 'বুজি গারাস' গ্রামে একটি সামরিক ব্যারাকে হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা শাখা আশ-শাবাব যোদ্ধারা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তীব্র এক লড়াই শুরু করেন। যা দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা ধরে চলমান ছিলো। এসময়কার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় বহু সংখ্যক অমুসলিম সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। বাকিরা এলাকাটি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সেনাদের পালিয়ে যাওয়ার পর সামরিক ব্যারাক ও এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নেন মুজাহিদগণ। যার দ্বারা কেনিয়ায় আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রিত ভূমি আরও প্রসারিত হয়।

এদিকে লামু অঞ্চলের কিন্যুগা থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে শাঙ্গানি এলাকায়ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। সেখানেও আশ-শাবাব বাহিনী ও শত্রুসেনাদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এখানেও অনেক কেনিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য আশ-শাবাবের হামলায় হতাহত হয়।

একইভাবে আশ-শাবাব যোদ্ধারা দেশটির ওয়াজির অঞ্চলেও 'কেডিএফ'এর একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালান বলে জানা যায়। তবে এই হামলায় তৎক্ষণাৎ কত কুফ্ফার সৈন্য হতাহত হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট খবর পাওয়া যায়নি।

কুখ্যাত শাতেমে রাসূল (ﷺ) নূপুর শর্মার সমর্থনে হিন্দুত্ববাদীদের মিছিল

উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি কর্তৃক মহানবী হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে নিয়ে অশালীন মন্তব্যের পর বিক্ষোভে উত্তাল দেশটির বিভিন্ন রাজ্য। আর নবী প্রেমী এসব বিক্ষোভকারীদের দমন করতে মাঠে নেমেছে দেশটির সরকারি গুণ্ডা বাহিনী এবং হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। শুধু ঝাড়খণ্ডেই প্রতিবাদী দুই মুসলিম যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে। আহত হয়েছেন অনেকে। অগণিত মুসলিমকে আটক করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

কটুক্তির পর থেকেই হিন্দুত্ববাদীরা তাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। তাকে শাস্তি দেওয়া পরিবর্তে মুসলিমদেরকেই দোষী বানাচ্ছে।
আর সেই কুখ্যাত শাতেমে রাসূল নূপুর শর্মার সমর্থনে সমাবেশও করছে হিন্দুত্ববাদীরা।

ভারতের পাশের রাষ্ট্র নেপালেও প্রাক্তন বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার সমর্থনে বিশাল মিছিল বের করেছে সেই দেশের হিন্দুরা। সেই ভিডিও ক্লিপগুলো ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

"আমরা নূপুর শর্মাকে পূর্ণ সমর্থন করি" এমন লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান তুলে এদিন মিছিল বের করে নেপালের হিন্দুরা। টুইটার এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বেশ কিছু ভিডিও প্রকাশ পেয়েছে, যাতে দেখা যাচ্ছে নেপালি পতাকা হাতে নূপুর শর্মার সমর্থনে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বেরিয়েছে একদল মানুষ। ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউবেও আরেকটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে, যাতে নূপুর শর্মা এবং নেপালি পুলিশের আধিকারিকদের সমর্থনে বিপুল সংখ্যক লোককে সমাবেশ করতে দেখা যায়।

এই বিতর্কে নূপুর শর্মাকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছে বেশ কয়েকজন হিন্দু ধর্মগুরুও। কাশীর ধর্ম পরিষদে হিন্দু সাধুরা স্পষ্টভাবে বলেছে যে, যারা নূপুর শর্মাকে হুমকি দিচ্ছে তাদের ধরা উচিত এবং শাস্তি দেওয়া উচিত।

https://twitter.com/i/status/1536281890620993537

এছাড়াও সম্প্রতি পাতালপুরী মঠের প্রধান মহন্ত বালক দাসের একটি ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে- **ইসলামপন্থীরা যদি নূপুর শর্মার কোনো রকম ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তাহলে তাঁকে রক্ষা করতে ১৮ লক্ষ নাগা সাধু রাস্তায় নামবে।**

ভিডিওটি গত ১১ জুন কাশীর ধর্ম পরিষদের একটি সমাবেশের। জানা গিয়েছে যে হরতীর্থের বারাণসীর সুদাম কুটিতে ধর্ম পরিষদের একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। আর সেই সমাবেশেই সভাপতিত্ব করেছিল পাতালপুরী মঠের প্রধান মহন্ত বালক দাস। সেখান থেকেই সে এইরূপ মন্তব্য করে।

আসলে হিন্দুত্ববাদীদের ভিতরে ইসলাম বিদ্বেষ সব সময়ই ছিল। ফলে একজন প্রকাশ করলে বাকীরা তাকে সমর্থন করতে থাকে। তাকে রক্ষা করতে রাস্তায় নেমে আসে। বিপরীতে মুসলিমদের এক অংশ হিন্দুত্ববাদীদের নির্যাতনের শিকার হলেও অন্যান্য মুসলিমরা নীরব থাকে। নিজেদের মাঝে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে। যার ফলে হিন্দুত্ববাদীদের দৌরাত্ম দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Hindu supremacists come out in support of the BJP spokesperson who made derogatory remarks against the Prophet Muhammad. - https://twitter.com/i/status/1537199940396789760

- https://tinyurl.com/mufm62cy

2. Prophet Row: নূপুর শর্মার সমর্থনে পথে নামবেন ১৮ লক্ষ সাধু - https://tinyurl.com/5ypa3pna

---

আমরা আফগানিস্তানের 'ইসলামি ইমারাত' প্রশাসনকে স্বীকৃতি দিবো : রাশিয়া

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে নিয়োজিত রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের বিশেষ দূত জামির কাবুলভ বলেছে যে, তারা আফগানিস্তানে "ইসলামি ইমারাত" প্রশাসনকে স্বীকৃতি দিতে পারে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে কথা বলার সময় কাবুলভ বলেছে যে, আফগানিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী শীঘ্রই রাশিয়া সফর করবেন। কেননা তালেবান প্রশাসন রাশিয়াকে আফগানিস্তান থেকে কিছু পণ্য কেনার জন্য অনুরোধ করেছে। যেসব পণ্য রাশিয়ায় বিক্রি করা হতে পারে।

দূত আরও জানায়, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আফগানিস্তানে শস্য বরাদ্দের অনুমতি দিয়েছে।

তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে জামির কাবুলভ জানায়, আফগানিস্তানের ইসলামি ইমারাত প্রশাসনকে স্বীকৃতি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি একটি ব্যাপক এবং কার্যকর রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি করা যায়, তাহলে গুরুতর আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এসময় কাবুলভ জোর দিয়ে

জানায় যে, রাশিয়া আফগানিস্তানের নতুন তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশকে অনুসরণ করবে না। তাছাড়া তালিবান মধ্য এশিয়ার জন্য হুমকি নয়।

এটি লক্ষণীয় যে, ইউক্রেন আক্রমণের পরে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে রাশিয়ার সংকট গভীর হয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেশটি অনেকটাই সংকটের মধ্যে পড়েছে।

আর এই পরিপ্রেক্ষিতে আফগান প্রশাসনকে রাশিয়া স্বীকৃতি দিতে পারে বলে যে অনুমান করা হচ্ছে, তা আরও দৃঢ় হচ্ছে। মনে করা হয় যে, এই অঞ্চলে রাশিয়া তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দিলে প্রতিবেশী এবং মধ্য প্রাচ্যের অনেকগুলো দেশ হয়তো ইমারাতকে স্বীকৃতি দিবে।

হিন্দুত্ববাদীদের লাগামহীন বক্তব্য ও বুলডোজার আতঙ্কে ভারতীয় মুসলিমরা

ভারতে মুসলিম গণহত্যার জন্য মাঠ গরম করতে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা লাগামহীন মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। গণহত্যার বাতাবরণ তৈরীতে পরিকল্পিতভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ও উম্মুল মু'মিনিন হযরত আইশা (রাঃ) কে নিয়ে সম্প্রতি আপত্তিকর মন্তব্য করে হিন্দুত্ববাদী ভারতের দুই উগ্রবাদী নেতা। এর প্রতিবাদে মুসলিমরা রাস্তায় নামলে অতি হিংস্র রূপে আবির্ভূত হয় হিন্দুত্ববাদীরা।

ভারতের উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে যে সকল মুসলিম এধরণের বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন, তাদের বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। এছাড়াও গোটা দেশজুড়ে চলছে প্রশাসন কর্তৃক ব্যাপক ধরপাকড় ও হতাহতের ঘটনা।

উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের প্রয়াগরাজে রবিবার মুসলিম কর্মী মোহাম্মদ জাভেদকে প্রধান অভিযুক্ত করে তার বাড়িতে বুলডোজার চালায় হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

৪৮ বছর বয়সী ইমামুদ্দিন আলম বলেছে, "আমি আমার মুদি দোকান নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। সেখানে এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এটি এখন হিন্দুত্ববাদীদের নতুন প্যাটার্ন। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) উগ্র নেতারা আমাদের উস্কে দেয়, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়। আমরা প্রতিক্রিয়া জানালে আমাদের গ্রেপ্তার করে এবং আমাদের বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দেয়।"

রাঁচিতে হিন্দুত্ববাদীদের হামলায় দুজন মুসলিম শহীদ হয়েছেন। শতাধিক আহত এবং কয়েক শতাধিক মুসলিমকে গ্রেপ্তার করেছে। এখনো চলছে দমন অভিযান। উত্তর প্রদেশের সন্ত্রাসী মুখ্যমন্ত্রী উগ্র যোগী আদিত্যনাথ বিক্ষোভে জড়িত থাকার অভিযোগে মুসলিমদের ভবন ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে।

এমনিতেই ক্রমাগত হিন্দুত্ববাদীদের নির্যাতনে ভারতের ২০০ মিলিয়ন মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ জ্বলতে থাকে। যা উগ্রবাদীদের উসকানিমূলক মন্তব্যে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে জুমার নামাজের পর মুসলিমদের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে রাজপথে।

বিগত দুই বছরে বিজেপি কর্মকর্তা এবং চরমপন্থী হিন্দু গোষ্ঠীর দ্বারা মুসলমানদের সম্পর্কে হিংসাত্মক বক্তৃতা পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিমদের ধর্মীয় ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে অন্যায়ভাবে হিন্দুত্ববাদীরা হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে। পবিত্রস্থান মসজিদগুলোও তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

হিন্দুতত্ববাদীদের কিছু বক্তৃতা

১.

উগ্র হিন্দুত্ববাদী পুরোহিত স্বামী প্রবোধানন্দ প্রত্যেক হিন্দুকে অস্ত্র তুলে নিতে এবং মিয়ানমারের মতো ক্লিনজিং অপারেশন (জাতিগত নির্মূল) শুরু করতে বলেছে।

সে হিন্দুত্ববাদী জনতার উদ্দেশ্যে বলছে, সকল হিন্দুকে অস্ত্র কিনতে হবে। মুসলিমদেরকে মায়ানমারের মতো জাতিগত নির্মূল অভিযান চালাতে হবে। মুসলিমদের মারতে হবে। এছাড়া বিকল্প কোন পথ নাই। সামরিক বেসামরিক সকল হিন্দুকে মুসলিম গণহত্যায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানায় ঐ সন্ত্রাসী। ইতিপূর্বেও প্রবোধানন্দ ধর্ম সংসদে খোলাখুলিভাবে মুসলিমদের গণহত্যার আহ্বান জানিয়েছিল। সে ভারতীয় মুসলিমদেরকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের মতোই গণহত্যা করার কথা বলেছিল।

হিন্দুত্ববাদী এই উগ্র নেতা প্রকাশ্যে তার অনুসারীদেরকে বলেছিল- "কুরআন বুঝে" এমন প্রত্যেক মুসলিমকে হত্যা করতে হবে।

২.

শকুন পান্ডে মুসলিম বিদ্বেষী অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেই যাচ্ছে।২০২১ সালের ডিসেম্বরে হরিদ্বারের ধর্ম সংসদে কোনো ধরণের রাখঢাক ছাড়াই সে সরাসরি মুসলমানদের গণহত্যার আহ্বান জানিয়েছিল। পান্ডে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়ার ডাক দিয়েছিল এবং গণহত্যার জন্য উস্কানি দিয়েছিল।

সে বলেছে, "অস্ত্র ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। আপনি যদি তাদের জনসংখ্যা শেষ করে দিতে চান তবে তাদের হত্যা করুন। হত্যার জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং জেলে যেতে প্রস্তুত থাকুন। এমনকি যদি আমাদের মধ্যে ১০০ জন তাদের (মুসলিম) ২০ লক্ষকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়, তবে আমরা বিজয়ী হব।"

তার এই মুসলিম বিদ্বেষী উগ্র মন্তব্যের ব্যাপারে টাইমস নাউ এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, ২০ লক্ষ মানুষকে হত্যার ডাক দেওয়া কি ধর্ম?' জবাবে ঐ সন্ত্রাসী সাধ্বী অন্নপূর্ণা বলেছে, "হ্যাঁ, এটা আমাদের কর্তব্য।" সে আরো বলেছে, "আমরা হিন্দুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে তাদের হত্যা করতেই থাকবো।"

একই অনুষ্ঠানে, একটি ইউটিউব চ্যানেলের সাথে একটি সাক্ষাতকারে, পান্ডে বলেছে, "আজ এমন সময় এসেছে যখন মহিলাদের এক হাতে তরোয়াল এবং অন্য হাতে বেলন নিতে হবে। আমি আমার মায়েদের কাছে অনুরোধ করছি যে, তারা তাদের ছেলেদের দুর্বলতা না হয়ে বরং তাদের শক্তিতে পরিণত হোন। যদি কোথাও অধর্ম হয় তবে তাদের বলুন আমি তাদের কাটতে আপনার সাথে আসব। কোন মামলা হবে না কিন্তু কিছু দিনের জন্য শুধুমাত্র সামান্য অসুবিধা; আমাদের কল করুন, আমরা আপনার সাথে থাকব।"

একাধিকবার মুসলমানদের হত্যা করার জন্য তার খোলামেলা আহ্বান সত্ত্বেও, ইউপি পুলিশ এখনও পান্ডেকে গ্রেপ্তার করেনি। কারণ সে হিন্দু। পক্ষান্তরে মুসলিমরা অপরাধ না করেও হিন্দুত্ববাদীদের সাজানো মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর কারাগারে কাটাচ্ছে।

৩.

ভারত হিন্দুদের দেশ দাবি করে মুসলিমদের অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা। সে বলেছে, "ধর্মের ভিত্তিতে তাদের (মুসলিমদের) জন্য একটি দেশ তৈরি করা হয়েছে, সেখানে যান এবং বসবাস করুন, এই দেশ (ভারত) হিন্দুদের।"

হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা, সে ২০০৮ সালে একটি মসজিদের সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িত ছিল। যাতে ৬ জন মুসলিম নিহত হয়।

৪.

আগামী ১৫ বছরের মধ্যে অখন্ড ভারত গড়া হবে এবং এই পথে বাধাদানকারীদের ধ্বংস করে দেওয়া হবে বলে মুসলমানদেরকে হুমকি দিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন 'আরএসএস' প্রধান মোহন ভাগবত।

সন্ত্রাসবাদী এই নেতা আরো বলে, "সনাতন ধর্মই হিন্দু ধর্ম। বিশ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে ভারত অখন্ড ভারত হবেই। কিন্তু যদি আরও একটু চেষ্টা করি, তাহলে স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঋষি অরবিন্দের স্বপ্নের অখণ্ড ভারত ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। এটাকে কেউ আটকাতে পারবে না। যে মাঝখানে আসবে তাকে ধ্বংস করা হবে। যাঁরা সঙ্গে আসবে আসো, নইলে রাস্তা থেকে সরে যাও।"

তার বক্তব্যে আরো ফুটে উঠে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুদের তোড়জোড় ও পরিশ্রমের কথা। সে বলে, "আমরা এক হয়ে দেশের জন্য জীবন-মরণ পণ করছি।"

ভাগবত জানিয়েছে যে, আমরা আলাদা, আমরা ভিন্ন। কিন্তু আমরা পৃথক নই। দেশের জন্য আমরা প্রাণ দিতে শুরু করেছি এবং সবাইকেই এটা অনুসরণ করা উচিত।" হিন্দুদের সশস্ত্র হবার আহবান জানিয়ে সে বলে, "আমরা অহিংসার কথা বলব এবং হাতে লাঠিও রাখব। কারণ এই পৃথিবী শক্তি ছাড়া মানে না।"

উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন 'আরএসএস' প্রধানের বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

প্রথমত, রামরাজ্য বা অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য মুশরিকরা সুপরিকল্পিতভাবে আগাচ্ছে। তারা তাদের লক্ষ্য স্থির করেছে, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তারা জনসমর্থন আদায় করছে উগ্রবাদী বক্তৃতা দিয়ে। তারা তাদের যুবকদের প্রশিক্ষিত করছে অস্ত্র দিয়ে। তারা সাধারণ মানুষদের অস্ত্র ধরতে আহবান জানাচ্ছে এবং তাদের শত্রুদের স্পষ্টরূপে হুমকি বা থ্রেট দিচ্ছে যে, যারাই তাদের সামনে আসবে তাদেরকেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

সাধারণ হিন্দুদের উৎসাহ ধরে রাখতে তারা আশ্বাস দিচ্ছে যে, মাত্র ১৫ বছরেই তারা তাদের স্বপ্নের হিন্দুরাষ্ট্র কায়েম করবে। তারা মিছিলের নামে মুসলিম মহল্লাগুলোতে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে, আবার এই ধ্বংসলীলাকে জাস্টিফাই করছে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে যে মুসলিমরাই নাকি আগে পাথর ছুড়ে আক্রমণ করছে। হিন্দু যুবকদের ইসলাম অবমাননাকর স্লোগান দেবার অংশটুকু কৌশলে এড়িয়ে যায়।

৫.
গত কয়েকমাস আগে হরিদ্বারের ধর্ম সংসদে মুসলিমদের গণহত্যার ডাক দেয় হিন্দুত্ববাদী ধর্মগুরু জ্যোতি নরসিংহানন্দ। হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন লোক দেখানোর জন্য তাকে আটক করলেও কিছুদিনের ভিতরেই জেল থেকে বেরিয়ে আসে। জেল থেকে এসেই দিল্লিতে হিন্দুদের সাধু সম্মেলনে আবারও উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয় কুখ্যাত সাধু নরসিংহানন্দ। খাোদ রাজধানী দিল্লিতে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের নাকের ডগায় বসেই এ কাজ করেছে।

কিন্তু তাতেই ক্ষান্ত হয়নি উগ্র ধর্মগুরু জ্যোতি নরসিংহানন্দ। ফের মুসলিম নিধনে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার ডাক দিয়েছে। পূর্বের ন্যায় আবারও মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ছড়ানাোর উদ্দেশ্যে প্রতিহিংসামূলক ভাষণ দিয়েছে। আর সেই হিংসা ছড়ানাোর কাজ সে অন্য কোনাো স্থান থেকে নয়, বরং হরিদ্বারের ধর্মসংসদের ধাঁচেই হিমাচলের উনায় গোপনে একটি ধর্মসংসদের আয়োজন করে। সেখানেই উপস্থিত ছিল যতি নরসিংহানন্দ। ধর্মসভায় প্রকাশ্যেই সে হিন্দুদের অস্ত্র তুলে নিতে উসকানি দেয়।

ধর্মসভায় অন্যতম আয়োজক সত্যদেব সরস্বতী বলেছে, “আমরা কোনও আইন মানি না। কাউকে ভয় পাই না।” ওই ধর্মসভার অন্যান্য বক্তারাও প্রকাশ্যেই মুসলিম নিধনের উসকানি দিয়েছে।

৬.
হিন্দুত্ববাদী আরএসএস নেতা রাম মাধব মুসলিমদের কাফির, উম্মাহ এবং জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় পাল্টাতে বলেছে। রামমাধব বলেছে- কাফির, জিহাদ ও উম্মাহ এই তিনটি ধারণা বাদ দিলেই মুসলিমদের অন্তর্ভুক্তি করা হবে নতুন অখণ্ড ভারতীয় সমাজে। তখন তারা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারবেন। না হলে তা অসম্ভব। এই হিন্দুত্ববাদী রাম মাধব ২০১৫ সালে এক সাক্ষাতকারে ভারতকে অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর ঘোষণা দিয়েছিল।

উল্লেখ্য, এ তিনটি বিষয় ইসলাম ধর্মের অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। এগুলো পাল্টিয়ে ফেললে কোনো ব্যক্তি আর মুসলিম থাকতে পারে না। অমুসলিমরা চায় মুসলিমরাও তাদের মতো হয়ে যাক। এজন্য মুসলিমরা দ্বীনের ব্যাপারে যতই ছাড় দিক, পুরোপুরি বেঈমান হওয়ার আগ পর্যন্ত কাফেররা কখনোই মুসলিমদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয় না।

অবস্থা এমন হয়েছে যে, হিন্দুত্ববাদীরা যা ইচ্ছে বলুক, করুক মুসলিমরা কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না। করলেই হামলা, মামলা, জেল জরিমানার পাশাপাশি বুলডোজার দিয়ে বাড়িঘর ভেঙ্গে দিবে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। ফলে দিনে দিনে মুসলিমদের মাঝে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে।

নুপুর ও জিন্দাল প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ও উম্মুল মু'মিনিন হযরত আইশা (রাঃ) কে নিয়ে কটূক্তি করার পরেও হিন্দুত্ববাদীরা ঐ নবী অবমাননাকারীদের পক্ষ নিয়ে মিছিল-সমাবেশ করছে; উস্কানিমূলক ও অবমাননাকর বক্তব্য দেওয়া এখনো অব্যাহত রেখেছে তারা। মূলত এভাবে নানান উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে প্রতিবাদী মুসলিমদেরকে মাঠে নামিয়ে এসবের আড়ালে মুসলিম গণহত্যা চালানোর এবং তা গ্রহণযোগ্য করার কৌশল নিয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা - এমনটাই মনে করেন বিশেষজ্ঞ মহল। আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর হিন্দুকে ক্ষেপীয়ে তোলার কাজ তারা তো ইতিমধ্যে করেই ফেলেছে বলিউড ও মিডিয়া ব্যবহার করে, এবং তাদের উগ্র বক্তাদের কাজে লাগিয়ে; হিন্দুদের মনোজগতে যে সর্বশেষ মানসিক ধাক্কাটা দিয়েছে 'কাশ্মীর ফাইলস' নামক

ইসলামবিদ্বেষী সিনেমাটি। মুসলিমদেরকে তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রতিরোধ-সংগ্রামের ফিকির করার পরামর্শ দিচ্ছে ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

লিখেছেন : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র :

1. Violent BJP rhetoric and bulldozing of homes show Indian M্uslim dilemma - https://tinyurl.com/yckwjhs5
2. Clean India of Jihadis, Whoever Understands Quran is One': UP Hate Speech Event – https://tinyurl.com/yckmb3zu
3. A nation was created for them [Muslims] on the basis of religion, go and live there, this nation [India] belongs to Hindus." – Says BJP parliamentarian Sadhvi Pragya, – https://tinyurl.com/3fsmbd2s
4. 'মুসলিমদের মারতে অস্ত্র তুলে নিন', জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ফের 'ঘৃণা ভাষণ' বিতর্কিত ধর্মগুরুর – https://tinyurl.com/2p9yhd2d
5. Swami Prabodhanand calls on Hindus to buy weapons – https://tinyurl.com/uuzyz6a5

১৫ই জুন, ২০২২

টোগোতে আল-কায়েদার হামলার ফলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে সরকার

আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকান শাখার বীর যোদ্ধারা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে টোগোর উত্তরাঞ্চলে তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করেছেন। ফলশ্রুতিতে দেশটির সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' কর্তৃক টোগোতে তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করার পর, সরকার দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। সেই সাথে উত্তরাঞ্চলে সামরিক শক্তিশালী বাড়িয়েছে।

বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলিয় সাভানেস অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। গত ৩ মাসে রাজ্যটি প্রায় ১৭ বার ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলার শিকার হয়েছে। এতে সামরিক বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। একই সাথে ধ্বংস হয়েছে অনেক সাঁজোয়া যান ও সামরিক স্থাপনা।

সরকারের মুখপাত্রের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "জরুরি অবস্থা ঘোষণার মধ্য দিয়ে উত্তরাঞ্চলে পর্যায়ক্রমে সামরিক অভিযান ত্বরান্বিত করা হবে। সেই সাথে দেশ জুড়ে সেনাবাহিনীকে আরও কার্যকরভাবে অপারেশন পরিচালনা করতে সক্ষম করে তুলা হবে।"

রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের তথ্য অনুসারে জানা গেছে যে, এই জরুরি অবস্থা আগামী ৩ মাস স্থায়ী হবে। এবং পরবর্তীতে এই সময়কাল সংসদ দ্বারা আরও বাড়ানো হতে পারে।

সামরিক সূত্র মতে জরুরি অবস্থার সাথে সাথে, এই অঞ্চলে আল-কায়েদার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতী রোধ করা হবে। এবং "জিহাদি গোষ্ঠী" টির বিরুদ্ধে আরও কার্যকর সামরিক অভিযান চালানো হবে।

এটি এখন আকর্ষণীয় বিষয় যে, আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকান শাখা জামা'আত নুসরতুল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) সম্প্রতি পুরো অঞ্চলজুড়ে তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ের এক হামলার বিবৃতিতে দলটি ঘোষণা করেছে যে, টোগো হয়ে দলটি নাইজেরিয়ায় তাদের কর্যক্রম আরও শক্তিশালী করবে। এই লক্ষ্যে তাঁরা প্রতিরোধ বাহিনী আনসারুকে সর্বাত্মক সহায়তা করবে।

মাতাবান উপকণ্ঠে হামলা তীব্র করছে আশ-শাবাব: পিছু হটছে শত্রু বাহিনী

মধ্য সোমালিয়ার হিরান অঞ্চল থেকে পাওয়া খবরে বলা হয়েছে, জালাজদুদ অঞ্চলের কাছে একটি জেলায় ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। এতে বহু সংখ্যক সোমালি গাদ্দার সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্র জানায়, প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা সোমালিয়ার গুরি এবং মাতাবান জেলার মধ্যবর্তী এলাকায় জালমাদাক প্রশাসনের গাদ্দার মিলিশিয়াদের স্থাপিত একাধিক চেকপয়েন্টে হামলা চালাতে শুরু করেছেন। গতকাল ১৪ জুন সকাল থেকেই এলাকাটিতে থেমে থেমে উভয় বাহিনীর মাঝে তীব্র সংঘর্ষ চলছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন যে, তারা উভয় পক্ষের থেকেই তীব্র বন্দুকযুদ্ধ এবং কামান বিনিময়ের শব্দ শুনেছেন। তবে এক্ষেত্রে এগিয়ে আছে আশ-শাবাব যোদ্ধারা। তাঁরা কারান জেলার বুলো মাহা এলাকা পর্যন্ত সেনাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করেছেন। যেখানে আশ-শাবাব যোদ্ধারা বহু সংখ্যক ডিএফ সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করেছেন, বাকিরা পালিয়ে গেছে।

সূত্র জানায়, এদিন মধ্য শাবেলি রাজ্যের বালাদ জেলা সদরের প্রবেশদ্বারেও একটি বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এতে বেশ কিছু সেনা হতাহত হয়। তবে সামরিক সূত্র জানায়, এখানে তাদের এক সৈনিক আহত হয়েছে।

ভারতে বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অবমাননা : প্রতিবাদ করায় গ্রেপ্তার জাভেদ মুহাম্মাদ

উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের উত্তর প্রদেশ পুলিশ গত শনিবার, ১১ জুন, জাভেদ মহম্মদকে গ্রেফতার করেছে। যিনি ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সাথে যুক্ত একজন কর্মী। শুক্রবারের নামাজের পরে প্রয়াগরাজে রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করার "অপরাধে" তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিশ্ব মুসলমানদের প্রাণের স্পন্দন নবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) এর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের ক্ষমতাসীন দল 'ভারতীয় জনতা পার্টি' র (বিজেপি) মুখপাত্র নুপুর শর্মা। এই গোস্তাখে রাসূলের গ্রেপ্তারের দাবিতে গত কিছুদিন ধরেই দেশটির বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবাধ বিক্ষোভ করছেন মুসলিমরা। আর এসব বিক্ষোভে অংশ নেওয়ায় বিভিন্ন শহর থেকে শত শত মুসলিমকে গ্রেপ্তার করছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। কারো কারো বাড়ি ঘুড়িয়েও দেওয়া হচ্ছে।

ভারতের প্রয়াগরাজের হিন্দুদের রক্ষক এসএসপি অজয় কুমার দাবি করে, জাভেদ মুহাম্মদ উত্তর প্রদেশে "সহিংসতা" ছড়িয়েছে। "তিনি (জাভেদ) ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারনা চালিয়েছেন, শহরের আটলা এলাকায় সমাবেশের আহ্বান জানিয়েছেন।" আর একারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার করা নেতৃস্থানীয় অন্য মুসলিমদের মধ্যে এআইএমআইএম জেলা সভাপতি শাহ আলম, সিএএ-বিরোধী কর্মী জিশান রহমান রয়েছেন।

ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক, জাভেদ মোহাম্মদকে গত শনিবার রাতে হিন্দুত্ববাদী ইউপি পুলিশ তার স্ত্রী পারভীন এবং মেয়ে সুমাইয়া সহ হেফাজতে নিয়ে যায়।

তার অপর মেয়ে আফরিন ফাতিমা একটি ভিডিওতে দাবি করেছেন যে, প্রয়াগরাজ পুলিশ ওয়ারেন্ট বা অফিসিয়াল চিঠি ছাড়াই এসে তার বাবাকে আটক করেছে। "তারা তাকে কোথায় নিয়ে গেছে তা প্রকাশ করেনি। আমি জানি না আমার বাবা এখন কোথায় আছেন।"

ফাতিমা যোগ করেছেন যে, মধ্যরাতে পুলিশ আবার তার বাড়িতে আসে এবং তার মা, যিনি একজন ডায়াবেটিক রোগী এবং তার ১৯ বছর বয়সী বোনকে আটক করে।

"রাত আড়াইটার দিকে পুলিশ আবার আমাদের বাড়িতে জড়ো হয় এবং আমাকে এবং আমার শ্যালিকাকে আটক করার চেষ্টা করে। যখন আমরা প্রতিরোধ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে আমরা তাদের সাথে যাব না, তখন তারা আমাদেরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে এবং সম্ভাব্য সব উপায়ে আমাদের হয়রানি করে।" তিনি বলেন, তার বাবার মতো অনেক মুসলিম শহরজুড়ে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন কর্তৃক হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

গত শুক্রবার ভরতের রাজধানী দিল্লি, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং তেলেঙ্গানা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাঃ এর শানে অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখা গেছে।

এই রাজ্যগুলিতে বিক্ষোভগুলি মূলত শান্তিপূর্ণ ছিল। তবে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, ঝাড়খণ্ডের রাঁচি কিছু অংশে সহিংসতা দেখা দেয়। এসব স্থানে উগ্র হিন্দুরা প্রথমে মুসলিমদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে এবং তাদের উপর হামলা চালায়। এরপর সেখানে মুসলিমরা প্রতিক্রিয়া জানালে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ ও উগ্র হিন্দুরা একজোট হয়ে মুসলিমদের উপর হামলা চালায়।

তথ্যসূত্র

----

1. Welfare party leader Javed Mohammad, his wife and daughter were taken into custody by police late last night. As many as 40 people have been arrested from Prayagraj where police has also threatened bulldozer action...

- https://tinyurl.com/y6442vbt

- https://tinyurl.com/4c6wennm

বুরকিনায় পুলিশ স্টেশনে আল-কায়েদার হামলা: ১৫ এর বেশি গাদ্দার নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোর উত্তরাঞ্চলে একটি পুলিশ স্টেশনে সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা হামলা চালিয়েছেন বলে জানা গেছে। এতে ১১ পুলিশ সদস্য নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বুর্কিনা ফাঁসোর সেতেঙ্গা এলাকায় একটি পুলিশ স্টেশনে আক্রমণ পরিচালনা করেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর প্রতিরোধ যোদ্ধারা; যোদ্ধাদের সাথে ছিল মাঝারি ধরনের অস্ত্র। এতে স্টেশনে থাকা ১১ পুলিশ সদস্য নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

দেশটির সামরিক সূত্র জানিয়েছে যে, একই দিনে দেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় 'কোসি' অঞ্চলেও হামলা চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। মুজাহিদদের উক্ত হামলাতেও ৪ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালের পর থেকে পশ্চিম আফ্রিকায় হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম। দলটি সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বুরকিনা ফাঁসোতে হামলার তীব্রতা এতটাই বৃদ্ধি করেছে যে, সেখানে আক্রমণের পৌনঃপুনিকতা এখন পশ্চিম আফ্রিকায় আল-কায়েদার কেন্দ্রস্থল মালিকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে করা হয়। কেননা এই বুরকিনা ফাঁসো এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সীমান্ত ঘেঁষেই হয়তো মধ্য আফ্রিকার নাইজেরিয়া সহ অন্যান্য অঞ্চলের সাথে অচিরেই সীমান্ত সংযোগ স্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

মুসলিমদের জোর করে ‘জয় শ্রী রাম’ বলিয়ে কান ধরে উঠবস করালো উগ্র হিন্দুরা

ভারতে উত্তর প্রদেশে কয়েকজন বয়স্ক মুসলিমদের জোর করে শিরকী বাক্য ‘জয় শ্রী রাম’ বলতে বাধ করেছে উগ্র হিন্দু যুবকরা। একইসঙ্গে তাদের চরমভাবে অপমান করে কান ধরে উঠবসও করানো হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের গোন্ডায় তিন মুসলিম ফকিরের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে হিন্দু যুবকরা লাঠি উঁচিয়ে তাদের জোর করে 'জয় শ্রী রাম' বলতে বাধ্য করে। কানপুরের সহিংসতার কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সন্ত্রাসী বলেও গালি দেয়। সাথে চলে কান ধরে উঠবস করানোও।

ঘটনাটি উত্তর প্রদেশের গোন্ডার খড়্গুপুর ডিঙ্গুর গ্রামের; যেখানে দুই যুবক ও একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এ সময় প্রথমে এক হিন্দু যুবক তাদের থামায়। তারপর কয়েকজন মিলে মুসলিম ব্যক্তিদের হয়রানি করতে শুরু করে। প্রথমে তাদের নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করে। এবং 'আধার কার্ড' দেখাতে বলে। সব সময় সবাই তো আর আধার কার্ড নিয়ে ঘুরে না, তাই তারাও দেখাতে পারেন নি।

সাথে সাথে আঁধার কার্ড দেখাতে না পারায় ক্ষিপ্ত হয় ওই উগ্র হিন্দুরা তাদের সাথে অইরকম অপমানজনক আচরণ করে। গ্রামে তাদেরকে আর না ঘুরতেও হুমকি দেয় ঐ হিন্দু সন্ত্রাসীরা। গ্রামের অন্য হিন্দুদেরকেও ঐ উগ্র হিন্দু যুবকদের সমর্থন করতে দেখা যায়। ওই ঘটনার ভিডিও করে তাদেরই কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছে। কারণ তারা জানে যে, মুসলিমদের সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে তাঁরা, কেউ তাদেরকে কিচ্ছু বলবে না। আর হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তাদের পক্ষেই থাকবে।

ভিডিওতে অনেককে তাদের গালিগালাজ করতে দেখা যায়। অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা যায়। অবশেষে তাদের গ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হয়।

এমন ঘটনা এর আগেও ঘটিয়েছে হিন্দুত্ববাদী উগ্র সন্ত্রাসীরা। ২০২১ সালের ১০ অগাস্ট কানপুরের বাররা এলাকায় জোর করে একজন মুসলিম ই-রিকশা চালককে ‘জয় শ্রী রাম’ ধ্বনি দিতে বাধ্য করা হয়। ওই ঘটনায় সেসময়ে উগ্রহিন্দুত্ববাদী ‘বজরং দল’-এর নাম উঠে এসেছিল। ঘটনার পর প্রায় একমাস ধরে এলাকায় উত্তেজনাকর পরিবেশ বিরাজ করছিল।

২০২১ সালের ১২ জুলাই উন্নাওতে, মাদ্রাসার শিশুদের ‘জয় শ্রী রাম’ ধ্বনি দেওয়ানোর ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এখানে মাদ্রাসার ছাত্ররা বিকেলে নামাজ পড়ার পর ক্রিকেট খেলতে যায়। এ সময় চারজন তাদেরকে মারধর করে এবং ‘জয় শ্রী রাম’ ধ্বনি দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। ওই ঘটনায় শিশুদের জামাকাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয় এবং তাদের সাইকেল ভাঙচুর করা হয়।

২০১৪ সালে প্রথমবারের মতো মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত এমন ঘটনা ঘটেছে কয়েকশত। এসব ঘটনায় নিহত হয়েছে কয়েকডজন নিরপরাধ মুসলিম। আহতের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়; শতাধিক। এসবের কোনোটিরই বিচার হয়নি আদালতে। খুনিরা দিনেদুপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুক উঁচু করে। আর বিজেপি নেতারা বলছে, এসব ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’।

উগ্র হিন্দুরা যখন জয় শ্রীরাম ধ্বনি তুলে একের পর এক মুসলিমকে খুন করছে, তখন মুসলিমরা তাকবির ধ্বনি তুলে এই নির্যাতন প্রতিরোধ করবে- এই হিম্মতটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। যদিও পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা জুলুমের শিকার, এবং যাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে। আয়াতটি হল -

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

ইসলামি চিন্তাবীদরা তাই কোরআনের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নববি মানহাজ অনুযায়ী মুসলিমদেরকে নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত করতে প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। কেননা অত্যাচারের মোক্ষম জবাব দেওয়া না হলে এবং প্রতিরোধ গড়ে না তুললে অত্যাচারিরা নিজে থেকে নিবৃত হয় না।

প্রতিবেদক : উসামা মাহমুদ

তথ্যসূত্র :

1. Watch Modi loving, Hindu extremists assault three Muslim pan handlers in Uttar Pradesh, while hurling Islamophobic abuse and forcing them to chant, "Praise Lord Ram." https://tinyurl.com/mv2t6s3f
2. video link https://tinyurl.com/2eu8pxae
3. Uttar Pradesh: Muslim Fakirs Harassed, Called 'Jihadis' and 'Terrorists' https://tinyurl.com/2p88aym8

অধিকৃত পশ্চিম তীরে চলছে ব্যাপক ধরপাকড় : ৩ শিশুসহ ১৫ জনকে আটক করেছে বর্বর ইসরাইলি বাহিনী

অধিকৃত পশ্চিম তীরে তল্লাশির নামে মুসলিস পুরুষদের ধরপাকড় করছে অবৈধ ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। গতকালও অঞ্চলটি থেকে ৩ শিশুসহ ১৫ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে আটক করেছে ইহুদি বাহিনী।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের 'ওয়াফা এজেন্সির' খবরে বলা হয়েছে, অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে নিরপরাধ লোকদের আটকের তথ্য রয়েছে। দখলদার বাহিনী গত ১৪ জুন ভোর হতেই পশ্চিম তীরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায়। এসময় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী অন্তত ৩ ফিলিস্তিনি শিশুসহ ১৫ জনকে আটক করেছে। যাদের মধ্যে দুজনের বয়স ১৪ বছর এবং একজন ১৫ বছর বয়সী ছিল।

সূত্রটি জানায়, কি কারণে এসব শিশু ও যুবকদেরকে আটক করা হয়েছে, এই সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য পাওয়া জায়নি। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, ফিলিস্তিনকে যুবক শূন্য করতেই ইহুদিরা নতুন করে এই অভিযান শুরু করেছে।

আর সেই লক্ষ্যেই পশ্চিম তীরে দখলদা ইসরায়েল কর্তৃক সাম্প্রতিক বড় আকারের অভিযান এবং ফিলিস্তিনিদের আটক করার প্রক্রিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৪ই জুন, ২০২২

সোমালিয়ার রাজধানীতে আশ-শাবাবের দুর্দান্ত হামলা: ২১ গাদ্দার সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানীতে প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাবের দুর্দান্ত ২টি পৃথক হামলার ঘটনায় অন্তত ১৪ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ৭ সেনা সদস্য।

বিবরণ অনুযায়ী, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন, গত ৯ ও ১১ জুন সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ৯ জুনের অভিযানটি চালানো হয় রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ শহর আফজাউয়ীতে। যেখানে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সেনাদের একটি সামরিক কনভয়ে অতর্কিত হামলা চালান আশ-শাবাব মুজাহিদিন। এসময় মুজাহিদগণ সামরিক কনভয় টার্গেট করে একাধিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। এতে একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে আশ-শাবাব যোদ্ধাদের হামলায় অন্তত ৭ সেনা সদস্য নিহত হয়।

এরপর গত ১১ জুন রাজধানীর দারকিনালী জেলায় আশ-শাবাব মুজাহিদিন তাদের অপর হামলাটি চালান। যেখানে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সোমালি সামরিক বাহিনীর একটি সমাবেশস্থল লক্ষ্যবস্তু করে পর পর কয়েকটি বোমা হামলা চালান। এতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ৭ সেনা নিহত এবং অন্য ৭ সেনা গুরুতর আহত হয়। যাদের মাঝে কয়েকজন কর্নেল পদমর্যাদা সম্পন্ন সামরিক কর্মকর্তাও রয়েছে।

ফাঁকা গুলি চালিয়ে নবীকে (ﷺ) ও মুসলিমদের গালি ও হত্যার হুমকি দিয়ে হিন্দুত্ববাদী যুবকের ভিডিও পোস্ট

পুরো ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর মাঠ প্রস্তুত করতে ব্যস্ত সময় পার করছে। নানারকম মুসলিম বিদ্বেষী ইস্যু তৈরী করে মুসলিমদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইছে। তাতেও কাজ না হওয়ায় পরিকল্পিতভাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ও উম্মুল মু'মিনিন হযরত আইশা (রাঃ) কে নিয়ে সম্প্রতি আপত্তিকর

মন্তব্য করে হিন্দুত্ববাদী ভারতের দুই উগ্রবাদী নেতা। এর প্রতিবাদে মুসলিমরা রাস্তায় নামার ঠুনকো অজুহাতে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম গণহত্যাকে বৈধতা দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

ভারতের উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে যারা এধরণের বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন তাদের বাড়িঘর ভেঙ্গে দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। এছাড়াও গোটা দেশজুড়ে চলছে প্রশাসন কর্তৃক ব্যাপক ধরপাকড় ও হতাহতের ঘটনা।

হিন্দুত্ববাদী মোদির অনুসারী উগ্র হিন্দুরা এখন কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে অস্ত্র হাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুসলমানদের হত্যার হুমকি দিয়ে ভিডিও পোস্ট করছে। চারদিকে হিন্দুত্ববাদীদের মাঝে বিরাজ করছে মুসলিম গণহত্যা চালানোর চাপা উত্তেজনা।

সম্প্রতি একটি ভিডিওতে দেখো গেছে এক হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী চারটি মারণঘাতী অস্ত্র নিয়ে প্রথমে জয় শ্রীরাম বলে উপরের দিকে ফাঁকা গুলি চালায়। পরে অন্যান্য দেব দেবীর নাম নিয়ে গুলি চালায়। আর বলতে থাকে মুসলিমদের খুন করবে। এমনকি নবীজিকে (ﷺ)সহ সাধারণ মুসলিমদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও রেছে সে।

অবশ্য এখন পর্যন্ত তাকে আটক করেনি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। তাদের আসলে কিছুই হবে না- এটা জেনেই তারা এমন কাজ করার সাহস দেখায়। কারণ তারা হিন্দু। মুসলিম হলে ঠিকই আটক করে নির্যাতন চালাতো হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিমদের জন্য নেই কোন বিচার, নেই কোন মানবাধিকার। এমনকি নেই বেঁচে থাকার অধিকারও কেড়ে নেওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছে হিন্দুত্ববাদী উগ্র সন্ত্রাসীরা। মুসলিমদেরকে এখন তারা হয় হত্যা করবে, নাহয় ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করবে - এমন পরিস্থিতি এখন ৈির হয়ে গেছে লে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

মুসলিমদেরকে তাই নববী মানহাজ অনুযায়ী হিন্দুত্ববাদীদের বিরুধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন হক্কানি উলামায়ে কেরাম। এটি ছাড়া মুসলিমদের সামনে দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নেই বলে মনে করছেন তাঁরা।

তথ্যসূত্র:

1.হিন্দুত্ববাদী যুবকের সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট https://tinyurl.com/3ve3r7j8

উগান্ডান ও কেনিয়ান সামরিক ঘাঁটিতে আশ-শাবাবের হামলা: হতাহত এক ডজন

দক্ষিণ সোমালিয়ায় কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বিদেশি সামরিক ঘাঁটি ও সরকারি মিলিশিয়াদের একাধিক অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে এক ডজনেরও বেশি শত্রুসেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সোমালিয়ার হোসিঙ্গো এলাকা থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত (১২ জুন) রাতে একটি কেডিএফ (কেনিয়ান) সামরিক ঘাঁটি ঘিরে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন যে, তারা উভয় পক্ষ থেকে ভারী গোলা-গুলির শব্দ শুনেছেন, যা দীর্ঘক্ষণ ধরে চলছিলো।

একই রাতে দেশটির কোরিওলি জেলায় উগান্ডার একটি সামরিক ঘাঁটিও তীব্র আক্রমণের শিকার হয়েছে। যেখানে প্রথমে রকেট হামলা চালানো হয় এবং পরপরই ভারী অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা ঘাঁটির দুই দিক থেকে হামলা চালানো হয়।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রগুলো বলছে, এসব হামলায় এক ডজনেরও বেশি বিদেশি দখলদার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। তবে সূত্রগুলো এখনও পর্যন্ত হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান নিশ্চিত করে নি।

তবে পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলে আল-কায়েদার হামলার সক্ষমতাও শক্তিমত্তা যে কতটা বেড়েছে, এই হামলাগুলো সেদিকেই ইঙ্গিত করে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

১৩ই জুন, ২০২২

উগ্রবাদী শাতেমে রাসূল নুপুর শর্মাকে নিয়ে ভিডিও বানানোর কারণে কাশ্মীরী ইউটিউবারকে গ্রেফতার

ভারতে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে অবমাননা করে ভারতীয় জনতা পার্টির উগ্র নেত্রী নুপুর শর্মা। আর ইসলাম ধর্মের স্পষ্ট বিধানমতে রাসূলকে অবমাননাকারীদের কোন ক্ষমা নেই। আর তাকে নিয়ে ভিডিও বানানোর কারণেই কিনা কাশ্মীরী ইউটিউবার ফয়জল ওয়ানিকে গ্রেফতার করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'ডিপ পেইন ফিটনেসে' ভিডিওটির জন্য ক্ষমা চেয়ে সেটি মুছে দিয়েছিলেন ওই ইউটিউবার। মূলত তিনি একটি গ্রাফিক্স তৈরি করেছিলেন। তাতে দেখানো হয়েছিল, তলোয়ার দিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ করা হচ্ছে নুপূরের। এরপরই সেই ভিডিওটিকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদী বিতর্ক শুরু করে।

শেষে গত শনিবার ভিডিওটি মুছে দেন ফয়জল। সেই সঙ্গে তিনি জানান, "হ্যাঁ, আমি ভিডিওটি বানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও খারাপ উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি ভিডিওটি মুছে দিচ্ছি। কাউকে কোনও ভাবে আঘাত দিয়ে থাকলে সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার চাইলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ও অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখে নিতে পারেন। আমি একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ।"

এদিকে,হিন্দুত্ববাদী মোদির অনুসারী উগ্র হিন্দুরা এখন কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে অস্ত্র হাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুসলমানদের হত্যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পোস্ট করছে। তাদের কেউ গ্রেফতার করবে না, কারণ তারা হিন্দু। মুসলিম হলে আগ বাড়িয়ে আটক করে নির্যাতন চালায় হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। হিন্দুদের বেলায় নীরব, আর মুসলিমদের বেলায় তৎপর- এটাই হিন্দুত্ববাদীদের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হিন্দুত্ববাদের বিষবাষ্প গোটা ভারতকে আজ এমন অন্ধকার পর্যায়েই নামিয়ে নিয়ে গেছে; যেখানে মুসলিমদের জন্য নেই কোন বিচার, নেই কোন মানবাধিকার, এমনকি নেই বেঁচে থাকার অধিকার। মুসলিমদেরকে তাই নববী মানহাজ অনুযায়ী হিন্দুত্ববাদীদের বিরুধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন হক্কানি উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

-----

1. ভিডিও মুছেও মিলল না রেহাই, নুপূর শর্মার গ্রাফিক্স বানিয়ে গ্রেপ্তার কাশ্মীরের ইউটিউবার - https://tinyurl.com/2p876aed

---

মুসলিম বিক্ষোভকারীদের মারধর করায় 'খুব সুন্দর' বলে হিন্দুত্ববাদী পুলিশের প্রশংসায় অবসরপ্রাপ্ত হিন্দুত্ববাদী অফিসার

বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে দুই হিন্দুত্ববাদী নেতার অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়েছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, ভারতের প্রয়াগরাজে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ পলিকার্বোনেট লাঠি দ্বারা মুসলিম যুবকদের মারছে।

মুসলিম বিক্ষোভকারীদের নির্মমভাবে মারধরের ভিডিও শেয়ার করার সময় কেরালার প্রাক্তন পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) উগ্র হিন্দুত্ববাদী নির্মল চন্দ্র আস্থানা লিখেছে "সুন্দর, খুব সুন্দর।" অবমাননাকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ হয় নয়াদিল্লির জামা মসজিদ এবং উত্তর প্রদেশের শহর প্রয়াগরাজ, হাতরাস, ফিরোজবাদ, সাহারানপুর, মোরাদাবাদ এবং আম্বেদকরনগর সহ গোটা ভারত জুড়ে। যেখানে অন্তত ৩০০ জন মুসলিম বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। এরপরই, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের মারধরের ছবি এবং ভিডিও টুইটারে ছড়িয়ে পড়ে।

সেই ভিডিও শেয়ার দিয়ে উগ্রবাদী নির্মল চন্দ্র আরও লিখেছে, "ভাল, পুরানো তিসির তেলে ভেজানো লাঠি গুণ্ডাদের (মুসলিমদের) অনেক ভালো নাচ নাচিয়েছে।"

শুক্রবার বিক্ষোভের পরে ইউপির শহর জুড়ে হিন্দুত্ববাদীদের ধ্বংস অভিযান অব্যাহত থাকে। হিন্দুত্ববাদী আস্থানা সে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থক ও পুলিশকে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশংসা করে।

উল্লেখ্য, সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী সহিংসতার কঠিন সমর্থক। তার মতো প্রাক্তন একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তার এমন মন্তব্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ইসলাম-বিদ্বেষ এবং মুসলিমদের প্রতি জিঘাংসা ভারতের হিন্দুদের কোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে।

ভারতে উগ্র জনতার পাশাপাশি মুসলিমদের উপর সমান তালে হামলা করে যাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। তাই এমন পরিস্থিতিতে কথিত আইন আদালত ও পুলিশ প্রশাসনের উপর ভরসা করে বসে থাকাকে বোকামী বলে আখ্যা দিয়েছেন উম্মাহ দরদী আলেমগণ। বরং নিজেদের জান মাল রক্ষার জন্য সাধ্যমত প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

----

1. "Very beautiful!": Retired IPS officer appreciates cops for beating Muslim protesters - https://tinyurl.com/48r86r29

২. মারধর করার ভিডিও লিঙ্ক: - https://tinyurl.com/4z54757y

ভারতে নবী (ﷺ) কে অবমাননা: ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে বিক্ষোভকারীদের বাড়ি-ঘর, চলছে ব্যাপক ধরপাকড়

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ও উম্মুল মু'মিনিন হযরত আইশা (রাঃ) কে নিয়ে সম্প্রতি আপত্তিকর মন্তব্য করে হিন্দুত্ববাদী ভারতের দুই উগ্রবাদী নেতা। এরই জের ধরে ভারত সহ মুসলিম বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করছেন নবী প্রেমী মুসলিমরা। তবে ভারতের উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে যারা এধরণের বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন তাদের বাড়িঘর ভেঙ্গে দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। এছাড়াও গোটা দেশজুড়ে চলছে প্রশাসন কর্তৃক ব্যাপক ধরপাকড় ও হতাহতের ঘটনা।

আঞ্চলিক সূত্রে জানানো হয়, জবরদখলকৃত কাশ্মীরেও চলছে নিরিহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঢালাও গ্রেপ্তার অভিযান। সেখানে এক মুসলিম তরুণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করলে, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। উগ্র হিন্দুত্ববাদী এই দেশটির বেশ কয়েকটি রাজ্যেই গত কয়েক দিন ধরেই মুসলমানদের বাড়িঘর ভঙ্গচুর এবং প্রতিবাদকারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ধরপাকড় চলছে। এমনকি কয়েকটি জায়গায় উগ্র হিন্দুরা ও হিন্দুত্ববাদের রক্ষক হিন্দুত্ববাদী পুলিশ-প্রশাসন যৌথভাবে বিক্ষোভকারীদের উপর হামলা চালাচ্ছে।

সংবাদ মাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, উত্তর প্রদেশের (যোগীর রাজ্য) পুলিশ গত রবিবার পর্যন্ত তিনশ'র বেশি মুসলিমকে গ্রেপ্তার করেছে। উত্তর প্রদেশের উগ্র হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রশাসনকে বিক্ষোভ দমনে যে কোনও ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে বলেছে। বিশেষ করে বিক্ষোভকারী মুসলিম নেতা ও নেতৃস্থানীয় মুসলিমদের বাড়িঘরও গুঁড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে এই উগ্র সন্ত্রাসী হিন্দু নেতা।

ইতিমধ্যে অনেক মুসলিমের বাড়িঘর পুলিশের উপস্থিতিতে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। যাদের মাঝে একজন হচ্ছেন মুসলিম অধিকার আন্দোলনকর্মী আফরিন ফাতিমা। তাঁর বাড়ি ভেঙ্গেই ক্ষান্ত থাকেনি হিন্দুত্ববাদী যোগী প্রশাসন, এসময় তাঁর বাবাকে কারাগারে বন্দী করেছে তারা। এবং তাঁর মা ও ছোট বোনকে জিজ্ঞাসার নামে থানায় আটকে রাখা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, সেখানে তাদেরকে অশালীন মন্তব্য ও নির্যাতন করছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

ঐদিন রাজ্যটির আরও দুই নেতৃস্থানীয় মুসলিম বাসিন্দার বাড়িও প্রশাসন ভেঙ্গে দিয়েছে। এভাবেই বিক্ষোভ দমনের নামে রাজ্যটিতে ব্যপকহারে মুসলিমদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, শত শত মুসলিমকে বন্দী করা হচ্ছে।

গত শুক্রবারের জুমার নামাজের পর ভারতের অন্তত ৯টি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিশাল বিশাল প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেন দেশটির নবী প্রেমী মুসলমানরা। এসব প্রতিবাদ বিক্ষোভ দমনে অনেক মুসলিমকে গুলি করে হত্যা ও আহত করে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুধু ঝাড়খণ্ডের রাঁচি এলাকাতেই বিক্ষোভকারীদের দমন করতে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ২ জন মুসলিম যুবক শহীদ হন, আহত হন ১৫ জনেরও বেশী। আহতদের কারো কারো শরীরে ৫-৬টি করেও গুলি লেগেছে।

মিডিয়ায় যখন হতাহতের সংবাদগুলো প্রকাশ হতে শুরু করে, তখন হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং বিভিন্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে চালায় ধরপাকড় ও হত্যাযগ্য। এর লক্ষ্য ছিলো, যাতে এসব সংবাদ মুহুর্তের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে এবং সাহায্যের জন্য কেউ আগিয়ে আসতে না পারে।

উল্লেখ্য, কুখ্যাত শাতেমে রাসূল 'নূপুর শর্মা' ক্ষমতাশীন উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির মুখপাত্র। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে তার করা অবমাননাকর মন্তব্যের জেরেই ভারতজুড়ে ও ভারতের বাইরে প্রধানত মুসলিম দেশগুলোতে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আফগানিস্তান সহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশ অবমাননাকর এসব মন্তব্যের জন্য ভারতকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে বলেছে, অনেকে ভারতীয় দূতকে তলব করেছে। কোথাও কোথাও ভারতীয় পণ্য বর্জনের দাবিও উঠেছে।

তবে বিশ্লেষকদের যে বিষয়টি অবাক করেছে তা হল, এতো কিছুর পরেও নিরবতার ভূমিকা পালন করছে ৯০% এরও অধীক মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ নামক দেশের দালাল আওয়ামী সরকার। দলটিকে অবশ্য সিংহভাগ মুসলিমই মনে করেন ভারতীয় ইশারায় চলা একটি সংগঠন, যারা হিন্দুত্ববাদী ভারতের গুণকীর্তন গাওয়া এবং তোষামোদি ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

প্রতিবেদক : আলী হাসনাত

তথ্যসূত্র:

১। মহানবী (সা:) কে কটূক্তির জেরে বিক্ষোভকারীদের বুলডোজার দিয়ে শায়েস্তা!- https://tinyurl.com/2p93dk9k
২। মুসলমানের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিলো ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী, ৩০০ গ্রেপ্তার - https://tinyurl.com/4v3dnd93

আল-কায়েদার স্নাইপার সদস্যদের হাতে ২ এটিএমআইএস সৈন্য নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে প্রতিরোধ বাহিনী আশ-শাবাব এবং গাদ্দার সোমালি সেনাদের মধ্যে ভারী লড়াই শুরু হয়েছে। লড়াই রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে।

একইভাবে রাজধানীর নিকটবর্তী গুরত্বপূর্ণ শহর বাল'আদ জেলার ইলবাক এলাকাতেও গতকাল থেকে থেমে থেমে হামলা চালাচ্ছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এলাকাটিতে সশস্ত্র আশ-শাবাব যোদ্ধাদের এক সফল হামলায় এটিএমআইএস সৈন্যরাও নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। যারা ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান সেনা।

সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, আজ ১৩ জুন সকালে, বাল'আদ জেলার কাছে একটি সামরিক ঘাঁটি পাহারা দিতে থাকা দুই বুরুন্ডিয়ান সৈন্য নিহত হয়েছে। যাদেরকে টার্গেট করে গুলি চালিয়েছিলেন আশ-শাবাবের স্নাইপার গ্রুপের সদস্যরা।

এদিকে, রাজধানী মোগাদিশুর ডালো পাড়ায় মুজাহিদগণ স্বঘোষিত 'জালমাদাক' প্রশাসনের সংসদ সদস্য ওয়ারসেম ইসমাইলকেও হত্যা করেছেন।

ইসলামিক রেডিও সেন্টার আল-আন্দালুস জানায়, বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন বরকতময় এই হামলাগুলো চালিয়েছেন। প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এই অভিযানগুলো সোমালিয়ায় সন্ত্রাসী অ্যামেরিকা এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশের সন্ত্রাসী সেনা কর্তৃক পরিচালিত ইসলাম ও মুসলিমদের নির্মূল করতে চালানো যুগ যুগ ধরে চলা প্রচেষ্টার ব্যর্থতারই প্রমাণ বহন করে বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

ভারতে প্রিয়নবী অবমাননার প্রতিবাদকারীদের উপর পুলিশের গুলি, মুসলিমদের বাড়িঘর ভাঙ্গচুর

মুসলিমদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির দুই হিন্দুত্ববাদী নেতার অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে শুক্রবার জুমার নামাজের পর মুসলিম বিশ্বের প্রায় সব জায়গায় হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তাওহিদী মুসলিমরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু ভারতের রাজধানী দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, তেলেঙ্গানা ও পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে মুসলিমরা প্রতিবাদ জানাতে বের হলে হিন্দুত্ববাদীরা হামলা চালিয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে, বিক্ষোভকারীদের উপর হিন্দুত্ববাদী পুলিশের গুলিতে দুইজন মুসলিম শাহাদাতবরণ করেছেন। শুধু উত্তরপ্রদেশেই হিন্দুত্ববাদীরা ২২৭ জনেরও অধিক মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে। নিহত দুই মুসলিম হলেন ১৫ বছর বয়সী কিশোর মুদ্দাসসীর ও মোহাম্মদ সোহাইল।

মুদ্দাসসীরের চাচা মিডিয়াকে বলেন, "মুদ্দাসসীর জুমার নামাজের পর বিক্ষোভকারীদের সাথে মসজিদ থেকে ফিরছিল। যখন তাঁরা হনুমান মন্দিরের কাছাকাছি আসে, তখন ভিতর থেকে বিক্ষোভকারীদের উপর পাথর ছুঁড়তে শুরু করে, এতে রাস্তার লোকজনও পাথর ছুঁড়ে প্রতিক্রিয়া জানান। এসময় ঘটনাস্থলে পৌঁছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় পুলিশ। এই হিন্দু সরকারি বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেই বিক্ষোভকারী মুসলমানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। ফলে সেখানে হতাহতের ঘটনা ঘটে। যাদের মাঝে ১৫ বছর বয়সী ২ যুবকের মাথায় গুলি লাগে। তাদেরকে দ্রুত রাঁচি ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাদেরকে মৃত বলে জানানো হয়।"

চিকিৎসকরা জানান যে, আহত ১২ জনের মধ্যে আফসার আলম নামক একজন মাথায় ৬টি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তার অবস্থাও গুরুতর।

শুক্রবার একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং অন্য একজন শনিবার (১১/০৬/২২) রিমস-এ চিকিৎসা চলাকালীন মারা গেছেন। মুসলিমরা যাতে প্রতিবাদ করতে না পারে সেজন্যে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন সেখানে কারফিউ জারি করে। সেই সঙ্গে বন্ধ করে দেয় ইন্টারনেট পরিষেবাও।

শুধুমাত্র প্রয়াগরাজেই ১০০০ জনেরও বেশি মুসলিমের বিরুদ্ধে এফআই আর (FIR) নথিভুক্ত করে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

এছাড়াও হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা প্রতিবাদকারী মুসলিমদের বাড়ি ঘর ভেঙ্গে দিচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন দুই মুসলিম বিক্ষোভকারীর বাড়ি ভেঙে দিয়েছে। গত শনিবার সাহারানপুর পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়ায় বুলডোজার দিয়ে আব্দুল ওয়াকিফ এবং মুজামিল পুত্রের বাড়ির কিছু অংশ ভেঙে ফেলার ভিডিও শেয়ার করেছে।

পুলিশের শেয়ার করা ভিডিওটিতে দেখা গেছে যে পুলিশ অফিসার এবং পৌর কর্তৃপক্ষের কর্মীরা মুজাম্মিল এবং আব্দুল ওয়াকিফের বাড়িতে অবস্থান করছে, বুলডোজার দিয়ে তাদের বাড়ির গেট এবং বাইরের দেয়াল ভেঙ্গে দিয়েছে।

এভাবে ভারতের সকল হিন্দুরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননাকারীর পাশে দাঁড়িয়েছে এবং মুসলিমদের বুকে গুলি করে হত্যা করছে। এরা মহানবীর সম্মানের বিরুদ্ধে আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে নেমেছে।

মুসলিমদেরকেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুদেরকে মোকাবেলা করায় সচেষ্ট হতে হবে বলে মনে করেন হক্বপন্থী আলেমগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Ranchi: 2 Muslims including minor killed during protests over remarks on prophet Muhammed- https://tinyurl.com/yb4updxt

2. Day after protests over prophet remark, houses of two Muslim protesters demolished in Saharanpur- https://tinyurl.com/5n6fk98m

3. Ranchi: 2 Muslims including minor killed during protests over remarks on prophet Muhammed – https://tinyurl.com/yc2vskza

4. মহানবীকে নিয়ে কটুক্তির জেরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভ – https://tinyurl.com/4352wvhu

---

১২ই জুন, ২০২২

কাফির, উম্মাহ এবং জিহাদ – এই তিনটি বিষয় পাল্টালে মুসলিমদের মেনে নেবে হিন্দুরা: হিন্দুনেতা রাম মাধব

ভারতে মুসলিমদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবন হিন্দুত্ববাদীদের হাতে জিম্মি। মুসলিমদের ধর্মীয় বিধি বিধানের ক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদীদের অন্যায় হস্তক্ষেপ এখন আর গোপন কোনো বিষয় নয়। বহুকাল ধরেই হিন্দুত্ববাদীদের চাপে মুসলিমরা ধর্মীয় বিধান সঠিকভাবে পালন করতে পারছেন না। ধর্মীয় অনেক বিধি বিধান পালন করা তো দুরের কথা নিজেদের মাঝে আলোচনা করাকেও স্থগিত করে দিয়েছে। তাতেও হিন্দুত্ববাদীদের মন ভরে না। এবার হিন্দুত্ববাদী আরএসএস নেতা রাম মাধব মুসলিমদের কাফির,উম্মাহ এবং জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় পাল্টাতে বলেছে।

হিন্দুত্ববাদী নূপুর শর্মা এবং নবীন জিন্দাল – এই দুই বিজেপি নেতা-নেত্রীর রাসূল অবমাননা নিয়ে উত্তাল মুসলিম বিশ্ব। ঠিক সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এমন ইসলামবিদ্বেষী বিস্ফোরক মন্তব্য করেছে আরএসএস সন্ত্রাসী রাম মাধব।

সে মুসলিমদের হুশিয়ারী দিয়ে বলেছে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে একাত্ম হতে গেলে কাফির, জিহাদ এবং উম্মাহ এই তিনটি ধারণা পালটে ফেলতে হবে।

তা না হলে হিন্দুরা এত বছরের ইসলামিক শাসনের প্রসঙ্গ বারবার তুলবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য কিছুদিন আগেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেছিল, সব মসজিদে শিবলিঙ্গ খোঁজা নিষ্প্রয়োজন। তার এই মন্তব্যের পর অনেক মুসলিমরাই ধোঁকা খেয়েছিল। তারা মনে করেছিল, জ্ঞানবাপী ও মথুরা নিয়ে হয়তো সুর নরম করেছে হিন্দুত্ববাদী সংঘ। কিন্তু রামমাধবের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্য থেকে একচুলও নড়েনি সন্ত্রাসী সংঘ।

রামমাধব বলেছে, কাফির, জিহাদ ও উম্মাহ এই তিনটি ধারণা বাদ দিলেই মুসলিমদের অন্তর্ভুক্তি করা হবে নতুন অখণ্ড ভারতীয় সমাজে। তখন তারা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পারবেন। না হলে তা অসম্ভব। এই হিন্দুত্ববাদী রাম মাধব ২০১৫ সালে এক সাক্ষাতকারে ভারতকে অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর ঘোষণা দিয়েছিল।

উল্লেখ্য, এ তিনটি বিষয় ইসলাম ধর্মের অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। এগুলো পাল্টিয়ে ফেললে কোনো ব্যক্তি আর মুসলিম থাকতে পারে না। অমুসলিমরা চায় মুসলিমরাও তাদের মতো হয়ে যাক। এজন্য মুসলিমরা দ্বীনের ব্যাপারে যতই ছাড় দিক, পুরোপুরি বেইমান হওয়ার আগ পর্যন্ত কাফেররা কখনোই মুসলিমদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয় না।

তথ্যসূত্র:

----

1. RSS' Ram Madhav says Muslims 'need to give up 3 concepts': 'Kafir, ummah, jihad to kill'
https://tinyurl.com/5xkvc3sj
2. অবিভক্ত ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখছেন বিজেপি নেতা রাম মাধব
https://tinyurl.com/42hm9sxp
3. মুসলিমরা কাফির জেহাদ উম্মাহর ধারণা বদলাক, মন্তব্য আরএসএস নেতা রাম মাধবের
https://tinyurl.com/42fm3sfj

১১ই জুন, ২০২২

মহানবী (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভরত ২ মুসলিমকে গুলি করে হত্যা

উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি কর্তৃক মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে অশালীন মন্তব্যের পর বিক্ষোভে উত্তাল দেশটির বিভিন্ন রাজ্য। আর নবী প্রেমী এসব বিক্ষোভকারীদের দমন করতে মাঠে নেমেছে দেশটির সরকারি গুন্ডা বাহিনী এবং হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। শুধু ঝড়খণ্ডেই প্রতিবাদী দুই মুসলিম যুবককে গুলি করে হত্যা এবং আরও ১২ জনকে গুরুতর আহত করা হয়েছে।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা গেছে, ঝাড়খণ্ডের রাঁচি এলাকায় গত শুক্রবারের নামাজের পর মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) শানে অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভে নামেন নবী প্রেমী মুসলিমরা। বিক্ষোভ চলাকালেই অন্তত দুই মুসলিম যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়। এসময় হিন্দুত্ববাদী পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হন ঐ ১২ জন।

রাঁচির রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (RIMS) এর কর্তৃপক্ষ দুজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তারা উল্লেখ করেছে যে, গুরুতর আহত অন্যান্য ১২ জনকে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

নিহত দুই মুসলিম হলেন ১৫ বছর বয়সী কিশোর মুদ্দাসসীর ও মোহাম্মদ সোহাইল।

মুদ্দাসসীরের চাচা মিডিয়াকে বলেন, "মুদ্দাসসীর জুমার নামাজের পর বিক্ষোভকারীদের সাথে মসজিদ থেকে ফিরছিল। যখন তাঁরা হনুমান মন্দিরের কাছাকাছি আসে, তখন ভিতর থেকে বিক্ষোভকারীদের উপর পাথর ছুঁড়তে শুরু করে, এতে রাস্তার লোকজনও পাথর ছুঁড়ে পতিক্রিয়া জানান। এসময় ঘটনাস্থলে পৌঁছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় পুলিশ। এই গুন্ডা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেই বিক্ষোভকারী মুসলমানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। ফলে সেখানে হতাহতের ঘটনা ঘটে। যাদের মাঝে ১৫ বছর বয়সী ২ যুবকের মাথায় গুলি লাগে। তাদেরকে দ্রুত রাঁচি ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাদেরকে মৃত বলে জানানো হয়।"

চিকিৎসকরা জানান যে, আহত ১২ জনের মধ্যে আফসার আলম নামক একজন মাথায় ৬টি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তার অবস্থাও গুরুতর।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসলামি চিন্তাবীদগণ বলছেন, "গোটা ভারতে চূড়ান্ত মুসলিম গণহত্যা শুরুর অজুহাত দ্বার করাতেই নবীজি (সাঃ)-কে অবমাননার মাধ্যমে মুসলিমদের মাঠে নামিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করা হয়েছে। এই পরিস্থিতি আর স্বাভাবিক না হওয়ার সম্ভাবনার কথাও বলেছে তাঁরা। মুসলিমদেরকে তাই নববী মানহাজ অনুযায়ী যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে বলেছেন হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Ranchi: 2 Muslims including minor killed during protests over remarks on prophet Muhammed- https://tinyurl.com/yc2vskza

2. মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির জেরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভ - https://tinyurl.com/4352wvhu

---

মালিতে আল-কায়েদার হামলায় ইউএন'এর আরেক গাদ্দার সেনা নিহত

মালিতে কুফ্ফার জাতিসংঘ কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে জর্ডানের এক সেনা নিহত এবং আরও কয়েকজন সেনা সদস্য আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, আজ ১১ জুন সকালে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির কিদাল রাজ্যে দখলদার জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে সফল বোমা হামলা চালানো হয়েছে। এতে কুফ্ফার সংঘটির সদস্য জর্ডানের এক সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। আহত হয়েছে আরও অর্ধডজন সেনা সদস্য।

একইভাবে, গত সপ্তাহে এই অঞ্চলে জাতিসংঘের সামরিক বাহিনীর উপর আরও ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মুজাহিদগণ। এরমধ্যে বুধবার চালানো হামলায় গাদ্দার জর্ডানিয়ান ১ সৈন্য নিহত হয় এবং আরও ৩ সেনা আহত হয়।

একইভাবে গত সপ্তাহে (শুক্রবার) আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' কর্তৃক পরিচালিত অন্য একটি অভিযানে ২ মিশরীয় "শান্তিরক্ষী" নিহত এবং অন্য ২ সৈন্য আহত হয়।

বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, মুসলিম নামধারি গাদ্দার সেনাদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার একটি উপযুক্ত ময়দান হয়ে উঠেছে আফ্রিকার ভূমি; যে গাদ্দার সেনারা কিনা ইসলামের শত্রুদের স্বার্থ রক্ষা করতে এবং সামান্য কিছু ডলারের লোভে নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই আজ যুদ্ধ করতে এসেছে।

মার্কিন-প্রশিক্ষিত বাহিনীতে আশ-শাবাবের অতর্কিত হামলা: ১৫ সেনা নিহত

সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী ও তাদের প্রশিক্ষিত মোগাদিশু প্রশাসনিক বাহিনীর একটি যৌথ সামরিক কনভয় প্রতিরোধ বাহিনীর হামলার শিকার হয়েছে। এতে সাঁজোয়া যান সহ একডজনেরও বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ জুন বৃহস্পতিবার, সোমালিয়ার মধ্য শাবেল রাজ্যের বাল'আদ শহরের কাছে একটি সামরিক কনভয়ে অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে। যেটি দখলদার মার্কিন বাহিনী ও তাদের প্রশিক্ষিত বিশেষ ইউনিট "দানব" এর সৈন্যদের বহন করছিল।

সূত্র মতে, রাজধানী মোগাদিশু থেকে আনুমানিক ৩৫ কিলোমিটার দূরে এই হামলাটি চালানো হয়। যেখানে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সামরিক কনভয়টি লক্ষ্য করে ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে অতর্কিত হামলা চালান। যা আধঘন্টার অধিক সময় ধরে চলতে থাকে।

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট সংবাদ মিডিয়া 'শাহাদাহ এজেন্সি' নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদদের দুর্দান্ত এই অভিযানে কাফেরদের উক্ত যৌথ সামরিক বাহিনীর অন্তত ১৫ সেনা নিহত হয়েছে। হামলায় কুফফার বাহিনীর গাড়িও ধ্বংস হয়েছে। যার ভিডিও ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয়।

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || মে, ২০২২ঈসায়ী ||

https://alfirdaws.org/2022/06/11/57506/

১০ই জুন, ২০২২

রাসুল ﷺ-কে অবমাননায় জেগে উঠেছে আরব বিশ্ব, হিন্দুত্ববাদীরা নিষ্ক্রিয় হবে কি?

ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির মুখপাত্র নুপুর শর্মা এবং মিডিয়া সেলের প্রধান নবীন জিন্দাল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সহধর্মিণী আয়েশা (রাদি.) সম্পর্কে চরম অবমাননাকর ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছে।

ঘটনার সূত্রপাত হয় উত্তরপ্রদেশের কানপুরে, হিন্দুত্ববাদী ক্ষমতাসীন দল 'বিজেপির' মুখপাত্র নুপুর শর্মা একটি টেলিভিশন প্রোগ্রামে ইসলাম ধর্ম এবং প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ কে নিয়ে কটূক্তি করে। এই ঘটনা এককালের কথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে প্রচার পাওয়া ভারতের প্রকৃত হিন্দুত্ববাদী চেহারা এবং ইসলাম বিদ্বেষ প্রচারে রাষ্ট্রীয় সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল বিজেপির মুখপাত্র নুপুর শর্মা মুসলমানদের অযু এবং হজ নিয়ে উপহাস করেছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদী দলের এই সন্ত্রাসবাদী মুখপাত্র এখানেই থেমে থাকেনি, বরং সে মুসলমানদের প্রাণের স্পন্দন প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর মিরাজ নিয়ে ঠাট্টা করেছে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ এই মানবকে নিয়ে প্রকাশ্যে অপমানজনক মন্তব্য করেছে।

এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে ভারতের মুসলিমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেও ভারতের হিন্দুত্ববাদী সরকার তাতে পাত্তা দেয়নি। বরং মুসলিমদের উপর হামলা চালায় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। ২০জনেরও অধিক মুসলিমকে আটক করেছে তারা। অগণিত মুসলিমদের নামে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলাও দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু দু'দিন আগে কাতারের দোহাতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ডেকে নিয়ে হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি মুখপাত্রের বক্তব্য নিয়ে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তোলার পর নরেন্দ্র মোদীর সরকার কিছুটা নড়েচড়ে বসেছে।

এরপর কুয়েত, বাহরাইন, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), সৌদি আরব থেকে শুরু করে এক ডজনেরও বেশি মুসলিম দেশ একে একে ক্ষোভ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। সেসকল দেশের মুসলিমরাও তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানিয়েছেন। তারা ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, প্রকাশ্যে। এরই মধ্যে কুয়েতে দোকানপাটে ভারতীয় পণ্য বিক্রি বন্ধ করা হয়েছে।

সুন্নী ইসলামের অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান মিশরের আল আজহার আল-শরীফ তাদের এক বিবৃতিতে নবীকে নিয়ে বিজেপি নেতার বক্তব্যকে "সন্ত্রাসী আচরণের" সঙ্গে তুলনা করে বলেছে যে এমন আচরণ "পুরো বিশ্বে ভয়াবহ সংকট তৈরির উস্কানি"।

ভারত নিয়ে এসব শক্ত বিবৃতি আরব বিশ্বের সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়াও মূলধারার প্রায় সব মিডিয়াতে প্রকাশ পাচ্ছে। এর ফলেই মূলত আরব বিশ্বের তাওহিদবাদীরা এর প্রতিবাদে ফুঁসে উঠে, পণ্য বয়কটসহ ভারতীয় হিন্দু কর্মীদের ছাটাই করে দেয়। মোদি ও শর্মার ছবিতে জুতার ছাপ দিয়ে ময়লার গাড়িতে লাগিযে দেয় তাঁরা। এভাবে তাঁরা প্রিয়নবীর প্রতি তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটান।

কুয়েতের আরদিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেছেন, "মুসলমান হিসেবে আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননা মেনে নিতে পারি না। কারণ মুসলিমদের কাছে প্রিয়নবীর সম্মান নিজের জীবনের চেয়েও মূল্যবান।"

তবে হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার এই জঘন্য অপরাধীদের কোন বিচার করেনি তারা, শুধুমাত্র লোকদেখানো বহিষ্কার করেছে তাদেরকে দল থেকে। এমনকি, উল্টো এখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়িশা (রা.)-কে নিয়ে কটুক্তিকারী বিজেপি মুখপাত্র নূপুর শর্মাকে কড়া নিরাপত্তা দিচ্ছে দিল্লির হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। মঙ্গলবার (৭ জুন) থেকে এই নেত্রীকে কড়া নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়েছে।

আরব শাসক ও হিন্দুত্ববাদীদের প্রকৃত ন্যারেটিভ :

আরব বিশ্বের ক্ষোভকে বছরের পর বছর ধরে বিজেপির মুসলিম এবং ইসলাম বিদ্বেষী রাজনীতির পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবেই ব্যাখ্য করেছেন বিশ্লেষকগণ।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিজেপি ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী বিভিন্ন ন্যারেটিভ চালু করে সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিতর চেষ্টা করে চলেছে। ভারতে কেন্দ্র এবং রাজ্য পর্যায়ে বিজেপি এবং দলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কট্টর হিন্দু গোষ্ঠীর নেতা-কর্মীরা ক্রমাগতভাবে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস, জীবন-জীবিকা টার্গেট করে বক্তব্য বিবৃতি দিয়ে চলেছে, যার জেরে গত আট বছরে বহু সহিংসতা-হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। হিন্দুত্ববাদীদের হাতে খুন হয়েছেন অগণিত মুসলিম।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৫ সালে মে মাস থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র আড়াই বছরে গো-রক্ষার নামে কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের হামলায় ভারতে

কমপক্ষে ৪৪ জন মুসলিম খুন হয়েছেন। এসব হত্যাকাণ্ডের বিচারও তেমন হয়নি বললেই চলে; বিজেপি নেতারাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসব হামলার পক্ষে সাফাই গেয়েছে।

ভারতে বিগত বছরগুলোতে গরুর মাংস নিষিদ্ধ করা এবং মাংস বহনের সন্দেহে পিটিয়ে মারার বহু ঘটনা সহ স্কুল-কলেজে হিজাব নিষিদ্ধ করার মত ঘটনা নিয়ে আরব বিশ্বে মানুষজন তাদের সরকারের ভয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেনি, তবে এবার সোশ্যাল মিডিয়াতে আর অসন্তোষ চেপে রাখেননি তারা।

গত আট বছরে বিজেপির মধ্যে এক ধরণের বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে যে, শক্তি অর্জন করলে কেউই কিছু করতে পারবে না। কিন্তু এ ঘটনার পর বিপাকে পড়েছে ভারত। কারণ ভারতের তেল-গ্যাসের সিংহভাগই আসে এই সব অঞ্চল থেকে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, উপসাগরীয় মুসলিম দেশগুলোতে অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে মূলত ভারত উদ্বেগের মধ্যে পড়েছে। উপসাগরীয় দেশগুলোর জোট গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) সাথে ২০২০-২০২১ সালে ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৮৭ বিলিয়ন (৮,৭০০ কোটি) ডলার। লাখ লাখ ভারতীয় এসব দেশে কাজ করে, এবং এরা কোটি কোটি ডলারের রেমিটেন্স দেশে পাঠায়। যদি আরবরা সকল কর্মীদের ফেরত পাঠিয়ে দেয় তাহলে ভারতের রেমিটেন্স প্রবাহ মাঠেই মারা যাবে।

ইসলামিক চিন্তাবিদগন বরেছেন, আরব বিশ্ব যদি আগেই হিন্দুত্ববাদীদের চাপ দিত, তাহলে তারা মুসলিমদের উপর এতাে‌টো নির্যাতন করার সাহস পেতো না।

আসলে নবীকে নিয়ে এক বিজেপি মুখপাত্রের বক্তব্য এবং আরেক মুখপাত্রের টুইট নিয়ে আরব বিশ্বে প্রথম প্রতিক্রিয়া হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতেই। পরে লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। এরপরেই হয়তো চাপের মুখে সরকারগুলো এক এক করে মুখ খুলছে। গত আট বছরে ভারতে মুসলমানদের দুর্দশা ক্রমাগত বাড়লেও সৌদি আরব, কাতার, ইউএই'র মত প্রভাবশালী দেশের গাদ্দার শাসকরা তা নিয়ে টু শব্দও করেনি। এ সময়ে বরঞ্চ মোদী সরকারের সাথে আরব এই শাসকদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

এমনকি, কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খর্ব করে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করার পরও বাকি বিশ্বের মত এসব আরব মুসলিম দেশ কোনও কথাই বলেনি, যা নিঃসন্দেহে হিন্দুত্ববাদী বিজেপিকে আরও আত্মবিশ্বাসী করেছে।

এই পর্যায়ে এসে বিজেপি, তাদের মাতৃসংগঠন আরএসএস এবং অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনসমূহ প্রকাশ্যে মুসলিম গণহত্যার ডাক দিচ্ছে; হিন্দুদেরকে অস্ত্র কিনে মজুদ করার আহ্বান জানাচ্ছে; মিয়ানমারের মতো মুসলিমদের উপর জাতিগত নির্মূল অভিযান চালানোর ডাক দিচ্ছে; সাধারণ হিন্দুদেরকেও মুসলিম গণহত্যায় শামিল করতে কাশ্মীর ফাইলস-এর মতো সিনেমার প্রচার-প্রচার করছে; উগ্র সাধু-সন্ন্যাসীরা তীব্র বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিয়ে হিন্দুদের উত্তেজিত করছে; মুসলিমদেরকে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করছে, হিজাব ও নামাজের মতো ইবাদতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে; একে মসজিদ ও মুসলিম স্থাপনাগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে; মসজিদে মূর্তি স্থাপন ও পূজা করার প্রকাশ্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে; লাভ জিহাদ ও গো-হত্যার নামে মুসলিমদের

পিটিয়ে মারা হচ্ছে; - এমন পরিস্থিতিতে নুপুর ও জিন্দাল তাদের নেতাদের ইশারা ছাড়াই এমন কাজ করেছেন বলে মানতে নারাজ বিশ্লেষকরা।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ভারতে যখন মুসলিম গণহত্যার মঞ্চ পূর্ণরূপে প্রস্তুত, সেই মুহূর্তে হিন্দুত্ববাদী ভারত শেষ প্রস্তুতি হিসেবে উপমহাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যএর মুসলিমদের নার্ভ পরীক্ষা করে নিতে চাইছে; এই উদ্দেশ্যেই তারা নুপুর শর্মা আর নবীন জিন্দালকে দিয়ে নবী অবমাননার ঘটনা ঘটিয়েছে। এখন হয়তো তারা তাদের চূড়ান্ত কৌশল ঠিক করবে। আর নুপুর ও জিন্দালকে বহিষ্কার করে তারা আপাতত আরব বিশ্বকে ঠাণ্ডা করতে চাইছে; এরপরেই তারা হয়তো নতুন কৌশলে আগাবে। আর আরব শাসকদের এই ক্ষোভ যে কেবলই লোক দেখানো, সে ব্যপারেও উম্মাহকে সজাগ করেছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

আবার ইসলামি চিন্তাবীদদের কেউ কেউ আরবের গাদ্দার শাসকদের চরিত্র বিশ্লেষণপূর্বক এমন সম্ভাবনার কথাও বলেছেন যে, তারা হয়তো তাদের মিত্র হিন্দুত্ববাদী ভারতের বিরুদ্ধে তাদের নিজ নিজ জনগণের ক্ষোভকে প্রসমিত করার জন্যেও কিছুটা করা বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে থাকতে পারে। এই ফাঁকে জনগণের কাছেও তাদের ইমেজ কিছুটা উন্নত হল। এছাড়া তারা কেনই বা তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে এমন করা ভাষা প্রয়োগ করতে যাবে, যখনে তারা নিজেদের বাজার ভারতের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন; যেখানে কেউ কেউ আবার আরব ভূখণ্ডে মন্দির নির্মাণ এবং হিন্দুয়ানী শিরকী পুরাকাহিনী পড়ানোর ব্যবস্থাও করে রেখেছে।

তাই বলা যায়, হিন্দুত্ববাদীরা ইসলাম ও মুসলিমদের নির্মূল করার মিশন থেকে সহসাই নির্লিপ্ত হবে না। যদি না মুসলিমরা সত্যিই জেগে উঠে এবং নববি মানহাজ অনুযায়ী গো-মূত্রপানকারী হিন্দুত্ববাদী সম্প্রদায়ের বিষদাঁত নির্মূল করার প্রয়াস চালায়।

লেখক : উসামা মাহমুদ

সংকলক : আব্দুল্লাহ বিন নজর

তথ্যসূত্র:

1. After Qatar, Kuwait, Iran summon Indian envoy over remarks against prophet - https://tinyurl.com/2p92eerd
2. Qatar summons Indian ambassador over derogatory comments against prophet Muhammed - https://tinyurl.com/ybdc3rh6
3. BJP’s Nupur Sharma booked for derogatory comments about Prophet Mohammad - https://tinyurl.com/tx8jn4xc

4. মহানবী (স.)-কে অবমাননার জের; কুয়েতের সুপার স্টোর থেকে সরিয়ে ফেলা হলো ভারতীয় পণ্য - https://tinyurl.com/6dskd8v9
5. ইসলামের নবীকে নিয়ে বিজেপির দুই নেতার মন্তব্যে ক্ষুব্ধ মুসলিম বিশ্ব - https://tinyurl.com/29nfum84

6. নূপুর শর্মা: ঘৃণা-বিদ্বেষের রাজনীতি কি মুসলিম বিশ্বে ভারতের স্বার্থ ঝুঁকিতে ফেলছে? - https://tinyurl.com/4wwtuc66

০৯ই জুন, ২০২২

এবার নামায নিষিদ্ধ ও মসজিদ বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার আহ্বান উগ্র হিন্দুত্ববাদী পান্ডের

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে ধর্মীয় বিধি বিধান পালনে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে। একেরপর এক হিন্দুত্ববাদীরা লাগামহীন মুসলিম বিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে। বিজেপির মুখপাত্র নুপুর শর্মার মুসলিম বিরোধী বক্তব্যের বিরুদ্ধে গত শুক্রবার মুসলিমরা প্রতিবাদ জানায়। সে সময় হিন্দুত্ববাদী পুলিশ মুসলিমদের উপর হামলাও চালিয়েছে। পরে হিন্দুত্ববাদীরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে অবমানকারীদের পক্ষ নিয়ে একটি মুসলিম বিদ্বেষী ঘৃণামূলক বক্তৃতার আয়োজন করে। সেখানে হিন্দুত্ববাদী নেত্রী পূজা শকুন পান্ডে যে 'অন্নপূর্ণা মা' নামেও পরিচিত। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরও একটি বিদ্বেষমূলক ভাষণ দেয়।

শুধু তাই নয়, ৫ জুন, ২০২২এ, পান্ডে রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দের কাছে "তার রক্ত দিয়ে" একটি চিঠি লিখে, তাকে শুক্রবারে নামাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলে। সে নামাজের জামাআতকে একটি "হিন্দু-বিরোধী ধর্মসভা" হিসেবে আখ্যা দেয়।

তার চিঠির কিছু অংশ:

“শুক্রবার নামাজের দিন নয়। বরং এটি সন্ত্রাসের দিন। মুসলমানদের জুমার জামাত ইবাদতের জন্য নয় বরং অমুসলিমদের গণহত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ এবং যৌন হয়রানির জন্য। তাই, অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা আপনার সামনে নিম্নলিখিত দাবিগুলি পেশ করেছে:

শুক্রবারে, ছোট মসজিদে মুসলমানদের প্রবেশ কেবলমাত্র ১০ মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উচিত এবং বড় মসজিদে ২৫ জন মুসলমানের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত।

অবিলম্বে গণপ্রার্থনা নিষিদ্ধ করা উচিত। মসজিদ, যেখানে শুক্রবারে দাঙ্গা ও ষড়যন্ত্র হয়, বুলডোজার দিয়ে তা ভেঙে ফেলা উচিত।

পান্ডে শাতেমে রাসূল নূপুর শর্মার মন্তব্যকেও যথার্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

পান্ডে একজন পুনরাবৃত্তিকারী মুসলিম বিদ্বেষী অপরাধী। সে তার মুসলিম বিরোধী মন্তব্যের জন্য পরিচিত। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে হরিদ্বারের ধর্ম সংসদে, কোনো ধরণের রাখডাক ছাড়াই সে সরাসরি মুসলমানদের গণহত্যার আহ্বান জানিয়েছিল। পান্ডে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়ার ডাক দিয়েছিল এবং গণহত্যার জন্য উস্কানি দিয়েছিল।

সে বলেছে"অস্ত্র ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। আপনি যদি তাদের জনসংখ্যা শেষ করে দিতে চান তবে তাদের হত্যা করুন। হত্যার জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং জেলে যেতে প্রস্তুত থাকুন। এমনকি যদি আমাদের মধ্যে ১০০ জন তাদের (মুসলিম) ২০ লক্ষকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়, তবে আমরা বিজয়ী হব। তার এই মুসলিম বিদ্বেষী উগ্র মন্তব্যের ব্যাপারে টাইমস নাউ এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, ২০ লক্ষ মানুষকে হত্যার ডাক দেওয়া কি ধর্ম?' জবাবে ঐ সন্ত্রাসী সাধ্বী অন্নপূর্ণা বলেছে, "হ্যাঁ, এটা আমাদের কর্তব্য।" সে আরো বলেছে "আমরা হিন্দুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে তাদের হত্যা করতেই থাকবো।

একই অনুষ্ঠানে, একটি ইউটিউব চ্যানেলের সাথে একটি সাক্ষাতকারে, পান্ডে বলেছে, "আজ এমন সময় এসেছে যখন মহিলাদের এক হাতে তরোয়াল এবং অন্য হাতে বেলন নিতে হবে। আমি আমার মায়েদের কাছে অনুরোধ করছি যে তারা তাদের ছেলেদের দুর্বলতা না হয়ে বরং তাদের শক্তিতে পরিণত হন। যদি কোথাও অধর্ম হয় তবে তাদের বলুন আমি তাদের কাটাতে আপনার সাথে আসব। কোন মামলা হবে না কিন্তু কিছু দিনের জন্য শুধুমাত্র সামান্য অসুবিধা; আমাদের কল করুন, আমরা আপনার সাথে থাকব।"

পান্ডে হিন্দু মহাসভার একজন উগ্র নেতা এবং প্রায়শই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্যের জন্য শিরোনামে থাকে।
২০২০ সালের এপ্রিলে, একটি ভিডিওতে পান্ডে তাবলিগী জামাতের সদস্যদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিল।

২০২১ সালের মার্চ মাসে, দাসনায় একটি মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য হিন্দুত্ববাদী কর্মী শ্রুঙ্গি যাদব একটি নাবালক মুসলিম ছেলেকে মারধর করার পরে, পান্ডে দাবি করেছিল যে অন্যান্য মন্দিরগুলি দাসনার মতো মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার বোর্ড লাগিয়েছে।

একাধিকবার মুসলমানদের হত্যা করার জন্য তার খোলামেলা আহ্বান সত্ত্বেও, ইউপি পুলিশ এখনও পান্ডেকে গ্রেপ্তার করেনি। কারণ সে হিন্দু। পক্ষান্তরে মুসলিমরা অপরাধ না করেও হিন্দুত্ববাদীদের সাজানো মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর কারাগারে কাটাচ্ছে।

তাকে এখনও হিন্দুত্ববাদী মিডিয়া চ্যানেলগুলো আমন্ত্রণ জানায় যাতে করে মুসলিম সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে তার বক্তৃতাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসারিত হয়। ফলে হিন্দুত্ববাদী মুসলিম বিদ্বেষের বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে ভারতের রন্ধে রন্ধে। স্বল্প পরিসরে শুরু হয়েছে মুসলিম গণহত্যা। যা ব্যাপক আকার ধারণ করা শুধু সময়ের ব্যাপার। তাই এখনি হিন্দুত্ববাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আহ্বান জানিয়েছেন হক্কপন্থী উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Pooja Shakun Pandey, Who Called For Namaz Ban, Has a History of Anti-Muslim Hate Speech - https://tinyurl.com/2fv25z8e

2. অস্ত্র প্রশিক্ষণের ভিডিও - https://tinyurl.com/yckwejfc

3. - https://tinyurl.com/2p92t56f

4. Hindutva leaders call for killing Muslims at recent 'hate speech conclave' in India: reports
- https://tinyurl.com/femc3fny

হিন্দু পুরোহিতের ভাষ্যমতেই জ্ঞানবাপি মসজিদে পাওয়া কাঠামোটি ঝর্ণা, শিবলিঙ্গ নয়

ভারতে মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদ ভাঙার মতোই মনগড়া নাটক সাজিয়ে নতুন করে বিভিন্ন মসজিদ ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

কিছুদিন পূর্বে হিন্দুত্ববাদীরা দাবি তোলে যে তারা নাকি উত্তর প্রদেশের জ্ঞানবাপি মসজিদে 'শিবলিঙ্গ' পেয়েছে। এই অজুহাতে হিন্দুত্ববাদীরা চায় জ্ঞানবাপি মসজিদটিকে মন্দির বানাতে। হিন্দুত্ববাদীরা মসজিদের যে অংশটিকে কথিত 'শিবলিঙ্গ' বলে দাবি করছে, সেটি মূলত অজুখানায় অবস্থিত পাথরের একটি স্তম্ভ, যা ছিল পানির ঝর্ণা বা ফোয়ারা। কিন্তু উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে সকল প্রকার যুক্তি প্রমাণকেও অস্বীকার করে। এমনকি ঐ বুদ্ধি প্রতিবন্ধীরা সাধারণ বিবেকের দাবিকেও পরিত্যাগ করেছে। কারণ মুসলিমরা ওযুখানার পানি দিয়ে পবিত্রতা হাসিল করে। সেখানে তো শিবলিঙ্গ রাখার প্রশ্ন আসতে পারে না।

এ ব্যাপারে জ্ঞানভাপি মসজিদের পিছনে অবস্থিত কাশী করভাত মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বলেছে, মসজিদে যে কাঠামো পাওয়া গেছে, তা একটি ঝর্ণা, শিবলিঙ্গ নয়। পুরোহিত বলেছে, আমি ছোটবেলা থেকেই কাঠামোটি পর্যবেক্ষণ করে আসছি।

আজতক/ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে, পুরোহিত গণেশ শঙ্কর উপাধ্যায় বলেছে, "আমরা ছোটবেলা থেকেই এই ঝর্ণা দেখে আসছি। প্রায় ৫০ বছর হয়ে গেছে।" উপাধ্যায় আরো বলেছে, বেশ কয়েকবার ঝর্ণাটি খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং মসজিদের কাঠামো নির্মাণ শ্রমিক ও ইসলামিক আলেমদের সাথে এটি সম্পর্কে কথা বলেছি। সুতরাং আমি নিশ্চিত এটা শিব লিঙ্গ নয়। পানির ঝর্ণা।

একটি মন্দির ভেঙ্গে মসজিদটি তৈরি করা হয়েছিল- এই দাবিকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক হিন্দু গোষ্ঠী এই কাঠামোটিকে "শিবলিঙ্গ" বলে অভিহিত করেছে। তারা মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করার প্রচারণা চালাচ্ছে।

কিছুদিন আগে ওয়াকার সেই স্তম্ভের ছবিটি টুইটারে পোস্ট করে বলেন যে- "গোবর ভক্তরা যেটাকে শিবলিঙ্গ বলে দাবি করছে সেরকম অনেক পাথরের স্তম্ভ আমার এলাকাতেও আছে।" ওয়াকারের এই যুক্তিটিই হিন্দুত্ববাদীদের কথিত "অনুভূতিতে" আঘাত করে। এবং তারা জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশকে আবেদন করে ওয়াকারকে গ্রেপ্তার করার জন্য।

বিশ্লেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ অবশ্য বলছেন যে, গো-মূত্র পানকারী এই ধর্মান্ধ হিন্দুত্ববাদীদের কাছ থেকে যৌক্তিক আচরণ আশা করাই বৃথা। তাঁরা এটাও বলছেন- মুসলিমদের তাই উচিত সকল প্রকার বিদ্বেষ, মতভেদ ও দলাদলি ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এবং মসজিদসহ অন্যান্য স্থাপনা রক্ষায় তথা মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষায় ধর্মান্ধ এই হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে, এমনকি প্রয়োজন হলে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধে নববী মানহাজ অনুযায়ী আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Structure found in Gyanvapi mosque is fountain, not Shivling, says Hindu priest - https://tinyurl.com/yam6sbpf

2. Jammu & Kashmir: 'Activist' Waqar Bhatti arrested for derogatory remarks against Hindus over Gyanvapi Shivling - https://tinyurl.com/36xwbxkc

---

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || জুন ১ম সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/06/09/57484/

বুরকিনা ফাঁসো | 'জেএনআইএম' বীর যোদ্ধাদের অতর্কিত হামলায় ১১ সেনা নিহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোতে দেশটির সামরিক বাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে একডজনেরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ৬ জুন সোমবার দুপুরের কিছুক্ষণ পরে দেশটির 'ফাদা এন গৌরমা' এলাকায় একটি অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে বুরকিনিয়ান সেনাদের একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। পরে স্থানীয় প্রতিরোধ যোদ্ধারা সেনাদের টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালাতে শুরু করেন। যা আধঘন্টা ধরে চলতে থাকে।

স্থানীয় সূত্র মতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর বীর যোদ্ধারা অতর্কিত এই হামলাটি চালিয়েছেন। এতে সামরিক বাহিনীর অন্তত ১১ সেনা ঘটনাস্থলেেই নিহত হয় এবং আরও অর্ধডজন সেনা সদস্য আহত হয়, যারা নিজেদের জীবন বাঁচাতে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়।

অভিযান শেষে প্রতিরোধ বাহিনীর বীর মুজাহিদরা ১২টি AK-প্যাটার্ন রাইফেল, ২২টি ম্যাগ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রচুর সংখ্যাক সরঞ্জাম গনিমত পেয়েছেন।

অস্ত্র কিনে মিয়ানমারের মতো জাতিগত নির্মুল অভিযান চালাতে হিন্দুদেরকে আহ্বান উগ্র স্বামী প্রবোধানন্দের

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম বিদ্বেষ এখন চরম আকার ধারণ করেছে। প্রকাশ্যভাবে মুসলিমদের গণহত্যার আহ্বান জানানোর পর এখন তারা হিন্দুদেরকে সরাসরি অস্ত্র কিনে মুসলমানদেরকে নির্মূল করার অভিযান শুরু করে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পরা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, উগ্র হিন্দুত্ববাদী পুরোহিত স্বামী প্রবোধানন্দ প্রত্যেক হিন্দুকে অস্ত্র তুলে নিতে এবং মিয়ানমারের মতো ক্লিনজিং অপারেশন (জাতিগত নির্মূল) শুরু করতে বলেছে।

সে হিন্দুত্ববাদী জনতার উদ্দেশ্যে বলছে, সকল হিন্দুকে অস্ত্র কিনতে হবে। মুসলিমদেরকে মায়নমারের মতো জাতিগত নির্মূল অভিযান চালাতে হবে। মুসলিমদের মারতে হবে। এছাড়া বিকল্প কোন পথ নাই। সে সামরিক বেসামরিক সকল হিন্দুকে মুসলিম গণহত্যায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানায়।

হিন্দুত্ববাদী প্রবোধানন্দের মুসলিম বিদ্বেষী এমন ভাষণ এটাই প্রথম নয়। ইতিপূর্বেও প্রবোধানন্দ ধর্ম সংসদে খোলাখুলিভাবে মুসলিমদের গণহত্যার আহ্বান জানিয়েছিল। সে ভারতীয় মুসলিমদেরকে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের মতোই গণহত্যা করার কথা বলেছিল।

হিন্দুত্ববাদী এই উগ্র নেতা প্রকাশ্যে তার অনুসারীদেরকে বলেছিল- "কুরআন বুঝে" এমন প্রত্যেক মুসলিমকে হত্যা করতে হবে। সে আরো বলেছে, "প্রত্যেক হিন্দুর উচিত বাড়িতে অস্ত্র রাখা। আপনি যখন তা করবেন, আপনি রাম এবং কৃষ্ণের আশীর্বাদ পাবেন। 'জিহাদিদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে আপনার এখন অস্ত্র দরকার।"

হরিদ্বারে মুসলিম বিদ্বেষী ঘৃণা সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য এবং মুসলিমদের মায়ানমারের মত গণহত্যা চালানোর আহ্বান করায় প্রবোধানন্দকে গাজিয়াবাদে হিরো উপাধি দিয়েছিল উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা।

মুসলিমদের নিরবতা ও নির্লিপ্ততার সুযোগে হিন্দুত্ববাদীরা এভাবেই তাদের অনুসারীদেরকে মুসলিম গণহত্যার জন্য মানসিকভাবে ও গণহত্যা চালানোর অস্ত্র মজুদ করে রাখতে প্রস্তুত করে তুলছে। অথচ, মুসলিমরা এখনো নিজেদের মাঝে ছোটখাট বিষয় নিয়েই মতানৈক্যে লিপ্ত রয়েছে।

ইসলামি বিশ্লেষকদের কেউ কেউ আক্ষেপ করে বলছেন, বাংলাদেশে অবস্থানরত মুসলিমরা হয়তো ভাবছেন যে এটা ভারতের মুসলিমদের বা কাশ্মীরি মুসলিমদের সমস্যা; কিন্তু তারা এটা ভাবতে পারছেন না যে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের ঢেউ খুব দ্রুতই তাদের উপরেও আছড়ে পরতে যাচ্ছে।

ইসলামি চিন্তাবীদগণ তাই বার বার সতর্ক করছেন মুসলিমদেরকে অবশ্যই এটা অনুধাবন করতে হবে যে, তাদেরকে নির্মূল করতে একদল লোক সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তাই তাদেরকে গাদ্দার শাসকদের ধোঁকাবাজি এড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, এবং সমাগত ভবিষ্যতের বিপদ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Swami Prabodhanand calls on Hindus to buy weapons - https://tinyurl.com/uuzyz6a5
2. Clean India of Jihadis, Whoever Understands Quran is One': UP Hate Speech Event - https://tinyurl.com/yckmb3zu

---

০৮ই জুন, ২০২২

নরসিংদী থেকে শ্বেতপত্র : কথিত প্রগতিশীল-বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়ার মুখোশ উন্মোচন

বাংলাদেশের কথিত সুশীল সমাজ বা বুদ্ধিজীবী মহলের যে অংশটি কথিত অসাম্প্রদায়িকতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার, তাদের মধ্যে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি বা ঘাদানিক অন্যতম; হলুদ মিডিয়ার কাভারেজও তারাই পায় বেশি। কথিত উদারপন্থী-বামপন্থী সকলেরই অংশগ্রহণ ও সমর্থন আছে এদের সাথে। এই কথিত সুশীল ও মিডিয়া চক্র মূলত প্রগতিশীলতা-অসাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি মুখরোচক শ্লোগানের আড়ালে ইসলাম বিরধিতা এবং হিন্দুত্ববাদী আদর্শ প্রচার ও প্রসার করে। তবে এই সুশীল-মিডিয়া চক্রের কৌশলে ইসলাম বিদ্বেষ ও বিদেশী এজেন্ডা বাস্তবায়নের বিষয়টি সম্প্রতি '১১৬ জন সম্মানিত আলেমের নামে শ্বেতপত্র' প্রকাশ, এবং 'নরসিংদীতে অশ্লীল পোশাক পরিহিতা নারীকে সমর্থনের' ঘটনায় আবারো জাতির সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথমেই আমরা নরসিংদীর ঘটনায় দৃষ্টিপাত করব।

কিছুদিন আগেই নরসিংদিতে অশ্লীল পোশাক পরিহিতা এক মেয়েকে কথিত হেনস্থার ঘটনায় দেশের কথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং মিডিয়া বেশ সরব ছিল। অশ্লীল পোশাক এবং অশ্লীলতার পক্ষে কিছু একটা করতে

বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, চেতনাজীবী সকলের সরব উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। তাদের অনুসারিদেরকে আবার লাঠি নিয়ে মিছিল ও প্রতিবাদও করতে দেখা গছে।

আবার অপর একটি ঘটনায় আমরা দেখলাম- প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী একজন নারীকে লাঠি পেটা করতে করতে রাস্তায় ফেলে দেয় এবং তারপরেও লাঠি পেটা করা হয়। কিন্তু সেই ঘটনায় কোন বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী বা চেতনাজীবীকে আমরা কোথাও খুঁজে পাইনি।

নরসিংদীর ঘটনায় প্রশাসন একজন বয়স্ক মহিলাকে গ্রেফতার দেখিয়ে খুবই কৃতিত্ব দাবি করছে। সেই পর্দানশীল নারীর অপরাধ ছিল এটাই যে, তিনি অশ্লীল পোশাক পরিহিতা সেই তরুণীকে তার পোশাকের ব্যপারে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের অশ্লীল ও 'কথিত স্বাধীনচেতা' পোশাকের বিরুদ্ধে কথা শুনেই সেই মেয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে। সে তার কথিত বন্ধুদের নিয়ে একজন বয়স্ক মহিলার সাথে অকথ্য ভাষায় বিবাদ শুরু করে দেয়। এমন অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই স্টেশনের অন্যরা এগিয়ে আসেন এই বয়স্ক মহিলার পক্ষে।

কিন্তু মিডিয়া এটাকে 'নারীর কথিত স্বাধীনতার উপর ধর্মান্ধ সমাজের হস্তক্ষেপ' হিসেবে উপস্থাপন করে। অবশ্য এই মিডিয়ার চরিত্র এমনই; এরা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণই করে থাকে। আর অশ্লীলতা এবং অশ্লীলতার ধারক-বাহকদের পক্ষে এরা যারপরনাই নিবেদিতপ্রাণ।

একজন শিক্ষিকা যখন বাধ্য হয়ে তার দশম শ্রেণী পড়ুয়া ছেলের সাথে পঞ্চম শ্রেণী পড়ুয়া মেয়ের বিয়ে দেয়, তখন তারা ঐ শিক্ষিকার শাস্তি দাবি করে। আবার স্কুল পড়ুয়া সমকামি যুগল বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে যখন তাদের পরিবার তাদেরকে ধরে আনে, তখন তারা ঐ অপ্রাপ্তবয়স্ক সমকামি জুগলের পক্ষ হয়ে শিরোনাম করে- "ঘর বাঁধা হল না বিলকিস-আঁখির, অবশেষে খালি হাতেই ফিরে যেতে হল বাড়ি।" এরা তাদেরকে সেলিব্রেটি বানায় যারা কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে হাতের তালুতে অশ্লীল স্লোগান দেখায়!

টিপ ইস্যুতেও আমরা দেখেছিলাম, অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার আগেই তারা নাজমুল তারেকের বিরুদ্ধে এবং ঐ হিন্দু শিক্ষিকার পক্ষে টিপ পরে প্রতিবাদ জানিয়েছে, টক-শো ও মিডিয়াতে তরকের ঝড় উঠিয়েছে। কিন্তু তদন্তে যখন নাজমুল তারেক নিরদশ প্রমাণিত হল, এবং ঐ হিন্দু শিক্ষিকা মিথ্যা অভিযোগকারী প্রমাণিত হল, তখন এই সুশীলরা এবং এদের অনুসারীরা একেবারেই নিসচুপ হয়ে যায়।

ইসলামি চিন্তাবীদরা তাই বলছেন, আসলে অশ্লীলতা এদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থায়ী হয়ে গেছে। তাই অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সমাজের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও তারা সহ্য করতে পারে না। আর এর মাধ্যমে যদি ইসলাম ও মুসলিমদের হেয় করার সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে তো তারা আরও এক ধাপ এগিয়ে আসবে।

এরা কি তাহলে এটাই চায় যে, আমাদের এই সমাজ অশ্লীলতায় ভরে যাক, এখান থেকে সভ্যতা উঠে যাক, আর নগ্নতা ও অশ্লীলতা প্রসার পাক? এটি তাদের সুপরিকল্পিত এজেন্ডা নয় কি? জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এই প্রশ্নগুলোর জবাব সম্পর্কে আমাদেরকে একমত হতে হবে।

অশ্লীল এবং একই সাথে অসামাজিক পোশাকের পক্ষে এরা কতটা সরব হল! অথচ একজন বয়স্ক মহিলাকে গ্রেফতার করে যখন তার শরীর থেকে বোরকা খুলে ফেলতে বাধ্য করা হল, তখন তাঁর পোশাকের স্বাধীনতার পক্ষে তারা কিছুই বলেনি। কারণ এটা করলে আদতে ইসলামের পক্ষে কথা বলা হয়ে যাবে, তাই তারা এটা

করেনি। একজন বোরকা পরিহিতা পর্দানশীন মহিলাকে কোন আইনে তারা বোরকা খুলতে বাধ্য করল- এই প্রশ্নও তারা কেউ করেনি!

এবার সম্মানিত আলেমে-দ্বীনদের বিরুদ্ধে ঘাদানিক'এর শ্বেতপত্র প্রকাশের ঘটনায় নজর দেওয়া যাক।

গত মাসেই দেশের শতাধিক আলেম এবং সহস্রাধিক মাদ্রাসার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে অর্থায়নের সম্পর্ক এনে "মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন" নামক কথিত গণকমিশন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির সমন্বয়ে গঠিত এই কথিত গনকমিশন তাদের ঐ মনগড়া প্রতিবেদন বা শ্বেতপত্র জমা দিয়েছে দুদক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে।

দেশের প্রচলিত মানব রচিত আইন অনুযায়ী, এমন কাজের কোন অধিকার এই কথিত কমিশনের নেই। স্বাধীন কোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন রকম তদন্ত, অনুসন্ধান বা নজরদারি করার অধিকার রয়েছে শুধুমাত্র বিচার বিভাগ কিংবা প্রশাসনের যথাযথ ব্যাক্তি প্রতিষ্ঠানের কাছে।

আর বাস্তবতা হচ্ছে - বর্তমানে আমাদের এই দেশ আজ ইসলাম বিদ্বেষের অন্যতম শ্রেনীকক্ষে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি, মিডিয়া, প্রশাসন - সমস্ত জায়গাতেই আজ ইসলাম বিদ্বেষ প্রবল। উল্লেখিত এসকল সেক্টরে হিন্দুত্ববাদী ভারতের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণও প্রবল। এমন অবস্থায় ইসলাম বিদ্বেষের এই উর্বর ভূমিতে কথিত গণকমিশন তদন্তের নামে ইসলামের উপরে আক্রমন করে এদেশে ইসলাম ও মুসলিমদের কোণঠাসা করতে চাইবে - এটা খুবই স্বাভাবিক!

কমিশনের নামের দিকেও দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

ঘাদানিক কমিশনটির নাম দিয়েছে - 'মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণকমিশন'। মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বর্তমান সময়ে এই নামগুলোর বিশেষ রাজনৈতিক অর্থ রয়েছে। এই নামগুলো শুধুমাত্র কিছু শব্দ নয়, বরং এই বিশেষ নামগুলোর সহায়তায় তৈরি করা হয় সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতপন্থা, মোকাবেলা করা হয় প্রতিপক্ষকে। বিশেষ ভাবে বর্তমান সময়ে স্থানীয় এবং বিশ্ব রাজনীতিতে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ এই পরিভাষা গুলো উদ্দেশ্যমূলক রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যাবহার করা হয়। বর্তমান বিশ্বে যত জায়গায় আমরা স্থানীয় বা বৈশ্বিক ভাবে আগ্রাসন, জুলুম, নারকীয় হত্যাযজ্ঞ দেখতে পাই, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই পরিভাষাগুলোর উপস্থিতি পাওয়া যায়, এবং নির্যাতনের শিকার হিসেবে দেখা যায় ইসলাম এবং মুসলিমদের। এভাবেই ভারতের আজ্ঞাবহ আমাদের এই দালাল সরকার ও রাষ্ট্রব্যাবস্থা শত্রু বা প্রতিপক্ষ হিসেবে ইসলাম এবং মুসলিমদের বেছে নিয়েছে।

তাছাড়া আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, যে কথিত গণকমিশন মাদ্রাসাগুলোর সাথে সন্ত্রাসী অর্থায়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তাদের নিজেদের অর্থায়ন কিভাবে হয়? শাহরিয়ার কবির অবসর গ্রহণ করেছে ১৯৯২ সালে। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত ঘাদানিকের অর্থায়ন কে করে? তারা তাদের কথিত এই ব্যাপক কর্মযজ্ঞের অর্থ কোথায় পায়? এর উত্তর আমরা খুঁজে পাব ডিজিএফআই এর অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এম এ হালিমের বক্তব্যে। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, -"আবার অনেককে র ভাতাও প্রদান করে থাকে। এসব ব্যাক্তিবর্গ র এর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে এবং র এর দেয়া নীতি আদর্শ প্রচার করে।"

এই গণকমিশনের আরেক মুখ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মানিক নিজেই মানি লন্ডারিং-এর অভিযোগে অভিযুক্ত। লন্ডনে তার ৩-৪ টি বাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়, যার কোনটির মূল্য ২ লাখ পাউন্ডেরও বেশি। সেই অর্থ সে কিভাবে উপার্জন করেছে বা কিভাবে বিদেশে পাঠিয়েছে- ের উপযুক্ত কোন উত্তর সে দিতে পারেনি। আর বিচারক হিসেবেও তার কর্মকাণ্ড এতটাই প্রশ্নবিদ্ধ ছিল যে, খোদ আওয়ামীলীগের নেতারাই তাকে অপসারনের দাবি জানিয়েছিল।

কমিটির আরেক সদস্য তুরিন আফরোজের বিরুদ্ধে স্বয়ং তার মা সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেছে যে, তার মেয়েকে অনৈতিক কাজে বাঁধা দেওয়ায় সে উনাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। নিজের ভাইকেও সে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে বাবার বাড়ি একাই দখল করে আছে। এই মানিক-তুরিন গংরাই কিনা ১১৬ জন আলেম ও হাজার মাদ্রাসার বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক শ্বেতপত্র প্রকাশের ধৃষ্টতা দেখিয়েছে! আর এই কথিত প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিজীবন অনুসন্ধান করলে সকলের অবস্থাই একই রকম পাওয়া যাবে।

কথিত গণকমিশন এ দেশের আলেমশ্রেনী এবং মাদ্রাসা গুলোকে টার্গেট করে আসলে ইসলামকেই টার্গেট করেছে। তাঁরা তাদের ইসলামবিদ্বেষ আর লুকিয়ে রাখতে পারেনি। আগ্রাসী ভারতের কুখ্যাত গুপ্তচর সংস্থা "র" অনবরত এ দেশে ইসলাম বিদ্বেষ তৈরি করার কাজে নিয়োজিত এবং তাদের এই কাজে সহায়তা করে থাকে এ দেশেরই কথিত এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। ডিজিএফআই এর অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এম এ হালিম বলেছিলেন, "র'এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামপন্থীদের স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।"

কথিত প্রগতিবাদী সুশীল-মিডিয়া চক্র এবং এই গণকমিশন, এদের এজাতীয় কর্মকাণ্ড আসলে বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অবস্থান গ্রহণের নামান্তর। এখানে আসলে কথিত গণকমিশন মুল শত্রু নয়, তারা কেবল ফুট-সোলজার মাত্র। বরং আগ্রাসী ভারত এবং ভারতের আজ্ঞাবহ ইসলাম বিরোধী সরকারই হচ্ছে মূল শত্রু। এরা সকলে মিলে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ বানাতে এদেশেও ভারতের সমান্তরাল পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে।

বিশ্লেষকরা তাই বলছেন, কথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও মিডিয়া আসলে এদেশে অশ্লীলতা বেহায়াপনা, নোংরা হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি এবং হিন্দুত্ববাদের এদেশীয় ধারক, বাহক ও পৃষ্ঠপোষক। এরা আজ ইসলামের সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতায় নেমেছে। তাদের এসকল বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা এদেশে একদিকে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে, অপরদিকে ভারতজুড়ে মুসলিমদের উপর যে ক্রেকডাউন চলছে- সেদিক থেকেও এদেশের মুসলিমদের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখতে চাইছে। এদেশে এরা কখনোই ইসলাম ও মুসলিমদের ন্যূনতম উপস্থিতি মেনে নিবে না; এরা এদেশে কখনোই ইসলাম ও মুসলিমদের নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে থাকতে দেবে না। এদেরকে তাই ভালমত চিনে নেওয়া, এবং এদের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকা ও অপরকে সজাগ করে মানসিকভাবে এদের মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকাকে জাতির জন্য আবশ্যক মনে করছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

লেখক : আব্দুল্লাহ বিন নজর

ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় ৭ মালিয়ান গাদ্দার সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দেশটির গাদ্দার সেনাদের উপর একটি সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ২ সেনা নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, আজ ৮ জুন বুধবার সকালে মালির টিমবাক্টু রাজ্যের উপকণ্ঠে হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। হামলাটি দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি চেকপয়েন্ট টার্গেট করে চালানো হয়েছে। এতে বিদেশিদের দালাল মালিয়ান বাহিনীর অন্তত ২ সেনা নিহত এবং আরও ৫ সেনা সদস্য আহত হয়েছে। পরে তাদেরকে চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সূত্রটি জানায় যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর একদল মুজাহিদ এই হামলাটি চালিয়েছেন। তাঁরা ৩টি মোটরসাইকেলে করে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেওয়া সেনাদের টার্গেট করে করে হত্যা করেন। অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদে সরে যেতেও সক্ষম হন।

উল্লেখ্য মালির এই গাদ্দার সামরিক বাহিনী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফ্রান্সের গোলামী করেছে। বিনিময়ে ফ্রান্স তাদের কায়েমি স্বার্থ জিইয়ে রাখতে মআলিতে ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে। কিন্তু যখন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণের মুখে ফ্রান্স আস্তে আস্তে নিজেকে মালি থেকে গুটিয়ে নিচ্ছে, এই গাদ্দার সামরিক বাহিনী তখন আবারো নিজেদের জনগণ ও দ্বীনের বিরুদ্ধে গিয়ে আরেক দখলদার রাশিয়ানদেরকে মালিতে ডেকে এনেছে। তাদের সাথে তাই দখলদারদের প্রতি আচরণের অনুরূপ আচরণই করে যাচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ।

কেনিয়ায় আশ-শাবাবের অতর্কিত হামলার কবলে ২টি সামরিক কনভয়: ৪টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস

ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন কেনিয়ার গারিসা এবং লামু অঞ্চলে দেশটির কুফফার সামরিক বাহিনীর ২টি কনভয়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। এতে কয়েক ডজন শত্রুসেনা নিহত এবং আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

কেনিয়ার সরকারি সূত্রমতে, আশ-শাবাব মুজাহিদিন গত ৬ জুন তাদের প্রথম হামলাটি চালান প্রাদেশিক রাজধানী গারিসার উপকণ্ঠে। সেখানে 'NFD' এর সেনা সদস্যরা টহল দিতে বের হয়েছিল। আর তখনই সামরিক কনভয়টি টার্গেট করে একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ফলশ্রুতিতে ইসলামের শত্রুদের একটি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়।

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট সংবাদ সূত্রও নিশ্চিত করেছে যে, এই বোমা বিস্ফোরণে সাঁজোয়া যানে থাকা সমস্ত কুফফার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। অন্য একটি সূত্র মতে এতে ৩ পুলিশ সদস্যও আহত হয়েছে।

আশ-শাবাব সূত্রটি আরও যোগ করেছে যে, এদিন শহরটিতে মুজাহিদগণ একটি টার্গেট কিলিং অপারেশন পরিচালনা করছেন। এতে এক চীনা প্রকৌশলীকে হত্যা করা হয়েছে। সংবাদ সূত্রটি থেকে আরও জানা

যায়, এদিন কেনিয়ার উপকূলীয় রাজ্য লামুতেও একটি সামরিক কনভয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে সামরিক বাহিনীর ৩টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়ে যায়। আশ-শাবাব দাবি করেছে যে, এই হামলায় সাঁজোয়া যানগুলোতে থাকা সমস্ত কুফ্ফার সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অনেক।

দেশটির পুলিশ জানিয়েছে যে, সেনা সদস্যরা ইজারা রাজ্যের সাংসদ ইব্রাহিম আব্বাসকে নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া সময় এই হামলাটি চালানো হয়েছে। যখন কনভয়টি হালুকা জেলায় প্রবেশ করছিল, তখনই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, এই হামলায় ইব্রাহিমকে বহনকারী গাড়িটির "চালক ও অন্যান্য কর্মকর্তারা গুরুতর আহত হয়েছে।"

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই হামলাটি সোমালিয়ার পাশাপাশি গোটা পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলেই হারাকাতুশ শাবাবের শক্তিশালী উপস্থিতির জানান দিয়েছে। সে সাথে এই অঞ্চলে মার্কিনী বাহিনীর পুনঃআগমন যে নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে যাচ্ছে, সেটাও এই হামলার পর সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে।

ভারতে পুলিশের উপস্থিতিতে মুসলিম নারীদের ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী পুরোহিত

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের ইসলাম বিদ্বেষ ও জিঘাংসা কিছুতেই মুসলিমদের পিছু ছাড়ছে না। একের পর এক মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে তারা, চলছে মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আর সেই আগুনে নিয়মমাফিক জ্বালানী যুগিয়ে যাচ্ছে সাধু সন্ন্যাসীর নামধারী উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী ধর্মগুরু এবং হিন্দুত্ববাদী উগ্র নেতা-নেত্রীরা আর তাদের সাথে নিয়মিতই যোগ দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসন।

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, এক হিন্দুত্ববাদী পুরোহিত পুলিশের উপস্থিতিতে মুসলিম নারীদের ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছে। তাকে বলতে শোনা গেছে, যদি মুসলিম যুবকরা হিন্দু নারীর দিকে তাকায়, তাহলে আমরা মুসলিম মহিলাদের প্রকাশ্যে ধর্ষণ করব। আমাদের কেউ থামাতে চাইলেও থামাতে পারবে না।

কিছুদিন আগেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে বজরং মুনি দাস নামে এক হিন্দু মহন্তকে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, মুসলিম মহিলাদের তাদের বাড়ি থেকে অপহরণ করবে এবং তাদের প্রকাশ্যে ধর্ষণ করবে।

ইতিপূর্বেও অনেক হিন্দুত্ববাদী কথিত সাধুরা মুসলিম নারীদের ধর্ষণের উসকানি দিয়েছে। এমনকি হিন্দুত্ববাদী যোগি আদিত্যনাথ মুসলিম নারীদের কবর থেকে তুলে ধর্ষণের কথা বলেছিল। যেহেতু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভিক্টিম মুসলিম, তাই বরাবরের মতোই মিডিয়া, তথাকথিত সুশীল, প্রগতিশীলরা তাদের পক্ষে টু-শব্দটি পর্যন্ত করেনি!

তাই এমন সংকটাপন্ন অবস্থায় নিজেদের জান মাল ও মুসলিম নারীদের ইজ্জত-আব্রুর রক্ষায় মুসলিদের নিজেদেরকেই এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামিক চিন্তাবীদগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Hindu extremist gives rape threat to Muslim women in police presence - https://tinyurl.com/37aa97ry

2. video link - https://tinyurl.com/34yezume

০৭ই জুন, ২০২২

যুদ্ধবিরতির মধ্যেই পাক-তালিবানের উপর গাদ্দার সেনাদের হামলা : কঠোর হুঁশিয়ারি টিটিপির

পাকিস্তানের বান্নুতে যুদ্ধবিরতি চলাকালীনই প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের অবস্থানে হামলা চালিয়েছে গাদ্দার পাকি-সেনাবাহিনী। এতে সাত জন তালিবান যোদ্ধা শহীদ হওয়ার দাবি করেছে সেনাবাহিনী।

বিবরণ অনুযায়ী, গত রবিবার বিকেলে বান্নু অঞ্চলে ২টি অভিযান চালিয়েছে পাকি-সেনারা। দেশটির শরিয়াহ্ বিরোধী গাদ্দার সেনাবাহিনীর জনসংযোগ (আইএসপিআর) বিভাগ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, সেনাবাহিনী গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বান্নুতে ২টি পৃথক অভিযান চালিয়েছে। যাতে প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের ৭ জন বীর মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন।

সামরিক বাহিনীর উক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বান্নু জেলার জানিখাইল ও হাসান খাইল সীমান্তে এই অভিযান চালানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, এসময় তালিবান যোদ্ধারাও পাল্টা গুলিবর্ষণ করেন। তবে এতে কত গাদ্দার সেনা নিহত এবং আহত হয়েছে তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট করেনি সেনাবাহিনী।

এদিকে প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির সিনিয়র দায়িত্বশীল শাইখ উমর খালিদ খোরাসানী (হাফি.) আজ ৭ জুন সন্ধ্যায় এক টুইট বার্তায় বলেন, বান্নুতে শহীদ হওয়া মুজাহিদরা আমাদের ভাই। আর কোন ভাইয়ের রক্তের প্রতিশোধ ভুলে যাওয়া আমাদের ইসলামী ঐতিহ্য নয়।

তাই সকল মুজাহিদীন কমরেডদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে, কোন মুজাহিদ ভাইয়ের রক্ত বৃথা যাবে না।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, গাদ্দার পাকি সামরিক বাহিনী কর্তৃক এই হামলা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য টিটিপি কর্তৃক ঘোষিত যুদ্ধবিরতিতে এবং শান্তি আলোচনায় বড় প্রভাব ফেলবে। প্রতিরোধ বাহিনী 'টিটিপি' শান্তি আলোচনায় এই বিষয়টি নিয়ে বড় একটু ইস্যু তৈরি করবে।

মালিতে কথিত জাতিসংঘের বিরুদ্ধে দাবানলে রূপ নিচ্ছে জিহাদি স্ফুলিঙ্গ: মুজাহিদদের আক্রমণে হতাহত এক ডজনেরও বেশি

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির কেন্দ্রীয় অংশে জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষা বাহিনীর উপর পর পর ৩টি হামলা চালিয়েছে ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে এক ডজনেরও বেশি জর্ডানিয় ও মিশরীয় সেনা হতাহতের শিকার হয়েছে।

জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মালির কেন্দ্রীয় অংশে রাস্তায় বিছানো বিস্ফোরক বিস্ফোরণের শিকার হয়েছে শান্তিরক্ষী বাহিনীর একটি কনভয়। যা গত ৩ জুন সকালে সংঘটিত হয়েছে। এতে ২ সেনা নিহত এবং অপর ২ সেনা আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায় যে, হতাহত সেনারা জাতিসংঘের গোলাম গাদ্দার মিশরীয় সামরিক ইউনিটের সদস্য। যারা মালির টিমবুকটু অঞ্চলে থেকে ডুয়েন্টেজা শহরের দিকে যাচ্ছিল। আর এসময়ই গাদ্দার সেনাদের কনভয়টি আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর লাগানো মাইন বিস্ফোরণের শিকার হয়েছে।

মালিতে দখলদার জাতিসংঘের বহুমাত্রিক সামরিক মিশনের মুখপাত্র অলিভিয়ের সালগাদো, মুজাহিদিন কর্তৃক পরিচালিত বরকতময় এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে।

এদিকে বুধবার উত্তর মালির কিদাল অঞ্চলে জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের বহনকারী অন্য একটি কনভয় টার্গেট করেও মাইন বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এরপর সেখানে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। তবে জাতিসংঘ দাবি করেছে যে, মুজাহিদদের বরকতময় উক্ত হামলায় ঘটনাস্থলেই ৪ সেনা সদস্য গুরুতর আহত হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১ সেনা সদস্য মারা যায়।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের বরকতময় এই হামলার শিকার হয়েছিল জর্ডানের গাদ্দার সেনারা।

এভাবেই জাতিসংঘ নামক কুফফার সংঘের অধীনে থাকা মুসলিম নামধারি গাদ্দার দেশের সেনাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাজন। এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামের শত্রুদের সহায়তাকারী এসব গাদ্দার সেনাদের উপরেও কুফফার সেনাদের মতোই বিধান কার্যকর হওয়া সম্পর্কিত কুরআন-হাদিসের রায় উম্মাহকে বহু আগে থেকেই জানিয়ে আসছেন হক্কানি উলামায়ে কেরাম। আর এই রায় জানার পরেও দুনিয়ার

বিনিময়ে আখিরাত বিক্রি করে দেওয়া এসব গাদ্দার সৈনিকরা সামান্য কিছু ডলারের লোভেই কুফফারদের হয়ে তাদের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

উত্তরপ্রদেশে থানায় মুসলিম বিক্রেতাকে হিন্দুত্ববাদী পুলিশের নির্যাতন

২২ বছর বয়সী মুসলিম যুবককে উত্তর প্রদেশের বেরিলির একটি থানায় স্টেশন হেড, চার কনস্টেবল এবং দুই "অজ্ঞাত" হিন্দুত্ববাদী মিলে অমানবিক নির্যাতন করেছে।

নির্যাতিত ব্যক্তির মা বলেছে, "সাব-ইন্সপেক্টর সত্য পালের নেতৃত্বে পুলিশ, আমার ছেলের মলদ্বারের ভিতরে একটি লাঠি ঢেলে দেয় এবং তাকে বারবার বৈদ্যুতিক শক দেয়।" মেডিকো-লিগ্যাল রিপোর্ট বিবেচনা করে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুত্ববাদী পুলিশ বিনা অপরাধে তাকে আটক করেছিল।

হিন্দুত্ববাদীদের নির্যাতনে গুরুতর আহত হওয়ার পরে মুসলিম ব্যাক্তিটি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং বারবার খিঁচুনি হয়। তিনি খণ্ডকালীন সবজি বিক্রেতা হিসাবে কাজ করতেন। ২ মে, পুলিশ তাকে গোহত্যার অভিযোগে মামলা করা একজন ব্যক্তির সাথে শুধুমাত্র সম্ভাব্য যোগসূত্রের সন্দেহে তুলে নেয়। আলাপুর থানার সীমানার অন্তর্গত কাকরালা এলাকার বাসিন্দা ঐ মুসলিম যুবকের পূর্বে কোনো অপরাধমূলক কাজের রেকর্ড নেই।

লোকটির এক আত্মীয় বলেছেন, "পুলিশরা সারা রাত আমার শ্যালককে নির্যাতন ও মারধর করেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তারা তাকে ১০০ টাকা দেয় এবং দুই দিন পর তাকে বাড়ি ফেরত পাঠায়। এরপর থেকে প্রতিদিনই তার খিঁচুনি হচ্ছে। শুক্রবার, তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।"

একজন ডাক্তার, যারা হাসপাতালে ভিকটিমকে পরীক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন, "রোগীর নিয়মিত খিঁচুনি হচ্ছে, যার মানে তার স্নায়ুতন্ত্র প্রভাবিত হয়েছে, সম্ভবত একটি শকের কারণে। আমরা বাধা নিষেধের কারণে মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে পারছি না।"

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই যুবক যেন ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের অত্যাচারে ধুঁকতে থাকা মুসলিমদের প্রতীক, যার বাঁচার আশা ক্ষীণ।

তথ্যসূত্র:

-----

1. UP: Muslim vendor tortured in Police station, 5 cops booked - https://tinyurl.com/ycxzyef8

2. Video link - https://tinyurl.com/2czc87h3

বিশ্বের উচিত ভিত্তিহীন উদ্বেগের পরিবর্তে ইমারাতে ইসলামিয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া: জাবিহুল্লাহ্ মুজাহিদ

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় নানারকম ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। যার দ্বারা তারা নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্জন করতে চাচ্ছে।

কুফ্ফার জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক "মানবাধিকার" সম্প্রদায় সম্প্রতি আফগানিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তবে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সরকার জানিয়েছে যে, তাদের এসব উদ্বেগ ভিত্তিহীন ও অসত্য। যেগুলো একচেটিয়াভাবে ইমারাতে ইসলামিয়ার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ইমারাতে ইসলামিয়ার একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, আফগানিস্তানে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই ধরনের সমস্যাগুলো নিজেদের থেকেই উত্থাপন করছে। যার সাথে ইমারাতের কোন সম্পর্ক নেই।

মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ভিত্তিহীন উদ্বেগের পরিবর্তে বিশ্বের উচিত ইমারাতে ইসলামিয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া। সেই সাথে জাতিসংঘের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য বিশ্বের দেশগুলোর উচিত ইমারাতে ইসলামিয়াকে সুযোগ করে দেওয়া। কারণ বিশ্বকে এখন নতুন আফগান সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে, নয়তো সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

গত বছরের ১৪ আগস্ট আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর কুফ্ফার সংঘ নামে পরিচিতি পাওয়া জাতিসংঘ, বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ এবং কথিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্প্রদায় তালিবান কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিশেষ করে নারীর অধিকার সম্পর্কে ভিত্তিহীন সব উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। এর পেক্ষিতে মুহাতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, "আফগানিস্তানে নারী ও নারীদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাই ইমারাতে ইসলামিয়া বিশ্বকে অহেতুক চিন্তা না করার পরামর্শ দিচ্ছে। সেই সাথে নতুন আফগান সরকারের সাথে সম্পর্ক তৈরী এবং ইমারাতে ইসলামিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।"

০৬ই জুন, ২০২২

ভারতের জামিয়া মসজিদে প্রবেশ করে পূজা করার হুমকি উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর

ভারতে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি কর্ণাটকের মান্ডা জেলার শ্রীরঙ্গপাটনা শহরের টিপু সুলতান মসজিদে জোরপূর্বক প্রবেশ ও প্রতিমাদের পূজা করে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করার হুমকি দিয়েছে। গত ৪ জুন উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা সেখানে পূজা করার প্রকাশ্য হুমকি দেয়।

হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি দাবি করেছে যে, শ্রীরঙ্গপাটনা দুর্গে অবস্থিত জামিয়া মসজিদটি একটি হনুমান মন্দির ভেঙে নির্মিত হয়েছে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মতে, মসজিদের ফার্সি শিলালিপি থেকে জানা যায়, টিপু সুলতান ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে মসজিদ-ই-আলা নামে এই মসজিদটির নির্মাণ করেছিলেন।

হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি তাদের ডাকা 'শ্রীরঙ্গপত্তন চলো' নামে লংমার্চ করে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের মত উগ্র দলগুলো হুমকি দিয়েছে যে, তারা মসজিদে প্রবেশ করে পূজা করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবে। কুখ্যাত শ্রী রাম সেনের প্রধান প্রমোদ মুথালিকও 'শ্রীরঙ্গপত্তন চলো' আহ্বানকে সমর্থন করেছে।

কিছু উগ্র হিন্দু কর্মী জেলা প্রশাসনকে বারাণসীর জ্ঞানভাপি মসজিদে পরিচালিত সমীক্ষার অনুরূপ একটি সমীক্ষা করতে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। জ্ঞানভাপি মসজিদের পরে, বেশ কয়েকটি হিন্দু দল বিভিন্ন মসজিদে সমীক্ষা চালানোর জন্য নাম করে মসজিদ ভাঙ্গার অনুরোধ জমা দিয়েছে। ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদ ভাঙার মতোই মনগড়া নাটক সাজিয়ে নতুন করে বিভিন্ন মসজিদ ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী মান্ডা জেলায় কর্তৃপক্ষের কাছে একটি পিটিশন জমা দিয়ে দাবি করেছে যে, জামিয়া মসজিদে হিন্দুদের পূজা করার অনুমতি দিতে হবে। কারণ তাদের খোঁড়া যুক্তি এটি আগে একটি মন্দির ছিল।

তথ্যসূত্র :

----

1. Srirangapatna: Section 144 Imposed as Hindutva Groups Threaten to Enter Mosque, Perform Puja - https://tinyurl.com/2tvc7u54

2. Hindutva Group Seeks Nod For Hindu Prayers In Karnataka's Jamia Masjid - https://tinyurl.com/2pdne8va

3. Karnataka: Now, Hanuman temple claim over Tipu Sultan's mosque - https://tinyurl.com/2p9cvxm4

০৫ই জুন, ২০২২

হিন্দুত্ববাদী পুলিশি হয়রানির ভয়ে মুসলিম পুরুষ শূন্য ভারতের জাহাঙ্গীরপুরী

রাজধানী দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরী এলাকায় হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর সহিংসতা চালিয়েছিল। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে একটি হিন্দুত্ববাদী মিছিল ঐ এলাকার একটি মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সহিংসতা চালায়।

পরে উল্টো সহিংসতার জন্য মুসলিমদেরকে দায়ী করে শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। শুধুমাত্র মুসলিমদের ঘরবাড়ি, মসজিদ টার্গেট করা হয়েছে। ভাঙচুরের পর রাজধানী দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরী এলাকা এখনও উত্তপ্ত। ঐ এলাকায় বুধবার থেকে শুরু হয় "অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ" অভিযানের নামে হিন্দুত্ববাদীদের মুসলিম স্থাপনা, বাড়িঘর, দোকানপাট, মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার ধ্বংসলীলা।

ভারতের জাহাঙ্গীরপুরীর বেশ কয়েকজন মুসলিম বাসিন্দা জানান, সহিংসতা হওয়ার পর থেকেই প্রতিনিয়ত তাদের পুলিশি হয়রানির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

যে এলাকায় ভাঙচুর হয়েছে, সি ব্লকের স্থানীয়রা বলছেন যে মুসলিম যুবকদের প্রায়ই পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। তাদের একটাই অপরাধ তারা মুসলিম।

সে এলাকার পুরুষরা প্রাথমিকভাবে পুলিশের পদক্ষেপের ভয়ে বাইরে চলে যাওয়ায়, মহিলারা অভিযোগ করেছেন যে তারাও পুলিশ দ্বারা হয়রানির শিকার হচ্ছে। স্থানীয়রা বলছেন, নাবালকদেরও তুলে নেওয়া হচ্ছে।

জাহাঙ্গীরপুরীর স্থানীয় মুসলিম বাসিন্দা বানো বলেছেন, যে তার ভাইকে ২০শে মে আটক করা হয়। "তিনি দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। এমন সময় জাহাঙ্গীরপুরী থানার কিছু পুলিশ আধিকারিক তাকে তুলে নিয়ে যায়। এবং কোন কারণ ছাড়াই তাকে কারাগারে নিয়ে যায়।

কিন্তু পরে ২৪শে মে রোহিণী আদালতের জারি করা আদেশে, হিন্দুদের হনুমান জয়ন্তী সহিংসতা সংক্রান্ত একটি মামলায় বানোর ভাইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়।

বানো বলেছেন যে তিনি ক্রমাগত ভয়ের মধ্যে থাকেন এবং এমনকি তার মেয়েকেও পুলিশ হুমকি দেয় বলে জানিয়েছেন।

তিনি আরো বলেছেন "আমার স্বামী এবং ছেলেরা হিন্দুত্ববাদীদের অন্যায় কারাদণ্ড এড়াতে অনেক আগেই শহর ছেড়েছে। যদিও হনুমান জয়ন্তীর সহিংসতার সময়ও তারা এখানে ছিল না। কিন্তু তবুও পুলিশ আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে, তাদের ধরতে অভিযান চালাচ্ছে। আমাদেরকে তাদের 'আত্মসমর্পণ' করতে বলেছে। তারা আমার অল্পবয়সী মেয়েকে হুমকি দিয়েছে এবং বলেছে যে, যদি আমরা তাদের কাছে আমার ছেলেদের অবস্থান না জানাই তবে তাকে 'উঠিয়ে নেওয়া' হবে।

"আমরা সবাই জানি যে তারা মুসলিম পুরুষদের তুলে নিয়ে মিথ্যে মামলায় তাদের ফাঁসিয়ে দিচ্ছে।

আখলাক জাহাঙ্গীরপুরীতে বসবাসকারী একজন র‍্যাগপিকার। সহিংসতার পর থেকে তার পরিবারের তিন সদস্যকে সি ব্লক এলাকা থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। আখলাক বলেছেন, "পুরুষদের প্রায় প্রতিদিনই তোলা নেওয়া হয়। এতে মুসলিমদের মাঝে বিশৃঙ্খল ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের প্রায় সবাই নির্দোষ। আমার সবচেয়ে খারাপ ভয় হল এই ছোট বাচ্চাদের, সবেমাত্র তাদের কিশোর বয়সে, তাদের হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে এবং মারধর করা হচ্ছে।কারাগারে তাদের উপর অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে।

"আমরা কখনই সম্পূর্ণ মুক্ত নই, আমাদের ক্রমাগত নজরদারি করা হয় – আমরা কী খাচ্ছি এবং আমরা কোথায় টয়লেটে যাচ্ছি, তারা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে। আমরা নিজেদের ঘরেই বন্দী হয়ে পড়েছি।

স্থানীয় মুসলিম বাসিন্দা ইফরান বলেছেন, "ভয় আমাদের জেলে যাওয়ার নয়, আমরা জানি আমরা কিছুই করিনি। ভয় হল হেফাজতে সহিংসতা এবং হয়রানির সম্মুখীন হওয়ার।

"আমার কাছে সিসিটিভি ফুটেজ আছে যেখানে আমাকে লড়াই ভাঙতে দেখা যায়। তবুও একজন পুলিশ আসে এবং আমাকে মারধর করে এবং জেলে নিয়ে যায়," তিনি বলেছেন, আরও দুইজন মুসলিম পুরুষকেও মারধর করে। "আমার সামনে, অন্তত ছয়জন হিন্দু পুরুষ ছিল যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু পুলিশ তাদের কিছুই বলেনি। কিন্তু তারা আমাদের এত মারধর করেছে যে আমি এখনও কাজে যেতে পারছি না।

তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে পুলিশ তার কাছ থেকে ৫0,000 টাকা দাবি করেছে এবং যদি সে টাকা না দেয় তবে তার বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইন (এনএসএ)মামলা দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। "তারা জোর করে আমাকে বন্দুক দিয়েছিল এবং আমার ছবি তুলেছিল, বলেছে যে বন্দুকগুলি আমার। তারা আমাকে ভয় দেখিয়ে মারধর করে। আমি কি সন্ত্রাসী?" সে অন্যান্যদের কাছে প্রশ্ন করে।

কিছু বাসিনদারা জানিয়েছেন, মুসলিমরা ভয়ে তাদের গ্রামে চলে যাচ্ছে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তারা ফিরে আসতে পারে।

তথ্যসূত্র:

------

1. Muslim Men Leaving Jahangirpuri Out of Fear of Police Harassment, Say Locals https://tinyurl.com/z3278ena

---

ব্রেকিং নিউজ | সোমালিয়ায় মার্কিন অভিযান ব্যার্থ করে দিলো আশ-শাবাব: ১৫ সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পূণরায় দখলদার মার্কিন সামরিক বাহিনী ও আশ-শাবাবের মধ্যে ভারী লড়াই শুরু হয়েছে। এবং পশ্চিমাদের একটি যৌথ সামরিক অভিযানও প্রতিহত করেছে আশ-শাবাব। যাতে অন্তত ৮ সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আঞ্চলিক সূত্রে জানা গেছে, গত ৩ জুন শুক্রবার দুপুরের কিছুক্ষণ পরে, সোমালিয়ার পশ্চিম কিসমায়ো শহরে বোমা বিস্ফোরণের সাথে সাথে ভারী লড়াইয়ের ঘটনা ঘটেছে। যা কয়েক ঘন্টা ধরে চলমান ছিলো।

সূত্র মতে, কিসমায়ো শহরের ইয়াক হালুল এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। যা আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের নিয়ন্ত্রিত একটি এলাকা ছিলো। মূলত এলাকাটি দখল করতে গত বৃহস্পতিবার থেকেই মরিয়া হয়ে উঠেছে পশ্চিমা শক্তিগুলি। ফলে শুক্রবার শহরটিতে প্রবেশের চেষ্টা করে মার্কিন প্রশিক্ষিত সোমালি স্পেশাল ফোর্স ও পশ্চিমাদের একটি যৌথ সামরিক দল।

কিন্তু সেনারা এলাকাটির কাছে আসতেই ঘটে বিপত্তি। কেননা আশ-শাবাব যোদ্ধারা রাস্তার দুই ধারে বসিয়ে রেখেছিল শক্তিশালী মাইন বিস্ফোরক। যা একের পর এক আঘাত হানতে থেকে শত্রুদের সামরিক কাফেলাটিতে। সেই সাথে আশ-শাবাব যোদ্ধারা চতুর্দিক থেকে দখলদার ও গাদ্দার বাহিনীকে ঘিরে ভারী অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এতে মার্কিন প্রশিক্ষিত স্পেশাল ফোর্সের ৮ সৈন্য নিহত এবং আরও ৭ সৈন্য আহত হয়েছে। বাকিরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে পালিয়ে গেছে। তবে এই অভিযানে কোন মার্কিন সেনা নিহত বা আহত হয়েছে কিনা, তা এখনো জানা যায় নি। কেননা দখলদার মার্কিন সেনারা তাদের প্রশিক্ষিত সৈন্যদেরকে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে দিয়ে পিছন থেকে নিজেরাই সবার আগে পলায়ন করেছে। অথচ এই কাপুরুষ সেনারাই কিনা আশ-শাবাবের বীর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গাদ্দার সোমালি সেনাদের দিকনির্দেশনা ও শক্তিবৃদ্ধি করতে গেছে!

আশ-শাবাব সংশ্লিষ্ট সংবাদ সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, হারাকাতুশ শাবাবের বীর মুজাহিদরা পশ্চিমাদের মিত্র বাহিনী ও মার্কিন বাহিনীর একটি আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। সেই সাথে মুজাহিদগণ পশ্চিমা হানাদারদের কিসমায়োতে ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন।

উল্লেখ্য যে, সোমালিয়ায় প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের হাতে কঠিন মার খাওয়ার পর ২০২১ সালে দেশটি ছেড়ে যায় মার্কিন বাহিনী। কিন্তু তারা অতীত ভুলে গিয়ে চলতি বছরের মে মাসে পূণরায় সোমালিয়ায় সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আর এই সিদ্ধান্তের পর গত শুক্রবার প্রথমবার আশ-শাবাবের উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে দখলদার মার্কিন বাহিনী, তবে একা নয় বরং নিজেদের গোলামদের সাথে নিয়ে যৌথভাবে।

কিন্তু তারপরেও তাদের এই যৌথ অভিযান ফলাফলের মুখ তো দেখেইনি, উল্টো বরং কফিন ভর্তি সেনাদের লাশ আর আশ-শাবাবের মার খেয়ে পূণরায় যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নের পথই ভীরু মার্কিন সেনারা দেখেছে।

আশা করা যায়, খুব শীগ্রই শুধু যুদ্ধের ময়দান ছেড়েই নয়, বরং এই দখলদার পশ্চিমারা আবারো লেজ গুটিয়ে সোমালিয়া ও গোটা পূর্ব আফ্রিকার ভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে। বিইযনিল্লাহ।

০৪ঠা জুন, ২০২২

দেশে দেশে ইসলাম বিদ্বেষ | মৃতদের দাফন করা নিয়ে সীমাহীন বিড়ম্বনায় এথেন্সের মুসলিমরা

কথিত গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের একটি রাষ্ট্র গ্রিস। রাজধানী এথেন্স। সেখানে অন্তত দুই লাখ মুসলিম বসবাস করেন। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলেও সত্য যে, শহরটিতে মুসলিমদের আনুষ্ঠানিক কোনো কবরস্থান নেই। কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে দাফন করতে সীমাহীন বিড়ম্বনায় পড়তে হয় সেখানকার মুসলিমদের।

গ্রীস ইসলামী সংস্থা জানায়, সেখানে মুসলিমদের জীবন-মরণ উভয়টিই অস্বস্তিকর। কোনো মুসলিম মারা গেলে নিজেদের মাটিতে তাদের দাফন করা নিষিদ্ধ। কবরস্থান যেখানে রয়েছে, সেখানে পৌঁছতে দীর্ঘ সময় ও পথ পাড়ি দিতে হয়। এখানে বসবাসরত ২ লাখ মুসলিমের জন্য যা অত্যন্ত কষ্টের। কিন্তু তারা আর কী করবে-মৃতকে তো দাফন করতেই হবে?

ওই সংস্থাটি জানায়, মৃতকে দাফনে অন্তত ৭৫০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে কমুতিনি শহরে যেতে হয় এথেন্সের মুসলিমদের। তারা সেখানেই তাদের মৃতদের দাফন করেন। গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে কবরস্তান নির্ধারণে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার কারণেই মূলত এই বিড়ম্বনা।

অথচ সতাব্দিকালের কিছু বেশি আগেই এই গোটা গ্রিস এবং পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ এলাকাই ছিল মিউস্লিমদের কর্তৃত্বাধিন; এই এই অঞ্চল সহ গোটা বলকান অঞ্চল ছিল উসমানী খিলাফতের অধীনে। আর সেই ভুমিতেই আজ মুসলিমরা নিজেদের ম্রিতদের দাফন করতে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। কিন্তু মুসলিম সাশনামলে কোন গ্রিককে, কোন খ্রিস্টানকে বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীকে মৃতদেহ সৎকারে কোন ধরণের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে-এমন নজির ইতিহাসে নেই। আর এই গ্রিসকেই কি না বলা হয় কথিত গণতন্ত্রের সূতিকাগার। এটাই কি কথিত সভ্য ইউরোপের গণতন্ত্র আর সমানাধিকারের নমুনা - এমন প্রশ্ন রেখছেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ।

শুধু এথেন্সেই যে বিষয়টি এমন ব্যাপারটি এমন নয়; বরং গ্রীসের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর থেসালোনিকিতেও মুসলিমদের একইরকম অবস্থা। সেখানেও কবরস্তান বানানোর অনুমতি নেই মুসলিমদের। তাদেরকেও মৃতদের দাফনে শহরের বাইরে বের হতে হয়।

মুসলিমদের প্রতি গ্রীস সরকারের এই আচরণের কারণ- তারা মুসলিম। তাদের ওপর রাজনৈতিক সংকীর্ণতা তৈরি করা। একই কারণে মুসলিমদের মসজিদ নির্মাণেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কথিত এই গণতান্ত্রিক দেশে। অথচ, তারাই সকল মানুষের সমান অধিকারে কথা বলে। আবার মুসলিমদের বেলায় সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে।

প্রতিবেদক : **মাহমুদ উল্লাহ্**

তথ্যসূত্র :

১. এথেন্সে ২ লাখ মুসলিমের নেই কোনো কবরস্থান, সীমাহীন বিড়ম্বনা নিয়ে যেভাবে দাফন করা হয় মৃতদের - https://tinyurl.com/38fuwfwc

---

এবার তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনকে কালো তালিকাভুক্ত করলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন

সম্প্রতি ক্রুসেডার ইউরোপীয় কাউন্সিলের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তাদের নতুন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় একটি জিহাদি গোষ্ঠী এবং তার দুজন নেতাকে যুক্ত করা হয়েছে।

ক্রুসেডার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ঘোষণা করেছে যে, আল-কায়েদা এবং আইএসআইএসের সহযোগী কিছু স্থানীয় গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার তালিকা নতুন করে প্রসারিত করা হয়েছে। এতে আরও একটি দল ও দুজন নেতাকে তালিকাভুক্ত করেছে 'ইইউ'।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নতুন এই নিষেধাজ্ঞার তালিকায় সিরিয়া ভিত্তিক তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন গ্রুপ যুক্ত হয়েছে, যাটি বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার সাথে সু-সম্পর্ক রেখে কাজ করে আসছে। সেই সাথে সিরিয়া ভিত্তিক এই প্রতিরোধ বাহিনীটির অন্যতম দু'জন উমারাকেও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন, দলটির আমীর শাইখ ফারুক আস-সুরি (আবু হাম্মাম) হাফিজাহুল্লাহ্ এবং শরিয়াহ্ বোর্ডের প্রধান শাইখ সামি আল-উরাইদী হাফিজাহুল্লাহ্।

বিবৃতিতে মানবতার দুশমন ঐ ক্রুসেডার ইউনিয়ন উল্লেখ করেছে যে, প্রতিরোধ বাহিনী হুররাস আদ-দ্বীন এবং এর উমারারা "ইউরোপ এবং আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুতর হুমকির সৃষ্টি করছে।" সেই সাথে তারা এটাও দাবি করেছিল যে, " দলটি সিরিয়ায় তার সদস্যদের অত্যাধুনীক সব সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। যাদেরকে বহির্বিশ্বের বিরুদ্ধে হামলায় ব্যবহার করা হতে পারে।"

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন ধরেই তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন স্যেকুলার-ঘেঁষা বিদ্রোহী গ্রুপ 'HTS' এর কারণে সিরিয়ার রণাঙ্গনে তাদের প্রাকাশ্য সব কার্যক্রম বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। গোপনে দলটির দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা আর মাঝে মাঝে ২-১টি গেরিলা হামলা ছাড়া দলটির কোন কার্যক্রমই এখন আর দেখা যায় না। তথাপিও আন্তর্জাতিক কুফ্ফার শক্তিগুলো হুররাস আদ-দ্বীনকে এতটাই ভয় পাচ্ছে যে, দলটিকে নতুন করে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় যুক্ত করেছে

দীর্ঘ কয়েকমাস পর দলটি গত ২০ মে তাদের সর্বশেষ অভিযানটি চালান ইদলিবের বাহিরে লাতাকিয়ায়। যা আসাদ সরকারের একটি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে সেনা কাফেলার ভিতরে ঢুকে এককভাবে চালানো হয়েছিল। এতে উচ্চপদস্থ অর্ধডজন কমান্ডার সহ একডজনেরও বেশি নুসাইরি শিয়া মিলিশিয়া নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অনেক সৈন্য। পরিশেষে ঐ জানবায মুজাহিদও শাহাদাত লাভে ধন্য হন।

হুররাস আদ-দ্বীন সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলো নিশ্চিত করেছে যে, এই হামলাটি দলটির একজন সদস্যের একাকী হামলা ছিলো, যিনি এককভাবেই এটি আঞ্জাম দিয়েছেন। হামলাটি দলটি থেকে অফিসিয়ালি চালানো হয় নি।

বরকতময় এই গেরিলা হামলায় নিহত নুসাইরি সরকারি বাহিনীর উচ্চপদস্থ কয়েকজন কমান্ডারের ছবি...

https://alfirdaws.org/2022/06/04/57380/

বুরকিনান সেনাবহরে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলা : নিহত ১০, আহত ৯

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাঁসোতে দেশটির সেনাবাহিনী ও সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অফিসার সহ বহু সংখ্যক সেনা সদস্য নিহত এবং আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বুরকিনা ফাসো সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে থেকে জানা গেছে, গত ২ জুন বৃহস্পতিবার দেশটির সৌম প্রদেশের ডিকবো অঞ্চলে গাদ্দার সামরিক বাহিনী ও ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষটি দীর্ঘ ৪ ঘন্টা ধরে চলতে থাকে। এতে সামরিক বাহিনীর অন্তত ১০ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে।

এই লড়াইয়ে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় আরও ৯ সেনা আহত হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। একই সাথে সামরিক বাহিনী কোন প্রতিরোধ বাহিনীর নাম উল্লেখ না করে দাবি করেছে যে, তাদের ছোঁড়া গুলিতেও কয়েকজন সশস্ত্র "জিহাদী" নিহত হয়েছে।

অন্যদিকে, সূত্রটি আরও ঘোষণা করেছে যে, দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলিয় সৌরো প্রদেশের গোমবোরো অঞ্চলেও গত ১ জুন বুধবার একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। যেখানে দেশটির "রিকনেসান্স ইউনিট" নামক একটি সামরিক বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'। ঐ লড়াইটি প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে স্থায়ী হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। নিহত সেনাদের মধ্যে সামরিক বাহিনীর একজন সিনিয়র অফিসারও রয়েছে বলে জানা গেছে। যার সত্যতাও নিশ্চিত করেছে দেশটির সামরিক বাহিনী।

এভাবে পুরো পশ্চিম আফ্রিকাজুড়েই ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের নাস্তানাবুদ করে চলেছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাগণ। অচিরেই শরিয়াহ শাসিত অঞ্চলের সীমানা বৃদ্ধি করতে করতে তাঁরা পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকাকে যুক্ত করতে সক্ষম হবেন বলে মনে করছেন ইসলামি বিশ্লেষকগণ।

০২রা জুন, ২০২২

ইসরায়েলের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করল গাদ্দার আরব আমিরাত

মুসলিম উম্মাহর সাথে একের পর এক গাদ্দারি করেই যাচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। দখলদার ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ার পর এবার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিও করেছে আমিরাত। গত মঙ্গলবার (৩১ মে) দুবাইয়ে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে উপসাগরীয় কোনো দেশের সঙ্গে প্রথম এ ধরনের চুক্তিতে গেল দখলদার রাষ্ট্রটি।

বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন এই চুক্তির ফলে দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি হওয়া সব পণ্যের ওপর ৯৬ শতাংশ শুল্কছাড় পাওয়া যাবে। এ নিয়ে একটি টুইট করেছেন আরব আমিরাতে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত আমির হায়েক। সেখানে অভিবাদন জানিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত দুই দেশের কর্মকর্তাদের একটি ছবিও যুক্ত করেছে সে।

চুক্তির বিষয়ে ইসরায়েলে নিযুক্ত আরব আমিরাতের দূত মোহামেদ আল খাজা এক টুইট বার্তায় বলে, দুই দেশ যখন বাণিজ্য বাড়াতে, কাজের সুযোগ তৈরি করতে, দক্ষতা বাড়াতে ও সহযোগিতার সম্পর্ক আরও গভীর করতে একসঙ্গে কাজ করছে, তখন এই চুক্তির ফলে দুই দেশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো বাজারে দ্রুত প্রবেশ ও শুল্কছাড়ের সুবিধা ভোগ করবে।

এভাবে চুক্তি করে তাঁরা তাদের বাজার সেই ইহুদিদের জন্য খুলে দিল, যারা অনবরত অসহায় ফিলিস্তিনি মুসলিমদের রক্ত ঝড়িয়ে চলেছে।

এর আগে গত বছর ইসরায়েল ও আরব আমিরাতের মধ্যে ৯০ কোটি ডলারের বাণিজ্য হয়েছে বলে ইসরায়েলি পরিসংখ্যানগুলো থেকে জানা গেছে। নতুন চুক্তির ফলে দুই দেশের বাণিজ্য কয়েক গুণ বাড়বে বলে ধারণা করছেন ইউএই-ইসরায়েল বিজনেস কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডোরিয়ান বারাক।

এক বিবৃতিতে ডোরিয়ান বারাক বলে, চলতি বছরের মধ্যে আরব আমিরাতে প্রায় এক হাজার ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করবে। ২০২২ সালে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ২০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে। আর আগামী ৫ বছরের মধ্যে তা প্রায় ৫০০ কোটি ডলারে দাঁড়াবে।

এটা অন্তত স্পষ্ট যে, এই চুক্তির পূর্ণ ফল ভোগ করবে জায়নবাদী ইসরাইল। কারণ আমিরাতের চেয়ে তারা প্রজুক্তি ও উতপাদনে এগিয়ে; তাই তারাই সেদেশে বেশি বেসধি পণ্য রফতানির সুযোগ পাবে।

উপসাগরীয় দেশ হিসেবে আরব আমিরাতের সঙ্গে প্রথম বাণিজ্য চুক্তিতে গেল ইসরায়েল। এর আগে আরব দেশগুলোর মধ্যে মিসর ও জর্ডানের সঙ্গে একই ধরনের চুক্তি করেছে দেশটি। গত বছরের নভেম্বরে মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে চুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়। চার দফা আলোচনার মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায় তারা।

তথ্যসূত্র:

১। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করল আরব আমিরাত-ইসরায়েল - https://tinyurl.com/4huv4f4j

---

হিন্দুত্ববাদী নেতাদের 'বিদ্বেষী' বলায় অল্ট নিউজের সহ-প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে এফআইআর

ভারতে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চারিদিকে মুসলিম বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, চলছে মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আর সেই আগুনে নিয়মিত ঘি ঢেলে যাচ্ছে সাধু সন্ন্যাসীর নামধারী উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী ধর্মগুরুরা। সকল শ্রেণীর হিন্দুদের মুসলিমদের উপর ক্ষেপিয়ে তুলতে মুসলিম বিদ্বেষী কাজগুলোকে তারা তাদের কৃতিত্ব হিসেবে তুলে ধরছে। যেন অন্যরাও মুসলিম বিদ্বেষী কাজে উৎসাহ পায়। মুসলিম বিদ্বেষী এমন কার্জক্রম প্রকাশ্যে চালিয়ে গেলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। ঘৃণা ও মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর অপরাধে তাদের শাস্তির পরিবর্তে তাদেরকে বিদ্বেষী বলায় অল্ট নিউজের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ জুবায়েরের বিরুদ্ধে এফআইআর নিয়ে তৎপর হয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

অল্ট নিউজের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ জুবায়ের। উত্তরপ্রদেশের খয়রাবাদের একটি থানায় তার বিরুদ্ধে নথিভুক্ত একটি তথ্য প্রতিবেদনে (এফআইআর) নাম দেওয়া হয়েছে। তার কারণ হল তিনি একটি টুইটে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ইয়াতি নরসিংহানন্দ, মহন্ত বজরং মুনি এবং আনন্দ স্বরূপকে "বিদ্বেষকারী" বলে অভিহিত করেছেন।

উল্লেখ্য, এসমস্ত সাধু সন্ন্যাসীর নামধারী উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী ধর্মগুরুরা মুসলিমদের গণহত্যা, মুসলিম নারীদের বাড়ি থেকে অপহরণ করে ধর্ষণ করার ঘোষণা দিয়েছে।

২৭ মে জুবায়ের টুইটের একটি সিরিজে, ভারতীয় নিউজ টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে প্রাইম টাইম বিতর্কের নিন্দা করেছিলেন, যা তিনি বলেছিলেন, "বিদ্বেষীদেরকে অন্য ধর্ম সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে উৎসাহিত করার একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে"।

টাইমস নাউ চ্যানেলে একটি বিতর্কের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করে, এর উপস্থাপক নাভিকা কুমার পরিচালিত 'দ্য জ্ঞানভাপি ফাইলস'-এ, জুবায়ের টুইট করেছিলেন।

নির্দিষ্ট টুইটের উল্লেখ করে, হিন্দুত্ববাদী অভিযোগকারী বলেছে যে জুবায়েরের টুইট দ্বারা নাকি তার হিন্দু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। কারণ তার " ধর্মীয় মহন্ত বজরং মুনিকে বিদ্বেষকারী" হিসাবে উল্লেখ করেছে।

ইয়াতি নরসিংহানন্দ গিরি (সাবেক সরস্বতী), হিন্দুত্ববাদী নেতা এবং জুনা আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বরদের মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্যের অনেক প্রমাণ রয়েছে।

যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ২০২০ সালের দিল্লি পগরমের আগে কপিল মিশ্র এবং অশ্বিনী উপাধ্যায়ের মতো বিজেপি নেতারা মুসলিম বিদ্বেষ উসকে দিয়েছিল।

এমনিভাবে, হরিদ্বারেরও ধর্ম সংসদের নামে হিন্দুত্ববাদীরা প্রকাশ্যে মুসলিমদের গণহত্যা চালানোর আহ্বান জানায়। সেই ধর্মসভায় উপস্থিত ছিল হিন্দু রক্ষা সেনার প্রবোধানন্দ গিরি, বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রী উদিতা ত্যাগী এবং বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায়সহ অন্যান্যরা। এই বিতর্কিত ধর্মগুরুর সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত। যা থেকে সহজেই অনুমেয় সবকিছু হিন্দুত্ববাদী শাসকের মদদেই হচ্ছে।

২ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলার বদি সংগত আশ্রমের পুরোহিত মহন্ত বজরং মুনি হিন্দু নববর্ষ উপলক্ষে পুলিশের উপস্থিতিতে মুসলিম মহিলাদের গণধর্ষণের হুমকি দিয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

----

1. FIR Against Mohammed Zubair for Calling Militant Hindutva Leaders 'Hatemongers - https://tinyurl.com/2vy6w6f8

2. At RSS event, BJP CMs highlight anti-Muslim policies in their states as achievements – https://tinyurl.com/3ty5phtn

3. মুসলিমদের মারতে অস্ত্র তুলে নিন', জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ফের 'ঘৃণা ভাষণ' বিতর্কিত ধর্মগুরুর – https://tinyurl.com/2p9yhd2d

---

দেশে দেশে ইসলাম বিদ্বেষ | মুসলিম দেশেই এবার হিজাব নিষিদ্ধের ধৃষ্টতা দেখালো ফরাসিরা!

ঘটনাটি সৌদি আরবের উপকূলীয় শহর জেদ্দার একটি ফরাসি রেস্তোরাঁর। সেখানে নারীদের হিজাব বা ইসলামিক পোশাক পরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রেস্তোরাঁটির কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি সেখানকার মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

একটি বিখ্যাত ফরাসি চেইন রেস্তোরাঁর জেদ্দা শাখা 'বাগাটেলে জেদ্দা' গত সপ্তাহে ও চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে হিজাব পরা নারীদের সেখানে প্রবেশে বাধা দিয়েছে বলে জানা গেছে। এমনকি সৌদি আরবের নারীদের পরা ঢিলেঢালা পোশাকও তারা অনুমোদন করেনি। ঐতিহ্যগতভাবে সৌদি পুরুষদের পরা লম্বা আলখেল্লাও নিষিদ্ধ করেছে রেস্তোরাঁটি।

উল্লেখ্য যে, ফ্রান্সের ইসলাম বিদ্বেষী সরকার বেশ কয়েক বছর আগে তাদের দেশে হিজাব নিষিদ্ধ করেছে। যা ছিলো স্পষ্ট মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। অথচ মুসলিমদের দেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে তারা ঠিকই নিজেদের অর্থনীতির উন্নয়ন করে যাচ্ছে। এমনকি ব্যবসার সাথে সাথে নিজেদের নোংরা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিও সেই সব মুসলিম দেশে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে তারা। সেটারই অংশ হিসেবে তারা সৌদির রেস্তোরাঁয় হিজাব নিষিদ্ধ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে।

তবে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সৌদিতে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের কড়া প্রতিবাদের সামনে তারা টিকতে পারবে না।

তথ্যসূত্র:

১। সৌদি আরবেই ফরাসি রেস্তোরাঁয় হিজাব নিষিদ্ধ! - https://tinyurl.com/3jd7ppbc

---

মালিতে জাতিসংঘের সামরিক বহরে আল-কায়েদার হামলা: নিহত ১, আহত ৩ দখলদার

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির উত্তরাঞ্চলে দখলদার জাতিসংঘের সামরিক বহরে হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। গত ১লা জুনে চালানো এ হামলায় ৪ দখলদার সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকালে কুফ্ফার জোটটির কনভয় টার্গেট করে প্রথমে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সেনাদের অগ্রযাত্রা রোধ করেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এরপর কনভয়টি লক্ষ করে ভারী ও মাঝারি অস্ত্র দ্বারা হামলা চালান মুজাহিদগণ। যা দীর্ঘ এক ঘণ্টা যাবৎ চলতে থাকে। এতে বহু সংখ্যক কুফ্ফার সৈন্য হতাহত হয়।

তবে জাতিসংঘ নামক কুফ্ফার সংঘটি দাবি করে যে, এই হামলায় ঘটনাস্থলেই তাদের ৪ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ ২ জুন সকালে এক সেনা মারা গেছে।

ক্রুসেডার জাতিসংঘের "MINUSMA"-এর মুখপাত্র অলিভিয়ের সালগাদো এক বিবৃতিতে বলেছে যে, কিদাল অঞ্চলে জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষীদের কনভয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ যোদ্ধারা ভারি অস্ত্র এবং গ্রেনেড দ্বারা হামলা চালিয়েছেন। এতে একজন সেনা নিহত এবং তিনজন আহত হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নিরাপত্তা কর্মকর্তার বরাতে সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায় যে, প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম যোদ্ধাদের হামলার শিকার উক্ত কনভয়টি জর্ডানের। দেশটির গাদ্দার সেনারা বছরের পর বছর ধরে জাতিসংঘের হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকান শাখা, জামা'আত নুসরতুল-ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম), দীর্ঘদিন ধরেই মালিতে দখলদারিত্বের অবসান ঘটাতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই লক্ষ্যে তাঁরা স্বদেশীয় গাদ্দার সেনাদের পাশাপাশি বহুজাতিক ক্রুসেডার জোটগুলোর উপর হামলা চালাচ্ছেন।

ফিলিস্তিনি বোনকে গুলি করে হত্যা করলো ইসরায়েলি বাহিনী

দখলীকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে আরও এক ফিলিস্তিনি নারীর মৃত্যু হয়েছে।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানা যায় যে, গত ১লা জুন সকালে দখলীকৃত পশ্চিম তীরের ৬০ নং রোডে ৩১ বছর বয়সী একজন মুসলিম নারীকে গুলি করে হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। গুলিবিদ্ধ ফিলিস্তিনি মহিলা ছিলেন গুফরান ভেরেসান। তিনি ইসরায়েলি কারাগারের একজন প্রাক্তন বন্দী।

ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট ঘোষণা করেছে যে, ইসরায়েলি বাহিনী ঐ নারীকে গুলি করার পর আল আরুব শরণার্থী শিবিরের প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করে রাখে, এবং গুলিবিদ্ধ মহিলার কাছে চিকিৎসক দলকে পৌঁছাতে বাধা দেয়। ফলে আহত মহিলাকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয় চিকিৎসক দল।

উল্লেখ্য যে, এই বছর দখলীকৃত পশ্চিম তীরে ইহুদিবাদী ইসরায়েলি বাহিনী ৫০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে।

০১লা জুন, ২০২২

আসামে মুসলিম সাংবাদিককে হিন্দুত্ববাদী উবার চালকের মারধর

আসামের গুয়াহাটিতে প্রকাশ গগৈ নামে এক হিন্দুত্ববাদী উবার চালক গত শনিবার লোহার রড দিয়ে এক মুসলিম সাংবাদিককে মারধর করে। মুসলিম সাংবাদিকের নাম মোহাম্মদ আবুজার চৌধুরী।

তিনি বলেন "উবার চালক খুব আক্রমণাত্মক ছিল। সে আমাদেরকে মুসলিম বিদ্বেষ থেকে গালিগালাজ করে এবং কয়েকবার আমাকে 'বাংলাদেশী' বলে ডাকে। এমনকি সে তার গাড়ি আমার ওপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।"

আবুজারের সাথে ভ্রমণকারী অপর এক সাংবাদিক টুইট করেছেন,"আমরা গুয়াহাটিতে কামাখ্যার জন্য একটি উবার বুক করেছিলাম। অনলাইনে পেমেন্ট ছিল কিন্তু সে নগদ চেয়েছিল। এরপর সে আক্রমণাত্মক হয়ে মোহাম্মদ আবুজার চৌধুরীকে রড দিয়ে মারধর করে। আমরা অভিযোগ দায়ের করার কথা বললে সে তার গাড়ি নিয়ে আমার সহকর্মীকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করে। সে আমাদের বাংলাদেশী বলে গালি দিতে থাকে।"

তথ্যসূত্র:

------

1. Uber driver who assaulted Muslim journalist in Assam https://tinyurl.com/m7f7bs7t

---

কর্ণাটকে হিজাব পরিহিত ছাত্রীদের বাড়িতে ফেরত পাঠালো হিন্দুত্ববাদী কলেজ কর্তৃপক্ষ

ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের ইসলাম বিদ্বেষ ও জিঘাংসা কিছুতেই মুসলিমদের পিছু ছাড়ছে না। একের পর এক মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে তারা।

কর্ণাটকের শিক্ষামন্ত্রী হিন্দুত্ববাদী বি.সি. নাগেশ বলেছে হিজাব পরে কেউ ক্লাসে আসতে পারবে না। এটাকে পুঁজি করে গত শনিবার দক্ষিণ কন্নড় জেলার একটি কলেজের কর্তৃপক্ষ হিজাব পরিহিত ছাত্রীদের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ম্যাঙ্গালুরুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। হিন্দুত্ববাদী সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তে কলেজটিতে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করা হয়। মুসলিম শিক্ষার্থীরা হিজাব পরে ক্লাসে যোগ দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করলেও কলেজের হিন্দুত্ববাদী অধ্যক্ষ তাদের ক্লাসে যেতে বাধা দেয় এবং লাইব্রেরিতে যাওয়ার অনুমতিও বাতিল করে। তারপরে শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

অথচ, পর্দা নারীদের জন্য আবশ্যকীয় ফরজ বিধান। হিজাব মুসলিম নারীদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে স্কুলগুলোতে হিন্দুত্ববাদীরা হিজাব পরা নিয়ে বিতর্কিত অবস্থা তৈরী করে ছিল। এখন আবার সে ইস্যুকে নতুনভাবে সামনে আনছে।

বিশ্বব্যাপী যখন ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে প্রতিনিয়ত মানুষ ইসলামের দিকে ঝুঁকছে, পর্দা ও হিজাবে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করছে। সে মুহূর্তে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হিজাবের বিরুদ্ধে অবস্থান মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় নগ্ন হস্তক্ষেপের শামিল বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামিক বিশ্লেষকগণ। তাই মুসলিমদের কথিত গণতান্ত্রিক ধোঁকা বুঝে ঐক্যবদ্ধভাবে নববী আদর্শের উদ্বুদ্ধ আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম।

তথ্যসূত্র:

----

1. Hijab-clad college students in Karnataka sent back https://tinyurl.com/mwnh85bu

---

কর্ণাটকে এবার টুপি পরায় মুসলিম ছাত্রদের পিটিয়েছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ

ভারতে চারিদিকে শুধুই মুসলিম বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে, চলছে মুসলিম গণহত্যার চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আর সেই আগুনে নিয়মিত ঘি ঢেলে যাচ্ছে সাধু সন্ন্যাসীর নামধারী উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী ধর্মগুরু, হিন্দুত্ববাদী নেতা নেত্রী ও পুলিশ প্রশাসন।

এবার টুপি পরার কারণে হিন্দুত্ববাদীদের ধারাবাহিক মুসলিম বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন কলেজের মুসলিম শিক্ষার্থীরা। ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের তেরদলের একটি সরকারি ডিগ্রি কলেজে। সে কলেজের অধ্যক্ষ এবং পুলিশের একজন উপ-পরিদর্শক সহ সাতজন মুসলিম শিক্ষার্থীদের টুপি পরায় মারধর করে।

এ নিয়ে তেরাদল সরকারি ডিগ্রি কলেজের ১৯ বছর বয়সী ছাত্র নাভিদ হাসানসাব থারথারি থানায় একটি ডায়েরী করেন। পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর এবং অন্য পাঁচজন পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে ২৪ মে একটি মামলাও দায়ের করা হয়। মামলায় থারথারি বলেন যে, তিনি টুপি পরে কলেজে গিয়েছিলেন। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ তাঁকে প্রবেশ করতে নিষেধ করে। যদিও কলেজের অভ্যন্তরে টুপি ব্যবহারে বিধি নিষেধের জন্য কোনও সরকারী আদেশ নেই। তবু শুধু মুসলিম হওয়ায় তাদের সাথে এমন করা হয়েছে।। যেহেতু এখানে ভিক্টিম মুসলিম, তাই বরাবরের মতোই মিডিয়া, তথাকথিত সুশীল, প্রগতিশীলরা চুপ হয়ে আছে!

তথ্যসূত্র:

1.Karnataka: Muslim college student beaten up for 'wearing skull cap', case filed https://tinyurl.com/2p9a3v7k